বেদব্যাস-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী।

অযোধ্যামাহাত্ম্যম্।

[অযোধ্যা পদ্ধতি সম্বলিত]

মূল ও অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

৭০ নং সুকিয়াষ্ট্রীট, বেদব্যাস-কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৮০ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, পিপলস্ প্রেসে

শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২য় সংস্করণ)--গীতার আদর, গীতার মাহাত্ম্য, ও গীতার পবিত্রতা আপামর সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং বিশেষ বিবৃতি বাহুল্যমাত্র। মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও টীপ্পনী সহিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী। (২য় সংস্করণ)—যাহার পাঠে শ্রবণে ও যাহা গৃহে থাকিলে রোগ, শোক, মোহ, অধিক কি, ত্রিতাপ বিদূরিত হয়, সেই চণ্ডী মূল, অন্বয় ও ব্যাখ্যা সমেত। মূল্য অতি সুলভ ।/০ আনা মাত্র!

পঞ্চগীতা।—রামগীতা, উত্তরগীতা, শিব-গীতা, ভগবতীগীতা ও গুরুগীতা এই কয়

খানি গ্রন্থই পরমপথের পথিক তত্ত্বজিজ্ঞাস
মহাত্মাগণের আদরের বস্তু। এই কয় খানি
একত্রে মূল্য অতি সুলভ ।৵০ আনা।

দেবীগীতা—দেবীভাগবতান্তর্গত দেবী
গীতাখানি যোগে, সাধনে, পরম ও প্রধান
সোপান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ই
সাধনার চরমসীমা পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।
টীকা, ব্যাখ্যা ও টীপ্পনী সমেত। মূল্য
আট আনা।

মনুসংহিতা (২য় সংস্করণ)—মূল্য ॥৵০ ন
আনা।

বৃন্দাবনমাহাত্ম্য—ভগবান্ কৃষ্ণের মাহাত্ম
বর্ণনপ্রসঙ্গে অতি অদ্ভুত অদ্ভুত বিচি
বিচিত্র উপাখ্যান ও বৃন্দাবনের মাধুরীম
মাদি। মূল ও অনুবাদ, মূল্য ।৵০ আনা।

কাশীমাহাত্ম্য—এই গ্রন্থ পাঠ করিলে গৃ

বসিয়া কাশীধামের তীর্থ, মন্দির, তত্রত্য অধি বাসীগণের রীতি নীতি অবস্থা এবং কাশীক্ষেত্রের কোথায় কি আছে, সমস্তই হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়। মূল, অনুবাদ ও আটখানি উৎকৃষ্ট ছবি সম্বলিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

প্রয়াগমাহাত্ম্য—প্রয়াগের কোথায় কোন্ তীর্থ, কোথায় কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাতে কিরূপ ফল হইতে পারে, তৎসমস্ত বর্ণিত। মূল ও অনুবাদ। মূল্য ।০ আনা।

দ্বারকামাহাত্ম্য ও গোপীচন্দনমাহাত্ম্য—দ্বারকান্তর্গত প্রধান প্রধান তীর্থস্থান, তত্তৎকর্ত্তব্যতা ও ফল এবং গোপীচন্দনের উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য। মূল ও অনুবাদ। মূল্য ।০ আনা।

কলিমাহাত্ম্য। মূল ও অনুবাদ। মূল্য ।০ আনা।

বৃহৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—মূল, অন্বয়, ... টীকা, মধুসূদনী টীকা, স্বামীকৃত টীকা ও শ্রীশ... ভট্টা-তর্কচূড়ামণিকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা সুন্দর

অযোধ্যা-মাহাত্ম্য।—মূল ও অনুবাদ, মূল্য ।৵০ আনা। প্রায়

গয়া-মাহাত্ম্য।—মূল ও অনুবাদ। মূল্য ।/০ আনা।

স্তবমালা।—সমস্ত দেবদেবীর নানাবি স্তব, কবচ ও ধ্যান পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত।

পঞ্চযোগ।—ষট্চক্র, অষ্টাবক্রসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, শিবসংহিতা এবং যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য এই পাঁচখানি অপূর্ব্ব যোগশাস্ত্র একত্রে। মূল, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত।

নবগীতা।—পাণ্ডবগীতা, অনুগীতা, অবধূত গীতা, নারদগীতা, যমগীতা, গীতাসার, জী... শক্তিগীতা ও সপ্তশ্লোকী গীতা একত্রে। (যন্ত্রস্থ

·সঙ্গীত।—এই পুস্তকে সাধক ও কবি-

চত দেবদেবীবিষয়ক ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিষ-

যাবতীয় সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থ।)

সানুবাদ ধর্ম্মানুষ্ঠান।

র্ম্মশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সংগ্রহ.—সুবৃহৎ পুস্তক।

ও এরূপ গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

দে. সটীক ত্রিবেদীয় দশসংস্কার, নিত্যকৃত্য,

..সিককৃত্য, বার্ষিককৃত্য, শৌচাশৌচ, প্রায়-

শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ এবং হিন্দুর নিত্যকর্ত্তব্যাদি অসংখ্য

বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত। ইহাতে গুরু,

পুরোহিত ও ব্যবস্থাদাতা অধ্যাপক অভাবেও

ব্যা ন্দু গৃহে বসিয়া যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি

করি জে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বাঁধাই

ারম, অথচ মূল্য ১৶০ আনা মাত্র।

আ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।—মূল পয়ার, প্রসা

৸৶৹

পোদ্ধৃত শ্লোক, আনন্দচন্দ্রিকানাম্নী

বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীসম্বলিত। শ্রীভূধর

পাধ্যায় সম্পাদিত। বড় বড় অক্ষরে

কাগজে, পরিষ্কার ছাপা। বাঁধাই অতীব

আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলায় সর্ব্বস মত

সাত শত পৃষ্ঠা। এই প্রকাণ্ড পুস্তকের

২৲ টাকা। ডাঃ মাঃ।০ আনা।

অযোধ্যা-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
বন্দেঽহং রামচন্দ্রস্য পাদৌ প্রণতরক্ষকৌ।
সীতায়াশ্চ পুনঃ পাদৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কৌ॥১॥

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

রামচন্দ্রের যে চরণদ্বয় প্রণতজনের রক্ষক, আমি তাহা বন্দনা করি এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সাধু ভাগবতশ্রেষ্ঠ সাধুমার্গ-প্রবোধক।
ত্বয়া তু যৎ পরিজ্ঞাতং তন্ন জানাতি কশ্চন ॥
ত্বত্তঃ শ্রুতা মহাভাগ নানাতীর্থসমাশ্রিতাঃ
কথাঃ শ্রাবয় ভো দেব অযোধ্যায়া মনো-
হরাঃ ॥ ৪ ॥

সীতাপদেও নমস্কার। ১। রাম, লক্ষ্মণ, সী
ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুনন্দন হনুমা
ইহাঁদিগকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। ২।

পার্ব্বতী (শঙ্করকে) জিজ্ঞাসা করিলে
হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ! হে সন্মার্গপ্রবোধক! তু
যাহা পরিজ্ঞাত আছ, তাহা আর কেহই অবগ
নহে। ৩। হে মহাভাগ! আমি তোমা

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি সরহস্যং সনাতনং।
অযোধ্যায়া মহাপুর্য্যা মহিমানং গুণো-
জ্জ্বলং ॥ ৫ ॥
কীদৃশী সা সদা মেধ্যাযোধ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া পুরী।
আদ্যা যা গীয়তে বেদৈঃ পুরীণাং মুক্তি-
দায়িকা ॥ ৬ ॥
সংস্থানং কীদৃশং তস্যাস্তস্যাং কে চ মহীভুজঃ।

বন্মুখাৎ নানাতীর্থাশ্রিত কথা শ্রবণ করিয়াছি।
হে দেব! (অধুনা) অযোধ্যাসম্বন্ধিনী মনোহর
কথা শ্রবণ করাও। ৪। আমি সম্প্রতি মহা-
পুরী অযোধ্যার সরহস্য, সনাতন, গুণোজ্জ্বল
মহিমা শ্রবণে অভিলাষ করিতেছি। ৫। বেদে
যাহা যাবতীয় তীর্থপুরীর মধ্যে আদ্যা ও মুক্তি-
দাত্রী বলিয়া গীত হয়, সেই সদা পবিত্রা
বিষ্ণুপ্রিয়া অযোধ্যাপুরী কীদৃশী? ৬। উহার

কানি তীর্থানি পুণ্যানি মাহাত্ম্যং তেষু কীদৃশং ॥ ৭ ॥
অযোধ্যাসেবনান্নৃণাং ফলং স্যাদ্বাথ কীদৃশং
উৎপত্তিশ্চ কথং জাতা কা নদ্যঃ কে চ সঙ্গমাঃ ॥ ৮ ॥
তত্র স্নানেন কিং পুণ্যং দানেন চ মহামতে।

সংস্থান কিরূপ, কোন্ কোন্ ব্যক্তি তথায় নরপতি ছিলেন, তথায় কোন্ কোন্ পবিত্র তীর্থ আছে এবং সেই সকল তীর্থের মাহাত্ম্যই বা কিরূপ? ৭। অযোধ্যাপুরীসেবনে মানবগণের কিরূপই বা ফল হইয়া থাকে, কিরূপেই বা উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তথায় কোন্ কোন্ নদী বিদ্যমান এবং কি কি নদী-সঙ্গমই বা আছে? ৮। হে মহামতে! ঐ স্থানে স্নান দান করিলে কিরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, হে শিব!

তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ শিব গুণা-
ধিকাৎ ॥ ৯ ॥
এতৎ সর্ব্বং ক্রমেণৈব ব্রুহি শর্ব্ব যথার্থতঃ।
অযোধ্যায়া মহাপুর্য্যা মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি॥১০॥
এতে বৈ মুনয়ঃ সর্ব্বে নানাদেশনিবাসিনঃ।
কথাঃ শ্রাবয় ভোঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বযজ্ঞফলং
ভব ॥১১॥

তুমি সর্ব্বগুণাধিক, তোমার প্রমুখাৎ ঐ সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৯। হে শর্ব্ব! এই সকল যথাক্রমে যথার্থতঃ কীর্ত্তন কর। অযোধ্যা মহাপুরীর মাহাত্ম্য বর্ণন করা তোমার কর্ত্তব্য। ১০। নানাদেশবাসী এই সকল মুনিগণও (উহা শ্রবণার্থ) উপস্থিত রহিয়াছেন। তুমি সেই পুণ্যকথা শ্রবণ করাও, তোমার সর্ব্বযজ্ঞফললাভ হইবে। ১১।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

যস্যাঃ পশ্চিমতো নদঃ প্রবহতি ব্রহ্মাত্মজো
ঘর্ঘরঃ
সামীপ্যং ন জহাতি যত্র সরযূঃ পুণ্যা নদী
সর্ব্বদা।
যা বৈ সর্ব্বগুণাধিকা গিরিসুতে স্থানঞ্চ
বিষ্ণোর্হরেঃ
সাযোধ্যা বিমলা পুরী পুরিবরা স্যাদ্বঃ সদা-
নন্দদা॥ ১২॥

শঙ্কর কহিলেন, হে গিরিসুতে! যাহার পশ্চিম-দিকে ব্রহ্মাত্মজ ঘর্ঘর নদ প্রবাহিত হইতেছে, পবিত্রা সরযূ নদী সর্ব্বদা যাহার সন্নিধি পরিত্যাগ করে না, যাহা সর্ব্বগুণাধিকা এবং হরির নিবসতিস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সেই বিমলা, পুরী-শ্রেষ্ঠা অযোধ্যানগরী সর্ব্বদা তোমাদিগের আনন্দ-

নমামি পরমাত্মানং রামং রাজীবলোচনং।
অতসীকুসুমশ্যামং রাবণান্তকমচ্যুতং ॥ ১৩ ॥
শৃণু দেবি সবৎসে ত্বমযোধ্যানগরং শুভং।
সর্ব্বতীর্থাধিকং পুণ্যং শ্রুত্বা পাপাতিগো
ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
চরিতং রঘুনাথস্য বক্তুং কল্পে ন চ ক্ষমঃ।
একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতকনাশনং ॥ ১৫ ॥

বিধান করুন্। ১২। অতসীকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ, রাবণান্তক, অচ্যুত, রাজীবলোচন, পরমাত্মা রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। ১৩। হে দেবি, তুমি কার্ত্তিক ও গণপতি এই পুত্রদ্বয়সহ শ্রবণ কর। অযোধ্যানগর শুভকর, সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র। উহার মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। ১৪। রঘুনাথ-চরিত্র বর্ণনা করিয়া কল্পকালেও শেষ করা যায় না, উহার এক

রাম রামেতি রামেতি যে জপন্তি চ সর্ব্বদা।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ জায়তে চাত্র
পার্ব্বতি ॥ ১৬॥
সৃষ্ট্যাদৌ তু সমুৎপন্না ত্রৈলোক্যে চ বিরাজতে।
নগরী নির্ম্মিতা পূর্ব্বমীশ্বরেণ মহাত্মনা ॥ ১৭ ॥
তদুৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বঞ্চ মনোহরে॥১৮॥

একটি অক্ষর মানবগণের মহাপাপ বিনাশ করিয়া থাকে। ১৫। হে পার্ব্বতি! যাহারা সর্ব্বদা "রাম রাম রাম" এই বাক্য জপ করে, তাহাদিগের ভুক্তি ও মুক্তিলাভ হয়। ১৬। অযোধ্যানগরী সৃষ্টির আদিতে সমুৎপন্না হইয়া ত্রৈলোক্যে বিরাজ করিতেছে। এই নগর পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৭। হে মনোহারিণি! অযোধ্যার উৎপত্তি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৮। ব্রহ্মার

স্বায়ম্ভুবো মনুর্নাম ব্রহ্মণঃ প্রথমঃ সুতঃ।
প্রজানাং পালকো রাজা সত্যলোকং
জগাম হ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্বা বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিনয়ানতকন্ধরঃ ॥ ২০॥
তং দৃষ্ট্বা রাজশার্দ্দূলং বিনয়েন বিরাজিতং।
ততঃ প্রহস্যোবাচেদং ব্রহ্মা লোকপিতা-
মহঃ ॥ ২১ ॥

পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে সত্যলোকে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া বিনয়াবনতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনতস্কন্ধে অবস্থিতি করিলেন। ১৯-২০। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই রাজশার্দ্দূলকে বিনয়াবস্থিত দর্শনে সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন। ২১।

ব্রহ্মোবাচ।

সৃষ্ট্যর্থং জ্ঞাপিতো বৎস কিং কার্য্যং বদ
মেহগ্রতঃ।
শীঘ্রং কথয় মে সর্ব্বং তবাগমনকারণং ॥ ২২ ॥

মনুরুবাচ।

সৃষ্ট্যর্থে জ্ঞাপিতোঽহং বৈ তবাজ্ঞা প্রতি-
পালিতা।
সৃষ্ট্যাদৌ বসতস্তাত স্থানং দেহি মনোরমং॥২৩॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! তুমি সৃষ্ট্যর্থ আদিষ্ট হইয়াছ, তোমার কি প্রয়োজন তাহা আমার সম্মুখে বল। তোমার আগমন-কারণ আশু আমার নিকট বর্ণন কর। ২২।

মনু কহিলেন, হে তাত! আমি সৃষ্ট্যর্থ আদিষ্ট হইয়া আপনার নিয়মিত আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি; কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
জগাম বিষ্ণুলোকঞ্চ মনুনা সহ পার্ব্বতি ॥২৪॥
বৈকুণ্ঠনিলয়ং তত্তু বিকুণ্ঠাসুতনির্ম্মিতং।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং বরপ্রাকারতোরণং।
সর্ব্বদেবনমস্কার্য্যং জগাম মনুনা সহ ॥ ২৫ ॥
যত্র বৈমানিকাঃ প্রোক্তা ললনা-যূথপাস্ততঃ।

আমার বাসোপযুক্ত মনোরম স্থান প্রদান করুন্। ২৩। হে পার্ব্বতি! লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনু সমভিব্যাহারে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। ২৪। বৈকুণ্ঠালয় বিকুণ্ঠাসুতকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, চতুরস্র চতুর্দ্বারবিশিষ্ট, বৃহৎপ্রাকার-তোরণে বিরাজিত, ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত; ব্রহ্মা মনু-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন। ২৫। তত্রত্য বৈমানিক সকল ললনাযূথপ, সামগগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও

গায়ন্তি সামগা নিত্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥ ২৬॥
সর্ব্বে চতুর্ভুজাঃ প্রোক্তা মণিকুণ্ডল-
শোভিতাঃ॥ ২৭ ॥
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ।
জয়বিজয়ৌ বারুণ্যাং সৌম্যে ধাতৃ-
বিধাতরৌ ॥ ২৮॥
তন্মধ্যে তু মহাপীঠং নানারত্নোপশোভিতং।
তস্যোপরি মহারাজং সর্ব্বলোকপিতামহং ॥২৯॥

অপ্সরারা সর্ব্বদা তথায় গান করিতেছে। ২৬। তথায় সকলেই চতুর্ভুজ ও মণিকুণ্ডলে সুশোভিত। ২৭। ঐ বৈকুণ্ঠভুবনের প্রাক্দ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, বরুণ-কোণে জয় ও বিজয় ও সৌম্যদিকে ধাতা ও বিধাতা (রক্ষীরূপে) অবস্থিত। ২৮। সেই বৈকুণ্ঠমধ্যে নানারত্ন-শোভিত মহাপীঠ বিদ্য-

বাসুদেবং জগন্নাথং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলিভূর্ত্বা বাচা মধুরয়া গিরা ॥৩০॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবাধিদেব দেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক।
নগরং বসতিং দেহি মন্বর্থে দেবসত্তম ॥৩১॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।

মান আছে। তদুপরি সর্ব্বলোকপিতামহ, রাজরাজেশ্বর, বাসুদেব জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুটাঞ্জলি হইয়া মধুরবচনে বাসুদেবকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৯-৩০।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবাধিদেব! হে দেবেশ্। হে ভক্তানুগ্রহকারিন্! হে দেবসত্তম! মনুর অবস্থিতির জন্য নগর প্রদান কর। ৩১। বাসুদেব, জনার্দ্দন ব্রহ্মার এই

বৈকুণ্ঠমধ্যে যৎ প্রোক্তমযোধ্যানগরং
শুভম ॥ ৩২ ॥

অনেকাশ্চর্য্যসংযুক্তং সর্ব্বসম্পত্তিদং শুভং।
দত্বা চ মনুহস্তে তু ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ॥৩৩॥
অথানুজ্ঞাপিতো ব্রহ্মা মনুঃ স্বায়ম্ভুবশ্চ সঃ।
আগতো মর্ত্ত্যলোকে চ বিশ্বকর্ম্মসমন্বিতৌ॥৩৪॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈকুণ্ঠভবনে (সর্ব্বসমক্ষে) অযোধ্যানগরীই শুভপ্রদ (এবং বসতিযোগ্য) বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। ৩২। তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সেই বিবিধ আশ্চর্য্য-সংযুক্ত, সর্ব্বসম্পত্তিপ্রদ, শুভকর অযোধ্যানগর মনুহস্তে সমর্পণ করিলেন। ৩৩। অনন্তর ব্রহ্মা ও স্বায়ম্ভুব মনু বৈকুণ্ঠনাথ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা সমভিব্যাহারে মর্ত্ত্য-লোকে উপনীত হইলেন। ৩৪। অবশেষে

বশিষ্ঠং প্রেষয়ামাস পশ্চাত্তত্র জনার্দ্দনঃ।
সুচারুঃ ক্ষ্মা যত্র দৃশ্যা হ্যযোধ্যাং তত্র
কল্পয় ॥৩৫॥
আগত্য ঋষিশার্দ্দূলো বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় পুরীং বৈ নির্ম্মমে শুভাং ॥৩৬॥
ইতি বিষ্ণোরাদেশাচ্চ পুরী বৈ নির্ম্মিতা শুভা।
অযোধ্যা রচিতা তেন সর্ব্বদেবনমস্কৃতা ॥৩৭॥

জনার্দ্দন বশিষ্ঠ ঋষিকেও ভূতলে প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন,-যেস্থানে ভূমি সুচারু দৃষ্ট হইবে, তথায় অযোধ্যা স্থাপন করিও। ৩৫ ঋষিশার্দ্দূল মুনিসত্তম বশিষ্ঠও ভূতলে আগমন পূর্ব্বক বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া শুভকর পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন। ৩৬। এই প্রকারে বিষ্ণুর আদেশে সেই ঋষিবর সর্ব্বদেবনমস্কৃতা

অযোধ্যা নগরী রম্যা রত্নমণ্ডপশোভিতা ।
অনেকরত্নসংকীর্ণা জ্বলনার্কসমপ্রভা ।৩৮॥
আবাসৈরুত্তমৈর্যুক্তা দিব্যপ্রাকারতোরণা ।
সুবর্ণদুর্গসংযুক্তা রৌপ্যতাম্রপ্রকোষ্ঠকা ।।৩৯।।
পরিখয়া রাজিতা তু স্বর্ণহর্ম্যবিরাজিতা ।
প্রাকারোপবনোদ্যানপরিখারত্নতোরণা ।।৪০

শুভকরী অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন । ৩৭ । ঐ নগরী রমণীয়া, রত্নমণ্ডপশোভিতা, বহুরত্ন-রাজিতে সমাকীর্ণা ও প্রখর তপনসম প্রভা-বতী । ৩৮ । ঐ পুরী অত্যুত্তম গৃহাদিতে সম-ন্বিতা, দিব্য প্রাকার ও তোরণবিরাজিতা, স্বর্ণময় দুর্গসংযুক্তা এবং রাজত ও তাম্রময় প্রকোষ্ঠে সুশোভিতা । ৩৯ । ঐ নগরী পরিখা, স্বর্ণময়ী অট্টালিকা, প্রাকার, উপবন, উদ্যান

অনেকগৃহসংযুক্তা রচিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥৪১॥
স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলা সর্ব্বতো গৃহৈঃ।
নীলস্ফটিকবৈদূর্য্যমুক্তামর্কতভোরণৈঃ।
ক্লৃপ্তহর্ম্ম্যস্থলী রম্যা সর্ব্বদেবনমস্কৃতা ॥ ৪২ ॥
সভাচত্বররথ্যাভিঃ সর্ব্বতো ভবনৈর্য্যুতা।

ও রত্নতোরণে বিরাজিতা এবং বহুসংখ্য গৃহে সমাকীর্ণা। বিশকর্ম্মা এইরূপে পুরী বিনির্ম্মাণ করিলেন। ৪০-৪১। ঐ নগরী সমন্তাৎ যে সমস্ত গৃহে সমাকীর্ণ, তৎসমস্তের শৃঙ্গপ্রদেশ (উপরিভাগ) স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময়। ঐ সকল অট্টালিকার তোরণরাজি নীলমণি, স্ফটিক, বৈদূর্য্য. মুক্তা ও মরকতে খচিত। এই হর্ম্ম্যস্থলী রমণীয় ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত। ৪২। অযোধ্যানগরী সভা, চত্বর, রথ্যা ও গৃহাদিতে সমন্তাৎ পরিশোভিতা, পবিত্রা এবং দুস্কৃতকর্ম্মাগণের

অযোধ্যা পরমা মেধ্যা পুরী দুষ্কৃতিদুর্ল্লভা।
কস্য সেব্যা চ নো ভব্যা যস্যাং সাক্ষাদ্ধরিঃ
স্বয়ং॥ ৪৩॥
সরযূতীরমাসাদ্য দিব্যা পরমশোভনা।
অমরাবতীতি সা প্রায়ঃ শ্রিতা বহুতপো-
ধনৈঃ॥ ৪৪॥
হস্ত্যশ্বরথপত্ত্যাঢ্যা বিভূত্যা চ বিরাজিতা।
প্রাকারাট্টপ্রতোলীভিস্তোরণৈঃ কাঞ্চনৈঃ
শুভৈঃ।

পক্ষে দুর্ল্লভ। যে স্থানে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হরি বিরাজ করেন, তাহা কোন্ ব্যক্তির সেবনীয় না হয়? ৪৩। সরযূতীরবর্ত্তিনী এই পরম-শোভনা দিব্যনগরীকে অমরাবতী জ্ঞানে অসংখ্য তাপসগণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। এই পুরী হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সম

মনোহরৈশ্চ সর্ব্বত্র সুবিভক্তচতুষ্পথা ॥ ৪৫ ॥
অনেকভূমিপ্রাসাদবহুলৈশ্চ বিরাজিতা।
পদ্মোৎপলসুগন্ধীভির্বাপীভিরুপশোভিতা ॥ ৪৬॥
দেবতায়তনৈর্দিব্যৈর্বেদঘোষৈশ্চ শোভিতা।
বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিশব্দৈরুৎকৃষ্টৈকৈর্যুতা ॥ ৪৭ ॥
শালৈস্তালৈর্নারিকেলৈঃ পনসামলকৈস্তথা।

ন্বিতা, বিভূতি-বিরাজিতা এবং প্রাকার অট্টালিকা প্রতোলী, ও মনোহর শুভকর কাঞ্চন-তোরণ প্রভৃতি দ্বারা সুবিভক্ত চতুষ্পথ বিশিষ্টা। ৪৫ এই নগরী বহুভূমি ও বহুপ্রাসাদে বিমণ্ডিতা, পদ্মোৎপলগন্ধে সুবাসিত বাপীদ্বারা শোভিতা, দিব্য দেবালয় ও বেদনাদে পরিশোভিতা, এবং উৎকৃষ্ট বেণু বীণা ও মৃদঙ্গাদিশব্দে প্রতিনাদিতা। ৪৬-৪৭। এই নগরী শাল, তাল, নারিকেল, পনস,

তথৈবাম্রকপিত্থাদ্যৈরশোকৈরুপশোভিতা ॥৪৮॥
আরামৈর্বিবিধৈর্যুক্তা সর্ব্বর্ত্তুফলপাদপৈঃ ॥৪৯॥
মালতিজাতিবকুলপাটলীনাগচম্পকৈঃ।
করবীরৈঃ কর্ণিকারৈঃ কেতকীভিরলঙ্কৃতা ॥৫০॥
নিম্বুজম্বীরকদলীমাতুলুঙ্গমহাফলৈঃ ॥ ৫১ ॥
লসচ্চন্দনগন্ধাঢ্যৈর্নাগরৈরুপশোভিতা।

আমলক, আম্র, কপিথ, অশোক প্রভৃতি পাদপ-রাজিতে শোভিতা, বিবিধ আরাম ও সর্ব্বর্ত্তু-জাত ফলপাদপে বিরাজিতা। ৪৮-৪৯। উহা মালতী, জাতি, বকুল, পাটলী, নাগচম্পক, করবীর, কর্ণিকার, কেতকী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে অলঙ্কৃতা। ৫০। এই অযোধ্যা নিম্বু, জম্বীর, কদলী, মাতুলুঙ্গ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে সুশোভিতা। ৫১। উহা চন্দনগন্ধাদি দ্বারা অনু লিপ্ত পরমবিলাসভোগী নাগরিকগণে 'পরি-

সুরূপাভির্বরস্ত্রীভির্দেবস্ত্রীভিরিবাবৃতা ॥ ৫২ ॥
শ্রেষ্ঠৈঃ সৎকবিভির্যুক্তা বৃহস্পতিসমৈর্দ্বিজৈঃ।
বণিগ্‌জনৈস্তথা পৌরৈঃ কল্পবৃক্ষৈরিবাবৃতা ॥৫৩॥
অশ্বৈরুচ্চশ্রবঃপ্রখ্যৈর্দন্তিভির্দিগ্‌গজৈরিব।
ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরযোধ্যেন্দ্রপুরী সমা ॥৫৪॥
যস্যাং জাতা মহীপালাঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবাঃ।

শোভিতা, এবং (মনোহারিণী) দেববনারী-সদৃশী রূপবতী বরনারীগণ কর্ত্তৃক সমাবৃতা। ৫২। উহা বৃহস্পতি-সদৃশ সৎকবিপ্রবর দ্বিজগণে সমন্বিতা এবং কল্পবৃক্ষরূপ বণিগ্‌জন, ও পৌরগণে সমাকীর্ণা। ৫৩। এই নগরী উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ তুরগমণ্ডলী ও দিগ্‌গজসদৃশ করিগণে সমাকীর্ণা। এইরূপ নানাবিধ পদার্থ দ্বারা অযোধ্যা ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। ৫৪। এই নগরীতেই ইক্ষ্বাকু-

ইক্ষ্বাকুপ্রমুখাঃ সর্ব্বে প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥৫৫॥
যস্যাস্তীরে পুণ্যতোয়া কূজদ্ভৃঙ্গবিহঙ্গমা।
সরযূর্নাম তটিনী মানসাৎ প্রভবোত্তমা ॥ ৫৬ ॥
পশ্চিমোত্তরতঃ পুণ্যা পূর্ব্বস্যাং দিশি সর্ব্বদা।
পুণ্যবৃদ্ধিকরী সা চ ঘর্ঘরোত্তমসঙ্গমা ॥ ৫৭ ॥
মুনীশ্বরাশ্রিততটা জাগর্ত্তি জগদুচ্ছ্রিতা ।

প্রমুখ প্রজাপালনতৎপর সূর্য্যবংশোদ্ভব মহী-পালগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ৫৫। পুণ্যতোয়া সরযূ-নদী মানস-সরোবর হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া এই নগরীর পার্শ্বেই প্রবাহিতা হইতেছেন; ঐ নদীতীরে ভৃঙ্গগণ ও বিহঙ্গমগণ নিরন্তর মনোহর ধ্বনি করিতেছে। ৫৬। এই পুণ্যবৃদ্ধিকরী পুণ্যতটিনী সর্ব্বদা পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে প্রবাহিতা হইয়া ঘর্ঘর-নদের সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ৫৭। ইহার তীরে

গঙ্গা চ সরযূশ্চৈব ব্রহ্মদ্রব ইতীর্য্যতে ॥ ৫৮ ॥
তস্মাদিমে পুণ্যতমে নদ্যৌ দেবনমস্কৃতে।
এতয়োঃ স্নানমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি ॥৫৯॥
অহো পুণ্যতমা ভূমিরযোধ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
অহো ধন্যতমা ভূমির্ভুবং যুগ্মাতা সুলোচনে।
শ্রুয়তাং মহিমা তস্যা মনো দত্ত্বা চ পার্ব্বতি॥৬০
অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ যকারস্তু প্রজাপতিঃ।

তাপসশ্রেষ্ঠগণ নিবসতি করেন। গঙ্গা ও সরযূ এই নদীদ্বয় ব্রহ্মদ্রব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫৮। সুতরাং এই নদীদ্বয় পুণ্যতম ও দেবগণেরও নমস্যা। ঐ নদীদ্বয়ে স্নানমাত্র ব্রহ্মহত্যা বিদূরিত হয়। ৫৯। অহো! অযোধ্যা ভূমি পুণ্যতমা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। হে সুলোচনে! অযোধ্যাভূমিই জগতীতলে ধন্য হে পার্ব্বতি! অধুনা মনোযোগ সহকারে সেই

উকারো রুদ্ররূপস্তু তাং ধ্যায়ন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥৬১॥
সর্ব্বোপপ্রায়নকৈর্যুক্তৈর্ব্রহ্মহত্যাদিপাতকৈঃ ।
ন যোধ্যা সর্ব্বতো যস্মাৎ তামযোধ্যাং ততো
বিদুঃ ॥ ৬২ ॥
বিষ্ণোরাদ্যা পুরী চেয়ং ক্ষিতিং ন স্পৃশতি
প্রিয়ে ।
বিষ্ণোঃ সুদর্শনচক্রে স্থিতা পুণ্যাঙ্কুরা সদা ॥৬৩।

অযোধ্যার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ৬০ । অযোধ্যা-শব্দের অ এই অক্ষরে বাসুদেব, য অক্ষরে ব্রহ্মা এবং উ এই বর্ণে রুদ্র বুঝায় । তাপসো-ত্তমগণ ইহাই ধ্যান করিয়া থাকেন । ৬১ ॥ সর্ব্বোপায়নকযুক্ত ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাতকও পরাভব করিতে পারে না, এই জন্যই অযোধ্যা নাম প্রথিত হইয়াছে । ৬২ । হে প্রিয়ে ! এই অযোধ্যাই বিষ্ণুর আদিপুরী, ইহা ধরণীস্পৃষ্টা

কেন বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমাস্যাঃ সুবুদ্ধিনা।
যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণুর্বসতি সর্ব্বদা॥৬৪॥
সহস্রধারামারভ্য-যোজনং পূর্ব্বতো দিশি।
পশ্চিমে চ তথা দেবি যোজনং সম্মতোবধিঃ।
দক্ষিণোত্তরভাগে তু সরযূস্তমসাবধি॥ ৬৫ ॥
এতৎ ক্ষেত্রস্য সংস্থানং হরেরন্তর্গৃহং স্মৃতং।
মৎস্যাকৃতিরিয়ং ভদ্রে পুরী বিষ্ণোরুদীরিতা॥৬৬॥

নহে। এই পুণ্যাঙ্কুরা নগরী সর্ব্বদা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের উপরি সংস্থিত। ৬৩। যে স্থানে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণু সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, কোন্ সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই পুরীর মহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইতে পারে? ৬৪। হে দেবি! সহস্রধারা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে এক যোজন, পশ্চিমে এক যোজন, এবং দক্ষিণ ও উত্তরদিকে সরযূ ও তমসা পর্য্যন্ত সমস্ত

পশ্চিমে মৎস্যমূর্দ্ধা তু সদা সংতিষ্ঠতি প্রিয়ে।
পূর্ব্বতঃ পুচ্ছভাগো হি দক্ষিণোত্তরমধ্যমঃ ॥ ৬৭॥
এতৎ ক্ষেত্রস্য সংস্থানং ময়া সুন্দরি বর্ণিতং ॥৬৮॥
ইতি অযোধ্যামাহাত্ম্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্র হরির সংস্থান ও অন্তর্গৃহ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। হে ভদ্রে! বিষ্ণুর এই পুরী মৎস্যাকৃতি বলিয়া কথিত ।৬৫-৬৬। হে প্রিয়ে! পশ্চিমে মৎস্যের মস্তক, পূর্ব্বদিকে পুচ্ছ এবং দক্ষিণ ও উত্তরে মধ্যভাগ বিদ্যমান ।৬৭। হে সুন্দরি! এই আমি তোমার নিকট অযোধ্যাপুরীর সংস্থান কীর্ত্তন করিলাম। ৬৮।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিং ফলং গমনে তত্র কিং ফলং দর্শনে কৃতে।
কানি তীর্থানি তত্রৈব কো দেবস্তদ্বদস্ব মে ॥১॥
কস্মিন্ মাসে তিথৌ কস্যাং কস্মিন্ পর্ব্বণি
মানবৈঃ।
কর্ত্তব্যং কানি দানানি কথয়স্ব মহামতে ॥ ২ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, অযোধ্যায় গমন করিলে কি ফল হয়, দর্শনেই বা কি ফল, এবং তথায় কোন্ কোন্ তীর্থ ও কোন্ দেবতা আছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।১। হে মহামতে! কোন্ মাসে, কোন্ তিথিতে, কোন্ পর্ব্বে তথায় মানবগণ কি দান করিবে, তাহা বর্ণন কর। ২।

শঙ্কর উবাচ।

শৃণু পার্ব্বতি যত্নেন পরং গুহ্যং সনাতনং।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তদ্বদামি সুবিস্তরাৎ ॥৩॥
যদা মতিং প্রকুরুতে অযোধ্যাগমনং প্রতি।
তদা নরকনির্ম্মুক্তা গায়ন্তি পিতরো দিবি ॥৪॥
যাবৎপদানি রামস্য মার্গং গচ্ছতি মানুষঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য যজ্ঞসা লভতে ফলং ॥ ৫ ॥

শঙ্কর কহিলেন, হে পার্ব্বতি! সনাতন পরম গুহ্য বিষয় যত্ন সহকারে শ্রবণ কর। যাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহা ত্বৎ-সকাশে সবিস্তার কীর্ত্তন করিব। ৩। যখন মানবগণ অযোধ্যাগমনে সঙ্কল্প করে, তখনই তাহার পিতৃকুল নরকনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে (গমন পূর্ব্বক) গান করিয়া থাকেন। ৪। রামপুরী অযোধ্যায় যাত্রা করিয়া মানব যত-

যাত্রাং নির্গম্যমানস্য যঃ প্রেরয়তি চাপরান্ ।
স তু পাপান্নিবৃত্তো বৈ লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥৬॥
অযোধ্যাং গম্যমানস্য যো দদাতি প্রতি শ্রিয়ং ।
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তঃ ক্রীড়তে নন্দনে বনে ॥ ৭ ॥
অধ্বনি শ্রান্তদেহস্য বাহনং যঃ প্রযচ্ছতি ।
হংসযুক্তবিমানেন ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

সংখ্য পদক্ষেপ করে, তাহার প্রতি পদে পদে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয় । ৫ । যে ব্যক্তি অযোধ্যযাত্রার্থ অন্যকে প্রেরণা করে, সে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় ।৬। যে ব্যক্তি অযোধ্যাযাত্রীকে অর্থদান করে, সে পুত্রপৌত্রসমাযুক্ত হইয়া নন্দন কাননে বিহার করিয়া থাকে । ৭ । অযোধ্যাযাত্রী পথিমধ্যে শ্রান্ত হইলে তাহাকে যে ব্যক্তি বাহন প্রদান করে, সে হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক

যাত্রায়াং গম্যমানস্য মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসিনঃ।
অন্নং দদাতি যো ভক্ত্যা শৃণু যল্লভতে ফলং ॥৯॥
গয়াশ্রাদ্ধেন যৎ পুণ্যং লভতে মানবো ভুবি ॥১০॥
প্রয়াগে বপনেনৈব যৎ পুণ্যং লভতে ভুবি।
অন্নদানেন তৎ সর্ব্বং পিতৃণাং তৃপ্তিমক্ষয়াং ॥১১॥
উপানহৌ চ যো দদ্যাৎ অযোধ্যাং প্রতি গচ্ছতঃ
রামপ্রসাদাৎ পুরুষো গজস্কন্ধেন গচ্ছতি ॥১২॥

ইন্দ্রলোকে প্রস্থিত হয়। ৮। অযোধ্যাযাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে যে ব্যক্তি তাহাকে ভক্তি সহকারে অন্নদান করে, তাহার যে ফল হয় শ্রবণ কর। ৯। ভূতলে মানব গয়াশ্রাদ্ধ দ্বারা যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, প্রয়াগে শিরোমুণ্ডনে যে ফল হয়, অন্নদান দ্বারা তৎসমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে এবং তাহার পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি ভোগ করেন। ১০

বিঘ্নমাচরতে যস্তু অযোধ্যাং প্রতি গচ্ছতঃ।
নরকে মজ্জতে মূঢ়ঃ কল্পমাত্রন্তু রৌরবে ॥১৩॥
মার্গস্থিতস্যাযোধ্যায়াঃ প্রযচ্ছতি কমণ্ডলুং।
প্রপাদানসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৪॥
যাত্রার্থং গচ্ছতো নুর্বৈ পাদাভ্যঙ্গং করোতি যঃ।
অথ প্রক্ষালয়েৎ পাদৌ সর্ব্বান্ কামান-
বাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥

১১। যে ব্যক্তি অযোধ্যাযাত্রীকে উপানহ্ প্রদান করে, সে শ্রীরামের প্রসাদে (দেহান্তে) গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া (দিব্যধামে) গমন করে। ১২। যে ব্যক্তি অযোধ্যাযাত্রীর গমনে বিঘ্ন সম্পাদন করে, সেই মূর্খ কল্পকাল রৌরব নরকে নিমগ্ন থাকে। ১৩। যে ব্যক্তি পথি-স্থিত অযোধ্যাযাত্রীকে কমণ্ডলু দান করে, সে সহস্র প্রপাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪।

কথাং শৃণোতি যো বিষ্ণোর্গীতং বা যদি গচ্ছতি।
অন্নং দদাতি মনুজস্তস্মাদন্যতরো ন হি ॥১৬॥
অযোধ্যাং তু পরিবীক্ষ্য হৃষ্টরোমা চ সুন্দরি।
বাহনং সংপরিত্যজ্য লুণ্ঠতে ধরণীং গতঃ ॥১৭॥
পঞ্চসূনাকৃতং পাপং তথা মার্গকৃতঞ্চ যৎ।
কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ নিহতাঃ পথি গচ্ছতাং ॥১৮॥
পরান্নং পরপানীয়ং যঃ স্পৃশেন্ন চ সঙ্গমঃ।

ব্যক্তি অযোধ্যাযাত্রীর পাদসংবাহন ও পাদদ্বয় ধৌত করে, তাহার অখিল কামনা সুসিদ্ধ হয়। ১৫। যে ব্যক্তি বিষ্ণুকথা শ্রবণ, হরিসঙ্গীত শ্রবণ অথবা হরিস্থানে গমন করে, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ সকলকে অন্নদান করে, উহারা পরস্পর সকলেই সমান পুণ্যবান্। ১৬। হে সুন্দরি! অযোধ্যা দর্শনমাত্র যে ব্যক্তি রোমাঞ্চিততনু হইয়া বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরালুণ্ঠিত হয়,

তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি অযোধ্যাদর্শনে
কৃতে ॥ ১৯ ॥

অযোধ্যাদর্শনং যস্তু করোতি মনুজো যদি।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২০॥
পঠেন্নামসহস্রং তু স্তবরাজমথাপি বা।
গজেন্দ্রমোক্ষণং চাপি পথি গচ্ছন্ শনৈঃ
শনৈঃ ॥২১॥

পঞ্চসূনাকৃতপাপ, পথিকৃত পাপ, পথিগমন, কালীন কৃমিকীটপতঙ্গাদিবধজন্য পাপ, পরান্ন-ভোজন-জনিত ও পরপানীয়-পান জন্য পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অযোধ্যা-দর্শনমাত্র তাহার তৎসমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৮ ১৯। যিনি অযোধ্যা দর্শন করেন তাঁহার সপ্তজন্মকৃত পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ২০. অযোধ্যাযাত্রা

পঠতে মনুজো নিত্যমযোধ্যাগমনং প্রতি।
গায়মানো ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবকথাঃ শুভাঃ॥২২॥
অথবা পঠতে নিত্যং রামনামসহস্রকং।
পঠতে নামমাত্রং তু মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ॥২৩॥
অযোধ্যাং দৃশ্যমানাং যো দণ্ডবৎ প্রণমেৎ
সুধীঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি বিষ্ণোশ্চ সন্নিধিং॥২৪॥

করিয়া পথিমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে করিতে নাম-সহস্র, স্তবরাজ অথবা গজেন্দ্র-মোক্ষণ পাঠ করিবে। ২১। যদি কেহ অযোধ্যা-গমন করিতে করিতে এইরূপ পাঠ করে, অথবা ভগবানের শুভকরা ভাবকথা গান করে, কিম্বা সতত রামনামসহস্র অথবা নামমাত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। ২২-২৩। যে বুদ্ধিমান্ অযোধ্যাদর্শনমাত্র

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশং চ রামং রাজীবলোচনং।
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং।
দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভক্ত্যা হর্ষসংযুক্তমানসঃ॥ ২৫॥
বালভাবে কৃতং পাপং কৌমারে যৌবনে তথা।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি অযোধ্যাদর্শনে কৃতে॥২৬॥
রামদর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

দণ্ডবৎ প্রণাম করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। ২৪। মানব হৃষ্টচিত্ত হইয়া নীলোৎপলদলশ্যাম, পীত-কৌশেয়বাসা, সর্ব্ববিঘ্ননাশন, রাজীবলোচন রামকে ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ২৫। শৈশবে, কৌমারে ও যৌবনাবস্থায় যে সমস্ত পাপাচরণ করা যায়, অযোধ্যাদর্শনমাত্র তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৬। রামচন্দ্রকে দর্শনমাত্র সর্ব্বপাপে মুক্তিলাভ হয়, সেই দেবকে

দর্শনাদ্রামদেবস্য পাপং সর্ব্বং লয়ং ব্রজেৎ ॥২৭॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

পুনঃ শৃণু মহাভাগে সরযূতীর্থমুত্তমম্‌ ।
যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৮॥
দুরিতৌঘক্ষয়করমমঙ্গলবিনাশনম্‌ ।
সর্ব্বকামপ্রদন্নৃণাং প্রণমেৎ সরযূজলং ॥২৯॥

দর্শন করিলে অখিল পাতকই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭।

শঙ্কর কহিলেন, হে মহাভাগে! পুনরায় যাহা বলি শ্রবণ কর। সরযূ উত্তম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উহা দর্শনমাত্র সর্ব্বপাপে মুক্তি হইয়া থাকে। ২৮। সরযূজল পাপসমূহের ক্ষয়কর, অমঙ্গলনাশন ও মানবগণের সর্ব্বকাম-প্রদ, সুতরাং তাহাকে প্রণাম করিবে। ২৯।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তীর্থবিধিং চ পৃচ্ছামি যথোক্তং ফলমুশ্নুতে।
স্নানদানৈর্নরো যাতি বিষ্ণুলোকে বসেৎ
সদা ॥৩০॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

অনেন বিধিনা দেবি শৃনুষ্বর্থং যথা তথা।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি ষড়্ঋষীণাং পরায়ণং।
তদেকাগ্রমনা দেবি শৃণু তীর্থেষু যৎ ফলং ॥৩১॥

পার্ব্বতী কহিলেন, অধুনা তীর্থ-বিধি জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাহাতে কি ফলই বা হইয়া থাকে ? এই প্রকার শ্রুত আছি যে, স্নান-দান দ্বারা মানব সদা বিষ্ণুলোকে বাস করে। ৩০।

শঙ্কর কহিলেন, হে দেবি! যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রবণ কর। তীর্থে যেরূপে যে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর।৩১।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ জিহ্বা চৈব সুসংযতা।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৩২॥
অকামুকো নিরালম্বঃ স্বল্পাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
বিমুক্তঃ সর্ব্বদোষৈশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৩৩॥
প্রতিগ্রহনিবৃত্তশ্চ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৩৪॥
অক্রোধনশ্চ দেবেশি সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।

যাহার হস্ত, পদ ও জিহ্বা সুসংযত এবং যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়।৩২। যে ব্যক্তি অকামুক, নিরালম্ব, স্বল্পাহারী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়।৩৩। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহনিবৃত্ত, সর্ব্বদা সকল প্রকারেই সন্তুষ্ট ও অহঙ্কারবিহীন, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়।৩৪। হে দেবেশি!

আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৩৫॥
ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা বেদেম্বেব যথাক্রমং।
ফলং চেহ যথাবুদ্ধি প্রেত্য চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥৩৬॥
তেন শক্যা দারদ্রেণ যজ্ঞাঃ কর্ত্তুং মহীতলে।
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥৩৭॥
প্রাপ্যান্তে পার্থিবৈরেতৎ সমৃদ্ধৈর্ব্বা নরৈঃ ক্বচিৎ।

যে ব্যক্তি ক্রোধহীন, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞানা, তিনিই তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৫। ঋষিগণ বেদে যে যজ্ঞের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞ সাধন করিলেই সর্ব্বথা সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৬। কিন্তু ধরাতলে দরিদ্রগণ তাহা সাধনে সমর্থ নহে; কারণ উহা সাধনে বহু উপকরণ ও দ্রব্যসম্ভার আবশ্যক। ৩৭। নৃপতিবর্গ অথবা সমৃদ্ধি-

নায়ং ন্যূনৈরেব গুণৈন বৈরকৃতবুদ্ধিভিঃ ॥৩৮॥
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং চ সুন্দরি।
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তন্নিবোধ মহেশ্বরি ॥৩৯॥
ঋষীণাং পরমং গুহ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
তীর্থাভিগমনং চৈব যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে ॥৪০॥
অনুপোষ্য ত্রিরাত্রং চ তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে॥৪১॥

শালী মনুষ্যেরাই যজ্ঞসাধনে সমর্থ হয়। গুণহীন অকৃতবুদ্ধিরা কদাচ উহা সম্পাদন করিতে পারে না। ৩৮। হে সুন্দরি! হে ঈশ্বরি! যে বিধির অনুষ্ঠান করিলে দরিদ্রগণও যজ্ঞের তুল্যফল প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। ৩৯। তীর্থগমন ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরমগুহ্য ও দেবগণেরও দুর্লভ। সেই তীর্থগমন যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৪০। তীর্থে গমন

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন বৈ ॥৪২॥
নৃলোকে দেবলোকে চ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং।
অযোধ্যা নাম বিখ্যাতং সর্ব্বদেবনমস্কৃতং ॥৪৩॥
দশকোটিসহস্রাণি দশকোটিশতানি চ।
এতানি সর্ব্বতীর্থানি ত্রিসন্ধ্যং নিবসন্তি চ ॥৪৪॥

করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস না করিলে অথবা স্বর্ণ বা গোদান না করিলে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ৪১। বিপুলদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, তীর্থগমন দ্বারা সেই ফল লাভ করা যায়। ৪২। বিখ্যাত অযোধ্যাতীর্থ সর্ব্বদেবগণের নমস্য। ঐ তীর্থ, নরলোক, দেবলোক, অধিক কি ত্রিভুবনে বিশ্রুত ৪৩। অযোধ্যাক্ষেত্রে ত্রিসন্ধ্যা দশসহস্র দশশত কোটি তীর্থ অধিষ্ঠান করে।৪৪।

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতাস্তথা ॥৪৫॥
যত্র দেবাস্তপস্তপ্ত্বা দিব্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
দিব্যযোগান্ মহাদেবি পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ॥৪৬॥
অন্যদেশে স্থিতো যস্তু অযোধ্যাং মনসা স্মরেৎ।
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে॥৪৭॥
তস্মিংস্তীর্থে চ দেবেশি নিত্যমেব পিতামহঃ।

তথায় সর্ব্বদা আদিত্যগণ, অষ্টবসু, রুদ্রগণ, সাধ্যবর্গ, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরা-সকল সন্নিহিত থাকেন। ৪৫। হে দেবি! ঐ স্থানে দেবগণ ও দিব্য ব্রহ্মর্ষিরা তপস্যাচরণ করিয়া দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৪৬। যে ব্যক্তি অন্যদেশে থাকিয়াও মনে মনে অযোধ্যাস্মরণ করে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং সে স্বর্গ ধামে পূজিত হইয়া থাকে। ৪৭। হে দেবেশি!

উবাস পরমপ্রীতো দেবদানবসংযুতঃ ॥৪৮॥
অযোধ্যায়াং মহাদেবি দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
সিদ্ধিং সমভিসংপ্রাপ্তাঃ পুণ্যেন মহতা-
ন্বিতাঃ ॥৪৯॥
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৫০॥
অথৈকং ভোজয়েদ্বিপ্রং সরযূতীরমাস্থিতঃ।

ঐ তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মা পরমপ্রীতচিত্তে দেব-দানবসমন্বিত হইয়া সর্ব্বদা নিবসতি করেন।৪৮। হে মহাদেবি! অযোধ্যাপুরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। ৪৯। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পিতৃ-দেবতার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া অযোধ্যাক্ষেত্রে স্নান করে, সে অশ্বমেধাপেক্ষা দশগুণ ফল প্রাপ্ত হয়। ৫০। সরযূতীরে গমন

তেনাসৌ কর্ম্মণা দেবি প্রেত্য চেহ চ
মোদতে ॥৫১॥
ফলেন শাকমূলাভ্যাং যেন বৈ বর্ত্ততে স্বয়ং।
তদ্বৈ দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ॥৫২॥
তেনৈব প্রাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞো হয়মেধফলং
নরঃ ॥৫৩॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা ইতরে জনাঃ।

পূর্ব্বক একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। হে দেবি! এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি তৎকর্ম্ম-ফলে ইহ পর উভলোকে আনন্দভোগ করে।৫১। ফল, মূল, শাক যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় শ্রদ্ধাবান্‌ ও অসূয়াহীন হইয়া তাহাই ভোজনার্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, তাহা হইলেই সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫২-৫৩। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি

ন বিযোনিং ব্রজন্ত্যেতে স্নাত্বা তীর্থে
শুভার্থিনঃ ॥৫৪॥

চৈত্রে মাসি চ সংপ্রাপ্তে নবমীদিনমাশ্রিতঃ।
যোভিগচ্ছতি বৈ ভদ্রে অযোধ্যাং সরযূং
প্রতি ॥৫৫॥

ফলং তত্রাক্ষয়ং দেবি ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৫৬॥
সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্‌যস্তু অযোধ্যাং চ কৃতাঞ্জলিঃ।

বৈশ্য, কি শূদ্র, কি অন্যান্য ব্যক্তি, যে কেহই হউক না কেন, কল্যাণকামী হইয়া অযোধ্যা পুরে স্নান করিলে আর বিযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না। ৫৪। হে ভদ্রে! চৈত্রমাসের নবমী-তিথিতে যে ব্যক্তি অযোধ্যা ও সরযূতে গমন করে, হে দেবি! তাহার অক্ষয় ফল লাভ হয়, এই প্রকার শ্রুতিগোচর করিয়াছি।৫৫-৫৬। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলি হইয়া সায়ং-

উপস্পৃষ্টানি তীর্থানি অযোধ্যায়াশ্চ ভামিনি॥৫৭॥
বিষ্ণোঃ পাদমবন্তিকাং গুণবতীং মধ্যং চ
কাঞ্চীং পুরীং
নাভিং দ্বারবতীং পঠন্তি হৃদয়ং মায়াপুরীং
যোগিনঃ।
গ্রীবামূলমুদাহরন্তি মথুরাং নাসাং চ বারাণসী-
মেতদ্ব্রহ্মপদং বদন্তি মুনয়োঽযোধ্যাং পুরীং
মস্তকম্ ॥৫৮॥

কালে ও প্রভাতে অযোধ্যা স্মরণ করে, হে ভামিনি! তাহার সমস্ত তীর্থকৃত ফল লাভ হয়। ৫৭। যোগীগণ অবন্তী নগরীকে বিষ্ণুর চরণ, গুণবতী কাঞ্চীপুরীকে মধ্যভাগ, দ্বারাবতীকে নাভি, মায়াপুরীকে হৃদয়, মথুরাকে গ্রীবামূল, বারাণসীকে নাসিকা এবং অযোধ্যাকে মস্তক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই অযো-

জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা ।
অযোধ্যাস্নানমাত্রেণ সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি ॥৫৯॥
যথা সুরাণাং সর্বেষামাদিশ্চ মধুসূদনঃ ।
তথৈব ক্ষেত্রতীর্থানামযোধ্যা ত্বাদিরুচ্যতে ॥৬০॥
প্রাপ্য দ্বাদশরাত্রাণি অযোধ্যাং নিয়তঃ শুচিঃ ।
ক্রতূন্ সর্ব্বানবাপ্নোতি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥৬১

ধ্যাই ব্রহ্মপদস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।৫৮। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যে কেহই হউক না, অজ্ঞানে যে পাপ আচরণ করে, অযোধ্যা-ক্ষেত্রে স্নানমাত্র তৎসমস্ত বিলয়প্রাপ্ত হয়।৫৯ যেমন দেবগণের মধ্যে মধুসূদনই আদি বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ যাবতীয় তীর্থক্ষেত্রমধ্যে অযোধ্যাই শ্রেষ্ঠতীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়।৬০। অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক নিয়ত ও শুচি হইয়া দ্বাদশরাত্রি অবস্থান করিলে যাবতীয় যজ্ঞফল

যে তু বর্ষশতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
অযোধ্যাং বসতো রাত্রিং ফলং কোটিগুণং
স্মৃতম্॥ ৬২॥
অযোধ্যাং দুষ্করং গন্তুমযোধ্যা দুঃষ্করং তপঃ।
অযোধ্যা দুষ্করং দানং বাসশ্চৈব সুদুষ্করঃ॥৬৩॥
উপোষ্য দ্বাদশরাত্রং নিয়তো নিয়তাসনঃ।
প্রদক্ষিণা কৃতা যেন জম্বুদ্বীপস্য সা কৃতা॥৬৪॥

প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে প্রয়াণ করে। ৬১। শতবর্ষ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, একরাত্রি অযোধ্যায় বাস করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬২। অযোধ্যায় গমন করা দুষ্কর, তথায় তপস্যাচরণ দুষ্কর, দান দুষ্কর এবং বাসও দুষ্কর। ৬৩। নিয়ত ও নিয়তাসন হইয়া দ্বাদশরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক অযোধ্যা প্রদক্ষিণ

অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ॥ ৬৫ ॥
অত্রোষিত্বা তু রজনীং পূতাত্মা মানবো ভবেৎ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি
চোত্তমা ॥ ৬৬ ॥
অযোধ্যাদর্শনাদ্দেবি দিব্যদেহমবাপ্নুয়াৎ।
অযোধ্যা চ পরং ব্রহ্ম সরযূঃ সগুণঃ পুমান্।
তন্নিবাসী জগন্নাথঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥৬৭॥

করিলে জম্বুদ্বীপ-প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বকামসমন্বিত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৬৫। যে ব্যক্তি এই স্থানে একরাত্রি যাপন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে অবস্থিত হয়, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং উত্তমা সিদ্ধি লাভ করে। ৬৬। হে দেবি! অযোধ্যা দর্শনমাত্র দিব্যদেহ লাভ হইয়া থাকে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, অযোধ্যা পরমব্রহ্ম,

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং বেদা দেবাঃ শিবো হ্যহম্।
ন হি বক্তুং সমর্থাঃ স্মো বিষ্ণুশ্চ সগুণঃ
পুমান্॥ ৬৮॥

ইতি অযোধ্যামাহাত্ম্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥২॥

সরযূ সগুণ পুরুষ বিষ্ণু এবং অযোধ্যাবাসী মানব জগন্নাথস্বরূপ। ৬৭। কি বেদ, কি দেবগণ, কি শিব, কি আমি, কি সগুণ পুরুষ বিষ্ণু, কেহই অযোধ্যার অতুল প্রভাব বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। ৬৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব ভক্তানুগ্রহকারক।
ব্রূহি কান্ত সরয্বাশ্চ হ্যুৎপত্তিং মম
সাংপ্রতম্ ॥১॥
এতে বৈ মুনয়ঃ সর্ব্বে নানাদেশনিবাসিনঃ।
উৎকাশ্চেমে কথাং শ্রোতুং ত্বত্তঃ সরয্-
সংভবাম্ ॥ ২ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব! হে ভক্তানুগ্রহকারিন্! হে কান্ত! অধুনা সরযূর উৎপত্তি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।১। নানাদেশবাসী এই সমস্ত তাপসগণ তোমার

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

সরযূঃ স্বমুখেনৈব স্বামুৎপত্তিমুবাচ হ।
তামহং কথয়িষ্যামি যা শ্রুতা পুরবাসিভিঃ ॥৩॥
একদা রামচন্দ্রস্তু বালরূপী স্বকৌতুকী।
সখীভির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং দুর্গদ্বারে চ ক্রীড়তি ॥৪॥
বৃষস্কন্ধঃ সখা কশ্চিত্তস্য স্কন্ধে রুরোহ বৈ।

শ্রীমুখাৎ সরযূর উৎপত্তিসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। ২।

শঙ্কর কহিলেন, (হে দেবি!) সরযূ নিজমুখেই আপনার উৎপত্তিবিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুরবাসীগণ যাহা স্মরণ করিয়াছিল, আমি তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিব। ৩। একদা কৌতুকপরায়ণ বালরূপী রামচন্দ্র সখাগণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্গদ্বারে ক্রীড়া করিতেছিলেন। ৪। বৃষস্কন্ধ নামে

তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ লক্ষ্মণশ্চ নিজান্ সখীন্ ॥৫॥
চামরৈর্বীজ্যমানাশ্চ তথা বালৈঃ সমন্ততঃ।
অলকৈঃ কম্পমানৈশ্চ মুখস্যোপরিশোভিতাঃ ॥৬
প্রযত্নেন তথামাত্যৈ রক্ষিতঃ প্রভুরীশ্বরঃ।
অঙ্গেঙ্গে চ তথা দিব্যং ভূষণং বিদধৎ প্রভুঃ ॥৭॥

রামের একজন সখা ছিল, রামচন্দ্র তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণও ঐরূপ নিজ নিজ সখাগণের স্কন্ধে আরূঢ় হইলেন। ৫। বালকগণ সমন্তাৎ চামর দ্বারা তাঁহাদিগকে [illegible] মুখে অলকাবলী কম্পমান হওয়াতে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরমশোভা ধারণ করিলেন। ৬। অমাত্যগণ পরম যত্ন সহকারে প্রভু ঈশ্বর রাম-চন্দ্রের রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গে দিব্য বিভূষণ বিধৃত হইল। ৭।

দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গো রাজরাজেশ্বরাত্মজঃ।
সখিস্কন্ধগতো রামো ভ্রাতৃভির্দ্বারি নির্যযৌ ॥৮॥
শিরসা ধারয়ন্ রামঃ স্বর্ণসূত্রস্য পট্টিকাং।
কঞ্চুকং চ মহাদিব্যং স্বর্ণসূত্রেণ শীলিতম্ ॥ ৯ ॥
দ্বারদেশং বিনির্গত্য রামো রাজীবলোচনঃ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ লক্ষ্মণশ্চ মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
তথাবেশেণ তে বালাঃ ক্রীড়াং চক্রুর্মনো-
রমাং ॥ ১১ ॥

রাজরাজেশ্বরাত্মজ রামচন্দ্র দিব্যগন্ধে অনু-লিপ্তাঙ্গ হইলেন। তিনি সখার স্কন্ধগত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দ্বারদেশে বহির্গত হইলেন। ৮। শ্রীমান্ রাজীবলোচন রামচন্দ্র মস্তকে স্বর্ণসূত্র-নির্ম্মিত পট্টিকা এবং অঙ্গে স্বর্ণসূত্রশীলিত দিব্য কঞ্চুক ধারণ করিয়া দ্বার-দেশে বহির্গত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন,

শতশো নাগরাস্তত্র রামং দৃষ্ট্বা মুদং যযুঃ।
বালবৃদ্ধাঃ পুরন্ধ্র্যশ্চ লেভিরে পরমাং মুদং ॥১২
জৈষ্ঠমাসস্য পূর্ণায়াং রাজা দশরথো নদীং।
রামনির্গমনাৎ পূর্ব্বঃ সরযূং স্নাতুমাগতঃ ॥ ১৩ ॥
রঘুনাথঃ সখীনাহ ক চাস্তি জনকো মম।

মহামতি লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বালকেরাও সেই-রূপ বেশে বিভূষিত হইয়া মনোহর ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। ৯-১১। শত শত নাগরিকজন রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরন্ধ্রীগণ সকলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। ১২। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতিথিতে এইরূপে রামনির্গমনের পূর্ব্বেই রাজা দশরথ স্নানার্থ সরযূতে গমন করিয়া-ছিলেন। ১৩। রঘুনাথ সখাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পিতা

তত্র সর্ব্বে বয়ং শীঘ্রং ব্রজিষ্যামোদ্য মা
চিরং ॥ ১৪ ॥

বেত্রধরা উচুঃ ।

স্নানার্থং তু গতো রাজা হ্যধুনা সরযূং নদীং ।
শ্রীমদ্ভিস্তন্ন গন্তব্যং নিকটে বর্ত্ততে মনঃ ॥ ১৫॥
ইতি বাক্যং তু তেষাং বৈ রামঃ শ্রুত্বা চ বালবৎ।
হাস্যং কৃত্বা মুহুশ্চৈচ্চৈর্গচ্ছ গচ্ছেতি চাব্র-
বীৎ ॥১৬॥

কোথায় ? আমরা আশু সেই স্থানে গমন করিব, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । ১৪ ।

বেত্রধরগণ কহিল, মহারাজ স্নানার্থ সরযূ-নদীতে গমন করিয়াছেন । আপনাদের তথায় যাইবার প্রয়োজন নাই । নৃপতি-প্রবরের মন আপনার নিকটেই রহিয়াছে । ১৫ । রামচন্দ্র তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাল-

তাড়য়ামাস তং পদ্ভ্যাং যস্য স্কন্ধেব স্থিবান্।
অধাবৎ সোপি বেগেন বালৈঃ সার্দ্ধং মহা-
মতিঃ ॥ ১৭ ॥
সরযূং প্রতি তে সর্ব্বে বালাস্তূর্ণং প্রতস্থিরে।
মার্গে তত্র নরানার্য্যো দৃষ্ট্বা সর্ব্বে মুদং যযুঃ ॥১৮
রাজাপি সরযূতীরে কৃত্বা সন্ধ্যাজপাদিকং।

স্বভাবসুলভ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, চল চল। ১৬। এই বলিয়া যাহার স্কন্ধে আরূঢ় ছিলেন, তাহাকে পদদ্বয় দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। সেই মহামতি বালকও (তাড়িত হইয়া) অন্যান্য বালকের সহিত বেগে প্রধাবিত হইল। ১৭। বালকগণ আশু সরযূর দিকে প্রস্থিত হইল। পথিমধ্যে নর-নারীগণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিল। ১৮। এদিকে বশিষ্ঠাদি-সমন্বিত রাজাও সরযূতীরে

গন্তুং চক্রে মনস্তাবৎসন্ধ্যাদিভিরন্বিতঃ ॥১৯॥
চারা আগতা বেগেন রামাগমনমব্রুবন্।
ক্ষণং তস্থৌ তদা রাজা রামাগমনহর্ষিতঃ ॥২০॥
বালাঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুঃ শতশোথ সহস্রশঃ।
কুমারাণাং চতুর্ণাস্তু চত্বারো চতুরৈঃ সহ ॥২১॥
বালকৈস্তে কুমারাস্তু ভূপতের্নিকটং যযুঃ।

সন্ধ্যা ও জপাদি সমাপন পূর্ব্বক গৃহপ্রতিগমনে অভিলাষ করিলেন।১৯। ইত্যবসরে চরগণ বেগে আগমন পূর্ব্বক রামাগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তখন নৃপতিবর রামাগমনে আনন্দিত হইয়া ক্ষণকাল তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২০। (দেখিতে দেখিতে) শত শত সহস্র সহস্র বালক উপনীত হইল। চতুর কুমারচতুষ্টয় চারিটী (বাহকরূপী) সখার সহিত আগমন করিলেন। ২১। কুমারচতুষ্টয় অন্যান্য

প্রোত্তীর্য্য চ বয়স্যানাং স্কন্ধেভ্যো বালকাস্তথা।।২২
নৃপস্য নিকটে তস্থু রামোঽঙ্কে পিতুরাবিশৎ।
কুথে পরমবিস্তীর্ণে স্বর্ণসূত্রেণ রঞ্জিতে ॥ ২৩ ॥
নিবেশ্য বালকান্ সর্ব্বান্ রামং প্রাহ নৃপোত্তমঃ।
দণ্ডবৎ ক্রিয়তাং বৎস বাসিষ্ঠ্যৈতু পুনঃপুনঃ ॥২৪
নরেশস্য বচঃ শ্রুত্বা বালাঃ সর্ব্বে নদীং প্রতি।

বালকের সহিত রাজার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বয়স্যগণের স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নৃপতিসকাশে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রামচন্দ্র পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করিলে নৃপতিপ্রবর বালকদিগকে স্বর্ণসূত্ররঞ্জিত অতি-বিস্তীর্ণ কুথে (কম্বলাসনে) উপবেশন করাইয়া রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! বসিষ্ঠসুতা সরযূকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম কর। ২১-২৪। রাম প্রভৃতি বালক-

সাষ্টাঙ্গং প্রণতিং চক্রুঃ প্রেমপরিপ্লুতা-
র্ভকাঃ ॥২৫॥
পুনর্নিবেশ্য তানগ্রে কৃত্বা চ করকুট্মলম্।
জগাদ সরযূং রাজা সর্ব্বেষাং চৈব শৃণ্বতাম্ ॥২৬॥

রাজোবাচ।

নমস্তে সরযূদেবি বসিষ্ঠতনয়ে শুভে ॥ ২৭ ॥

গণ নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রেমভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ২৫। তখন রাজা পুনর্ব্বার সকলকে উপবেশন করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের শ্রুতিগোচরে সরযূকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ২৬।

রাজা কহিলেন, হে বশিষ্ঠনন্দিনি কল্যাণকরি সরযূ দেবি! তোমাকে নমস্কার। ২৭।

ব্রহ্মাদিসকলৈর্দেবৈঋষিভির্নারদাদিভিঃ।
সদা ত্বং সেবিতা দেবি তথা সুকৃতিভির্নরৈঃ॥২৮
মানসাচ্চ সমায়াতে জগতাং পাপহারিণি।
স্মরতাং পশ্যতাং দেবি পাপনাশে পটীয়সী॥২৯
যে পিবন্তি জলং দেবি ত্বদীয়ং গতমৎসরাঃ।
স্তনপানং তে ন মাতুঃ করিষ্যন্তি কদাচন।
মনুপ্রভৃতিভির্মানৈর্মানিতাসি সদা শুভে॥৩০

হে দেবি! ব্রহ্মাদি দেবগণ, নারদাদি ঋষিবর্গ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তোমার সেবা করিয়া থাকেন।২৮। তুমি মানস সরোবর হইতে আগমন করিয়াছ, তুমি জগতের পাপ-হর্ত্রী। হে দেবি! যে ব্যক্তি তোমাকে দর্শন বা স্মরণ করে, তুমি তাহার পাপনাশে পটীয়সী।২৯। হে দেবি! যাহারা বিগতমৎসর হইয়া ত্বদীয় সলিল পান করে, তাহাদিগকে কদাচ

নদ্যষ্টকং বিধায়াথ পুত্রাণামুদয়ায় চ।
স্বর্ণলক্ষং চ বিপ্রেভ্যঃ পুত্রহস্তৈরদাপয়ৎ ॥৩৬॥
রাজ্ঞঃ স্তবং সমাকর্ণ্য সরযূঃ কামরূপিণী।
দর্শনার্থং কুমারাণামাজগাম তটে পুনঃ ॥৩৭॥
সর্ব্বাঙ্গেষু দধানা সা ভূষণানি মনোহরা।
আগত্য নিকটে তস্থৌ বালানাং সম্মুখে
সরিৎ ॥ ৩৮ ॥

দশরথ এইরূপে নদ্যষ্টকস্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক পুত্রগণের অভ্যুদয়ার্থ কুমারগণের হস্ত দ্বারা বিপ্রগণকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিলেন।৩৬ কামরূপিণী সরযূ রাজকৃত স্তব শ্রবণ করিয়া কুমারগণকে দর্শনার্থ তটপ্রদেশে আবির্ভূতা হইলেন। ৩৭। সেই মনোহরা সরিদ্বরা সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ বিভূষণ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূতা হইয়া কুমারগণ-সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। ৩৮।

জগ্রাহ চরণৌ তস্যা বালৈঃ সহ নরেশ্বরঃ।
আশিষঃ সরযূর্দত্ত্বা রামমঙ্কে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
মুক্তামালাং তু রামস্য দদৌ কণ্ঠে স্বয়ং মুদা।
ঘ্রাণং চকার মূর্দ্ধস্তু প্রেম্না সা সরযূর্নদী ॥ ৪০ ॥
ভূপতিং জগদে সা তু শৃণু রাজন্ বচো মম ॥ ৪১ ।
ইমে চ বালকা ইষ্টাঃ সর্ব্বেষাং পৃথিবীপতে।

তখন নৃপতিবর কুমারগণের সহিত সমবেত হইয়া সরযূর চরণ বন্দনা করিলেন। সরযূও আশীষ প্রদান পূর্ব্বক রামকে স্বীয় অঙ্কে সন্নিবেশিত করিলেন। ৩৯। সেই সরযূ নদী স্বয়ং আনন্দভরে রামের কণ্ঠদেশে মুক্তামালা অর্পণ পূর্ব্বক প্রেমভরে তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। ৪০। অনন্তর নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমার বাক্য শ্রবণ কর।৪১। হে পৃথিবী তে! এই সকল সর্ব্বজন

বসন্তি মম কুক্ষৌ হি পশ্যতাং জ্ঞানচক্ষুষাং ।৪২।
ত্বয়া কৃতমিদং যস্তু হৃষ্টকং চ পঠেন্মম ।
স্নানস্য সর্বতীর্থানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।৪৩।
উক্ত্বৈবং দর্শয়ামাস রামাদীন্নিজকুক্ষিগান্ ।
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ।
পপ্রচ্ছ তাং প্রণম্যাদৌ কদোৎপন্না সরিদ্বরে ।৪৪।

প্রিয় বালকেরা মদীয় কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করি-
তেছে। জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারাই তাহা দর্শন করিতে
সমর্থ হন ।৪২। যে ব্যক্তি ত্বৎকৃত এই অষ্টক স্তোত্র
পাঠ করিবে, সে সর্ব্বতীর্থস্নানফল প্রাপ্ত হইবে
সন্দেহ নাই ।৪৩। সরিদ্বরা এই বলিয়া কুক্ষিগত
রামাদিকে নৃপতির নেত্রগোচর করাইলেন
রাজা দশরথ তদ্দর্শনে পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রণাম
পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সরিদ্বরে!
তুমি প্রথমে কিরূপে সমুৎপন্না হইয়াছ? ।৪৪।

বশিষ্ঠেন সমানীতা মনোর্ব্বৈবস্বতান্তরে।
বাশিষ্ঠীতি সমাখ্যাতা পুত্রা মে হ্যুদরে ধৃতাঃ।
কথ্যতামিতি মে পৃষ্টং স্বমুখেনৈব হে নদি।৪৫।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

উবাচ সরযূর্ভূপং বাচা গম্ভীরয়া নদী।
শ্রূয়তাং রাজশার্দূল হ্যুৎপত্তিং কথয়ামি তে।৪৬।

তুমি বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আনীতা হইয়া বাশিষ্ঠী নামে প্রথিত হইয়াছ। আমার পুত্রগণ ত্বদীয় উদরে ধৃত হইয়াছে। (ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি;) অতএব হে নদি! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি নিজমুখে ইহার কারণ বর্ণন কর। ৪৫।

শঙ্কর কহিলেন, অনন্তর সরযূ নদী গম্ভীর-বচনে নৃপতিকে কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! আমার উৎপত্তি-বিবরণ ত্বৎ সকাশে বর্ণন করি-

স্বষ্ট্যাদৌ তু যদা ব্রহ্মা পদ্মনাভস্য নাভিতঃ।
উৎপন্নো বিষ্ণুনাজ্ঞপ্তস্তপসারাধয়েতি মাং।৪৭।
তদা ধাতা তপঃ কর্ত্তুং মনশ্চক্রে নিজাসনে।
দিব্যাব্দানাং সহস্রং চ কুম্ভকেন ব্যবস্থিতঃ।
ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং কোটিমন্মথসুন্দরং।৪৮।
নিদেশে বর্ত্তমানং তং বিজ্ঞায় কমলাপতিঃ।

তেছি শ্রবণ কর।৪৬। যখন সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা পদ্মনাভের নাভিপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইলেন, তখন বিষ্ণু তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি তপস্যাচরণ দ্বারা আমার আরাধনা কর।" ৪৭। তখন বিধাতা তপশ্চরণে সঙ্কল্প করিলেন এবং নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর কুম্ভকযোগে অবস্থিতি করত ভগবানের মন্মথকোটিসুন্দর রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।৪৮। কমলাপতি তাঁহাকে

আরুহ্য গরুড়ং বেগাত্রিপালোকাৎ সমাগমৎ।৪৯।
তং তদা তাদৃশং দৃষ্ট্বা হ্যাত্মভক্তিপরায়ণম্।
কৃপয়া সংপরীতস্তু জলং নেত্রাম্মুমোচ হ ॥ ৫০ ॥
পস্পর্শ পাণিপদ্মেন পদ্মনাভো হি পদ্মজম্ ॥৫১॥
স্পর্শনাৎ পদ্মনাভস্য সুখাৎ স প্রপিতামহঃ।
সুশীতেনৈব স্পর্শেন সোঽত্যজৎ কুম্ভকং
বিধিঃ ॥৫২॥

আজ্ঞানুবর্ত্তী জানিয়া তৎক্ষণাৎ গরুড়ারোহণে বেগে স্বর্গলোক হইতে আগমন করিলেন।৪৯। তিনি ব্রহ্মাকে তাদৃশ যোগসংস্থ ও আত্মভক্তি-পরায়ণ দর্শনে কৃপাবিষ্ট হইয়া নেত্রাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ৫০। অনন্তর পদ্মনাভ স্বীয় পাণিপদ্ম দ্বারা পদ্মযোনিকে স্পর্শ করিলেন। ৫১। প্রপিতামহ বিধি পদ্মনাভ-স্পর্শে আনন্দ নিবন্ধন সেই সুশীতল স্পর্শ বশতঃ

উন্মীল্য নয়নেঽপশ্যল্লোকনাথং পিতামহঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্বেধাস্তস্যাপশ্যচ্চ মাধুরীং ॥ ৫৩ ॥
পতিতং বিষ্ণুনেত্রাচ্চ জলং জগ্রাহ পাণিনা।
কমণ্ডলৌ তদা প্রেম্না স্থাপয়ামাস বিশ্বসৃট্।৫৪।
চতুর্ভির্বদনৈর্ব্রহ্মা তুষ্টাব জগতীপতিং।
স্তোত্রেণ চ প্রসন্নোভূদ্বরং দত্বা জগাম সঃ।৫৫।

কুম্ভক ভঙ্গ করিলেন।৫২। তখন পিতামহ বিধাতা নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক লোকনাথকে দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তদীয় রূপ-মাধুরী নেত্রগোচর করিতে লাগিলেন।৫৩। বিষ্ণুর নেত্রদ্বয় হইতে যে জল বিগলিত হইয়াছিল, বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ তাহা কর দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমভরে কমণ্ডলুমধ্যে স্থাপন করিলেন।৫৪। অনন্তর ব্রহ্মা বদন-চতুষ্টয়ে জগতীপতির স্তব করিলে ভগবান্‌ও স্তোত্র

ব্রহ্মাপি তজ্জলং স্নাত্বা ব্রহ্মদ্রবমিদং শুভম্।
মনসা রচয়ামাস মানসং হি সরশ্চ সঃ । ৫৬ ॥
জলস্য সরসি ন্যাসং তস্মিংশ্চক্রে চ পদ্মজঃ।
জলস্য দ্রুহিণো জ্ঞাত্বা মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্।৫৭।
স্বয়ন্তু জগতাং সর্গে সংবভূব পিতামহঃ।
এবং বহুগতে কালে যযুর্ম্মন্বন্তরাণি ষট্ ।। ৫৮।।

শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া বর প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ৫৫। ব্রহ্মাও সেই শুভকর ব্রহ্ম-দ্রবস্বরূপ জলে স্নান করিয়া মনে মনে কল্পনা পূর্ব্বক মানসসরোবর রচনা করিলেন।৫৬। পদ্মযোনি ব্রহ্মা জলের পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া সরোবরমধ্যে সেই জল স্থাপন করিলেন। ৫৭। অনন্তর পিতামহ স্বয়ং বিশ্ব-সৃজনে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে বহু-কাল বিগত হইলে ক্রমে ছয়টী মন্বন্তর সম-

সপ্তমো বৈ শ্রাদ্ধদেবোযোধ্যায়ামভবন্মনুঃ।
তস্য পুত্রস্তু রাজাসীদিক্ষ্বাকুস্তব পূর্ব্বজঃ ॥৫৯॥
অভবৎ পৃথিবীপালস্তেনাজ্ঞপ্তো মুনিঃ স্বয়ং।
বশিষ্ঠো মানসং গত্বা নদ্যর্থং পরমেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥
তুষ্টাব স প্রসন্নোঽভূদ্বরং ব্রূহি দ্বিজোত্তম।
বব্রে মুনির্নদীং তস্মাত্তেন দত্তং চ নেত্রজম্ ।৬১।

তীত হইল। ৫৮। তখন শ্রাদ্ধদেব-নামা সপ্তম মনু অযোধ্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তোমার পূর্ব্বজ ইক্ষ্বাকু রাজা সেই মনুরই পুত্র ছিলেন। ৫৯। সেই ইক্ষ্বাকু পৃথিবীর অধিপতি হইলে বশিষ্ঠ মুনি স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নদী আনয়নার্থ মানসসরোবরে গমন পূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবানও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজো-ত্তম! বর গ্রহণ কর। তখন মুনি নদীবর

জলং যন্মানসে ন্যস্তং ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা।
নদীরূপেণ সাহং বৈ সরসস্তু বিনির্গতা॥ ৬২॥
বশিষ্ঠঃ প্রাযযাবগ্রে পশ্চাচ্চাহং তু তস্য বৈ।
বিষ্ণুনেত্রসমুৎপন্না রামং কুক্ষৌ বিভর্ম্যহম্ ।৬৩।
যে ধ্যায়ন্তি সদা রামং মম কুক্ষিগতং নরাঃ।

প্রার্থনা করিলে ভগবান্‌ও সেই নেত্রজল প্রদান করিলেন। ৬০—৬১। পদ্মযোনি ব্রহ্মা মানস-সরসীতে যে জল স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আমিই নদীরূপে মানসসরোবর হইতে বিনির্গত হইলাম। ৬২। বশিষ্ঠ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমি তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। আমি বিষ্ণুনেত্র হইতে সমুৎপন্না হইয়াই কুক্ষিমধ্যে রামচন্দ্রকে ধারণ করিতেছি। ৬৩। যে সকল ব্যক্তি মদীয় কুক্ষিগত রামচন্দ্রকে সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহাদিগের

তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
ভক্তানাং রক্ষণার্থায় দুষ্টানাং চ বধায় বৈ।
জাতস্তব গৃহে রাজংস্তপসা তোষিতস্তব ॥৬৫॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বিশ্রাব্য চাত্মনো জন্ম ত্বন্তর্ধানং হি সা গতা।
অযোধ্যাবাসিনঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং লেভিরে পরম্॥৬৬॥

ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হয় সন্দেহ নাই। ৬৪। রামকে সচ্চিদানন্দময়, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম জানিবে। হে রাজন্! ত্বদীয় তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তগণের রক্ষা ও দুষ্টদিগের বধের জন্যই ভগবান্ তোমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৬৫।

শঙ্কর কহিলেন, সরযূ এইরূপে স্বীয় জন্ম-

ধন্যো দশরথো রাজা ধন্যেয়ং সরযূনদী।
ইতি শুশ্রাব ধর্ম্মাত্মা ধার্ম্মিকাণাং শিরোমণিঃ ৬৭
ততো দশরথো রাজা বিজ্ঞাপ্য চাত্মনো গুরুম্।
আজগাম গৃহং ধ্যায়ন্ ভাগ্যং স্বং চ মহা-
মতিঃ॥৬৮॥
বশিষ্ঠেন সমানীতা বাশিষ্ঠী পরিকীর্ত্তিতা।

বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। অযোধ্যাবাসী সকলেই পরম বিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। ৬৬। "রাজা দশরথ ধন্য এবং এই সরযূনদীই ধন্যা" ধার্ম্মিকশিরোমণি ধর্ম্মাত্মা নৃপতি সকলের মুখেই এই শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৬৭। অনন্তর মহামতি রাজা দশরথ স্বীয় গুরুদেব বশিষ্ঠের নিকট নিবেদন পূর্ব্বক স্বীয় সৌভাগ্য চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ৬৮। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক

রামার্থে চ সমায়াতা রামগঙ্গা চ কথ্যতে ॥৬৯॥
মন্বন্তরসহস্রৈস্তু কাশীবাসেন যৎ ফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে॥৭০॥
প্রয়াগে যো নরো গত্বা মাসদ্বাদশকং বসেৎ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে ॥৭১॥
গয়াশ্রাদ্ধং চ যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমদর্শনম্।

সম্মানিতা বলিয়াই সরযূ বাশিষ্ঠী নামে পরি-কীর্ত্তিতা এবং রামার্থ আগতা বলিয়া রামগঙ্গা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ৬৯। সহস্র মন্বন্তর কাশীবাস করিলে যে ফল হয়, সরযূ দর্শনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭০। প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক দ্বাদশ মাস বাস করিলে যে ফল হয়, সরযূ দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭১। গয়াশ্রাদ্ধ করিলে ও পুরুষোত্তম দর্শনে যে ফল হয়, কলিকালে

তৎফলাদধিকা প্রোক্তা কলৌ দাশরথী পুরী ।৭২
মথুরায়াং কল্পমেকং বসতে মানবো যদি ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে ॥৭৩॥
যা গতির্যোগযুক্তানাং বারাণস্যাং তনুত্যজাং ।
সা গতিঃ স্নানমাত্রেণ সরয্বাং হরিবাসরে ॥৭৪॥
পুষ্করে তু নরো গত্বা কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাদিনে।

দাশরথী পুরী অযোধ্যা তদপেক্ষাও অধিক-ফলদাত্রী বলিয়া প্রথিত। ৭২। কল্পকাল মথুরায় বাস করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সরযূ দর্শন করিলে সেই ফল হইয়া থাকে ।৭৩। যোগযুক্ত ব্যক্তিরা বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, হরি-বাসরে সরযূতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ফল হইয়া থাকে। ৭৪। কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা তিথিতে পুষ্কর তীর্থে গমন করিলে মানব যে

তৎফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে ॥৭৫॥
কল্পকোটিসহস্রাণি হ্যবন্তীবাসমুত্তমং।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সরযূদর্শনে কৃতে ॥৭৬॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনাৎ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা দাশরথীং পুরীম্ ॥৭৭॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনাং রামচিন্তনম্।

ফল লাভ করে, সরযূ দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭৫। কোটি-সহস্র কল্প অবন্তী-বাস করিলে অত্যুত্তম ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সরযূ দর্শন করিলেও সেই ফল লাভ হয়। ৭৬। ষষ্টিসহস্রবর্ষ যাবৎ ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিলে যে ফল হয়, দাশরথী পুরী অযোধ্যা দর্শনেও সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭৭। যে কোন স্থানে

যত্রকুত্র স্থিতো জীবো অযোধ্যাং মনসা
স্মরেৎ ॥৭৮॥
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পান্তরশতৈরপি ॥৭৯॥
জলরূপেণ ব্রহ্মৈব সরযূর্মোক্ষদা সদা।
নৈবাত্র কর্ম্মণাং ভোগো রামরূপো
ভবেন্নরঃ ॥৮০॥

অবস্থিত হইয়া নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধ কাল রামকে চিন্তা করিলে এবং মনে মনে অযোধ্যা স্মরণ করিলে শত কল্পান্তরমধ্যেও আর তাহাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৭৮-৭৯। মোক্ষদাত্রী সরযূকে সর্ব্বদা জলরূপী ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এই স্থানে কর্ম্মফল-ভোগ নাই, সরযূতীরে প্রাণত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি রামরূপী হইয়া থাকে অর্থাৎ সরযূসলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিলে রামের সারূপ্য লাভ করিতে

পশুপক্ষিমৃগাশ্চৈব হ্যন্যে যে পাপযোনয়ঃ।
তেঽপি মুক্তা দিবং যান্তি মম বাক্যং ন
সংশয়ঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি অযোধ্যামাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

পারে। ৮০। পশু, পক্ষী, মৃগ বা অন্যান্য যে কোন পাপযোনি হউক না, তত্রত্য সকলেই মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে গমন করে ; আমার এই বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৮১।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

প্রথমং তত্র তীর্থং তু কথয়ামি বরাননে।
স্বর্গদ্বারং সমুৎপন্নং প্রথমং সরযূতটে ॥ ১ ॥
মুক্তিদ্বারমিদং জ্ঞেয়ং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং নৃণাং ॥২॥
স্বর্গদ্বারস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরাদ্বক্তুমীশ্বরঃ।

শঙ্কর কহিলেন, হে বরাননে ! অযোধ্যাপুরে প্রথমতঃ যে তীর্থ আছে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ সরযতটে স্বর্গদ্বার নামক তীর্থ উৎপন্ন হয়। ১। ঐ তীর্থ মুক্তিদ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিবে, উহা মানবগণের পক্ষে স্বর্গপ্রাপ্তিকর বলিয়া অভিহিত। ২। স্বর্গ-দ্বারের মাহাত্ম্য সবিস্তার কীর্ত্তন. করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব হে সুব্রতে !

ন হি কশ্চিদতো বক্তুং সংক্ষেপাচ্ছৃণু সুব্রতে ॥৩॥
সহস্রধারামারভ্য পূর্ব্বতঃ সরযূজলে।
ষট্‌ত্রিংশদধিকং প্রোক্তং ধনুষাং ষট্‌শতানি চ।
স্বর্গদ্বারস্য বিস্তারঃ পুরাণজ্ঞৈঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥
স্বর্গদ্বারসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নাসত্যং মম
ভাষিতম ॥৫॥

সংক্ষেপে উহা বলিতেছি শ্রবণ কর।৩ সরযূতটে সহস্রধারা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে ষট্‌ত্রিংশদধিক শতধনু-পরিমিত স্থান স্বর্গদ্বারের বিস্তৃতি বলিয়া অভিহিত পুরাণবিৎ মহাত্মারা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।৪। আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, স্বর্গদ্বারের সদৃশ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না, আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা

স্বর্গদ্বারসমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে॥৬॥
দিব্যান্যপি চ ভৌমানি তীর্থানি সকলান্যপি।
প্রাতরাগত্য তিষ্ঠন্তি তত্র সংস্থত্য পার্ব্বতি ॥৭॥
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য ফলপ্রাপ্তিমভীপ্সতা ॥৮॥
ত্যজন্তি প্রাণিনঃ প্রাণান্ স্বর্গদ্বারে তু যে নরাঃ
প্রয়ান্তি পরমং স্থানং বিষ্ণোস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥৯॥

নহে। ৫। স্বর্গদ্বার সদৃশ তীর্থ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর নাই। ৬। হে পার্ব্বতি! যাবতীয় দিব্য ও ভৌম তীর্থসমূহ প্রাতঃকালে আগমনপূর্ব্বক এই স্থানে অবস্থিতি করে। ৭। এই কারণেই যে ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থস্নানফল কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে প্রভাতে এই স্থানে স্নান করা কর্ত্তব্য। ৮। যে সকল ব্যক্তি এই স্বর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা বিষ্ণুর পরম পদে

মুক্তিদ্বারমিদং যস্মাৎ স্বর্গপ্রাপ্তিকরং নৃণাং।
স্বর্গদ্বারমিতি খ্যাতং তস্মাত্তীর্থমনুত্তমম্ ॥১০॥
স্বর্গদ্বারং সুদুষ্প্রাপ্যং দেবৈরপি ন সংশয়ঃ।
যদ্‌যৎ কাময়তে তত্র তত্তদাপ্নোতি মানবঃ।
স্বর্গদ্বারে পরা সিদ্ধিঃ স্বর্গদ্বারে পরা গতিঃ ॥১১॥
জপ্তং দত্তং হুতং পূর্ত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।

প্রয়াণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। ৯। এই তীর্থ মুক্তিদ্বারস্বরূপ এবং মানবগণের স্বর্গপ্রাপ্তিকর, এই কারণেই, এই অনুত্তম তীর্থ স্বর্গদ্বার নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১০। এই স্বর্গদ্বার দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য, সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে যাহা যাহা কামনা করা যায়, মানব তাহা তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারে। এই স্বর্গদ্বারে পরমা সিদ্ধি ও পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। ১১। এই স্থানে জপ, দান, পূর্ত্ত-

ধ্যানমধ্যয়নং দানং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ং ॥১২॥
জন্মান্তরসহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
স্বর্গদ্বারং প্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্ ॥১৩॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসঙ্করাঃ।
তথা ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে সংকীর্ণাঃ পাপযোনয়ঃ১৪
কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তাঃ স্বর্গদ্বারে শৃণু প্রিয়ে॥১৫॥

ক্রিয়া, হোম, তপস্যা, ধ্যান, অধ্যয়ন যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে। ১২। সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হয়, স্বর্গদ্বারে প্রবেশমাত্র তৎসমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৩। হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্যান্য বর্ণসঙ্কর, ম্লেচ্ছ, সঙ্কীর্ণ-জাতি, পাপযোনি, কীট, পিপীলিকা, ইহারাও কালে স্বর্গদ্বারে নিধন প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ফল

কৌমোদকীকরাঃ সর্ব্বে পদ্মাক্ষা গরুড়ধ্বজাঃ।
শুভন্বিষ্ণুপুরন্দিব্যং প্রয়ান্তি ভবনং নরাঃ ॥১৬॥
অকামো বা সকামো বা চাপি তির্য্যগতোপি বা ।
স্বর্গদ্বারে ত্যজন্ প্রাণান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।১৭।
মুনয়ো দেবতাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা যক্ষা মরুদ্গণাঃ ।
তিষ্ঠন্তি সততং সর্ব্বে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥১৮॥

প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর । ১৪-১৫ । তাহারা সকলেই কৌমোদকীহস্ত, পদ্মাক্ষ ও গরুড়ধ্বজ হইয়া দিব্য শুভকর বিষ্ণুপুরে গমন করে। ১৬। অকাম হইয়া বা সকাম হইয়া হউক, অথবা তির্যগ্‌যোনিই হউক, স্বর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোকে গৌরবান্বিত হয় । ১৭। মুনিগণ, দেবতাগণ, সিদ্ধবর্গ, সাধ্যসমূহ, যক্ষগণ ও মরুদ্গণ সর্ব্বদা এই স্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন সন্দেহ নাই । ১৮ ।

মধ্যাহ্নে তু প্রকুর্ব্বন্তি সান্নিধ্যং দেবতাগণাঃ।
তস্মাদত্র প্রকুর্ব্বন্তি মধ্যাহ্নে স্নানমাদরাৎ ॥১৯॥
কুর্ব্বন্ত্যনশনং যে তু স্বর্গদ্বারে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
প্রয়ান্তি পরমস্থানং ধ্রুবং মাসোপবাসিনঃ ॥২০॥
অন্নদানরতা যে চ রত্নদা ভূমিদা নরাঃ।
গোবস্ত্রদাশ্চ বিপ্রেভ্যস্তে যান্তি পরমাং
গতিং ॥২১॥

দেবগণ মধ্যাহ্নকালে ইহার সন্নিহিত থাকেন, এই হেতু মধ্যাহ্নসময়ে এই তীর্থে সাদরে স্নান করা কর্ত্তব্য। ১৯। যে সকল জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এই স্থানে অনশনে একমাস অবস্থিতি করে, তাহারা দেহান্তে নিশ্চয় পরমধামে প্রস্থান করিয়া থাকে। ২০। যে সকল মানব এই তীর্থে দ্বিজাতিনিকরকে অন্ন, রত্ন, ভূমি, গো ও বস্ত্র দান করে তাহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।২১।

যত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মুনয়ঃ পিতরস্তথা।
স্বর্গে প্রয়াস্তি তে সর্ব্বে স্বর্গদ্বারস্তু তৎ স্মৃতম্।২২।
চতুর্দ্ধা চ তনুং কৃত্বা দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্।
অত্রৈব রমতে নিত্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ॥২৩॥
ব্রহ্মলোকং পরিত্যজ্য চতুর্ব্বক্তুঃ সনাতনঃ।
অত্রৈব রমতে নিত্যং দেবৈঃ সহ পিতামহঃ।২৪।

এই স্থানে সিদ্ধগণ, মহাত্মা মুনিগণ ও পিতৃগণ অবস্থিতি করিয়া তৎপুণ্যফলে স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছেন, এই জন্যই ইহা স্বর্গদ্বার নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।২২। দেবদেব হরি স্বয়ং নিজ দেহ চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া রামরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত এই অযোধ্যাপুরে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন।২৩। লোকপিতামহ সনাতন চতুর্মুখ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক প[illegible] পূর্ব্বক এই স্থানে দেবগণসহ নিত্য [illegible]ার করেন।২৪।

মেরুমন্দরতুল্যোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
স্বর্গদ্বারং সমাসাদ্য ধ্রুবং ব্রজতি সংক্ষয়ম্ ॥২৫॥
যা গতির্জ্ঞানতপসাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনাং।
স্বর্গদ্বারে মৃতানাং তু সা গতির্ব্বিহিতা শুভা।২৬।
ঋষিদেবাসুরগণৈর্জপহোমপরায়ণৈঃ।
যতিভির্ম্মোক্ষকামৈশ্চ স্বর্গদ্বারো নিষেব্যতে।২৭।
স্বর্গদ্বারি মৃতঃ কশ্চিন্নরকং নৈব পশ্যতি।

সুমেরু ও মন্দর সদৃশ রাশি রাশি পাপ করিয়াও স্বর্গদ্বারে গমন করিলে নিঃসন্দেহ সমস্ত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ২৫। প্রকৃত জ্ঞানতাপসগণের ও যজ্ঞযাজিগণের যে গতি হয়, স্বর্গদ্বারে দেহত্যাগ করিলে সেইরূপ শুভ গতি হইয়া থাকে। ২৬। ঋষি, দেবতা, অসুর এবং জপহোমপরায়ণ মোক্ষকামী যতিগণও স্বর্গদ্বারের সেবা করিয়া থাকেন। ২৭। যে কেহ

কেশবানুগৃহীতাশ্চ সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্।২৮
ভূর্লোকে চান্তরীক্ষে চ দিবি তীর্থানি যান্যপি।
অতীত্য তানি তিষ্ঠন্তি কৃতার্থাস্তে দ্বিজাতয়ঃ।২৯।
বিষ্ণুভক্তিং সমাসাদ্য রমন্তে তু সুনিশ্চিতাঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।।৩০।।

হউক না, স্বর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না। তাহারা কেশবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং পরমা গতি লাভ করে। ২৮। ভূলোকে, অন্তরীক্ষে ও স্বর্গে যে সকল তীর্থ আছে, দ্বিজাতিগণ তৎসমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করতঃ কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। ২৯। যাহারা বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত হইয়া এইস্থানে আনন্দভোগ করে,শতকোটিকল্পেও আর তাহাদিগকে পুনরায় ইহসংসারে আগমন করিতে হয় না। ৩০।

হন্যমানোঽপি যো বিঘ্নৈর্বসেদত্র নিরন্তরং।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি।৩১।
স্বর্গদ্বারে বিযুজ্যেত স যাতি পরমাং গতিং।।৩২।
উত্তরং দক্ষিণং চাপি ত্বয়নে ন বিচারয়েৎ।
সর্ব্বস্তেষাং শুভঃ কালঃ স্বর্গদ্বারে মৃতাশ্চ যে।৩৩।
স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চন্দ্রহরিং বিভুং।

যে ব্যক্তি শত শত বিঘ্ন দ্বারা হন্যমান হইয়াও অযোধ্যাপুরে বাস করে, যে স্থানে গমন করিলে আর শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, সে ব্যক্তি সেই পরম স্থানে প্রস্থিত হয়। ৩১। স্বর্গদ্বারে দেহত্যাগ করিলে পরমা গতি লাভ করে।৩২। এই স্থানে কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন কিছু বিচার নাই। স্বর্গদ্বারে যাহারা দেহ বিসর্জ্জন করে, সর্ব্বকালই তাহাদিগের পক্ষে শুভকর হইয়া থাকে। ৩৩। বিচক্ষণ ব্রতী ব্যক্তি

বপনং তত্র কুর্ব্বীত ব্রতী তত্র বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
অযোধ্যানিলয়ং বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা শীতাংশুরুৎসুকঃ
বিদিত্বা তীর্থমাহাত্ম্যং সাক্ষাৎকর্ত্তুং সমাগতঃ।৩৫।
আগত্য চাত্র চন্দ্রোঽথ আনন্দাকুলমানসঃ।
ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বেণ নানাশ্চর্য্যসমন্বিতঃ।
সমারাধ্য ততো বিষ্ণুং তপসা দুশ্চরেণ বৈ।৩৬।
তৎপ্রত্যক্ষং সমাসাদ্য স্বাভিধানপুরঃসরম্।

স্বর্গদ্বারে স্নান এবং বিষ্ণু চন্দ্রহরিকে দর্শন করিয়া মস্তকমুণ্ডন করিবে। ৩৪। সুধানিধি শীতাংশু চন্দ্রমা বিষ্ণুকে অযোধ্যাবাসী জানিয়া এবং অযোধ্যাতীর্থের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তথায় সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছিলেন। ৩৫। তিনি তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে যথাবিধানে হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া দুশ্চর তপস্যাদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনান্তে

হরিং সংস্থাপয়ামাস তেন চন্দ্রহরিঃ স্মৃতঃ ॥৩৭॥
সত্যায়াং বহু-হরয়ো বর্ত্তন্তে পুণ্যবর্দ্ধনাঃ।
গুপ্তহরিশ্চক্রহরিস্তথা বিষ্ণুহরিঃ প্রিয়ে ॥৩৮॥
ধর্ম্মহরির্বিশ্বহরিস্তথা পুণ্যহরিঃ শুভঃ।
এতেষাং দর্শনাদ্দেবি পুণ্যবৃদ্ধিং প্রজায়তে ॥৩৯॥
তস্মাচ্চন্দ্রহরেঃ পূজা কর্ত্তব্যা চ বিচক্ষণৈঃ।

তৎসাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং নিজনামাভিধানে হরিকে স্থাপন করাতে তদবধি সেই হরিই চন্দ্রহরি নামে প্রথিত হইয়াছেন ৩৬-৩৭। এই অযোধ্যাতে পুণ্যবর্দ্ধন বিবিধ হরিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হে প্রিয়ে! তাঁহারা গুপ্তহরি, চক্রহরি, বিষ্ণুহরি, ধর্ম্মহরি, বিশ্বহরি ও শুভপ্রদ পুণ্যহরি নামে প্রথিত। ইহাঁদিগকে দর্শন করিলে পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৮—৩৯। বিধানে চন্দ্রহরির পূজা করা বিচক্ষণবর্গের

দ্বিজপূজা চন্দ্র পূজা হরিপূজা বিশেষতঃ ॥ ৪০ ॥
বাসুদেবপ্রসাদেন তৎ স্থানং জাতমদ্ভুতম্।
তদ্ধি গুহ্যতমং স্থানং বাসুদেবস্য সুব্রতে ॥৪১॥
সর্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্ম্মোক্ষস্য সর্বদা।
তস্মিন্ সিদ্ধাঃ সদা বিপ্রা গোবিন্দব্রতমা-
স্থিতাঃ ॥৪২॥
নানালিঙ্গধরা নিত্যং বিষ্ণুলোকাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।

কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তথায় দ্বিজপূজা, চন্দ্রপূজা ও হরিপূজা করিবে। ৪০। হে সুব্রতে! বাসুদেবের প্রসাদেই অযোধ্যা পুরী অদ্ভুত হইয়াছে এবং উহাই বাসুদেবের গুহ্যতম বসতিস্থল সন্দেহ নাই। ৪১। এই স্থান সর্ব্বভূতের পক্ষেই মোক্ষের একমাত্র কারণ। এই স্থানে সিদ্ধগণ, গোবিন্দ-ব্রতপরায়ণ বিপ্রগণ, বিষ্ণুলোকাভি-কাঙ্ক্ষী নানালিঙ্গধারী সাধুগণ এবং মহাত্মা

অভ্যাস্যন্তি পরং যোগং মহাত্মানো জিতে-
ন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৩ ॥
যথা ধর্ম্মমিহাপ্নোতি নান্যথান্যত্র কুত্রচিৎ।
দানং ব্রতং তথা হোমঃ সর্ব্বমক্ষয়তাং
ব্রজেৎ ॥৪৪॥
সর্ব্বকামফলাবাপ্তির্জায়তে প্রাণিনাং সদা।
তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং দানং চ বিবিধং তু বৈ ॥৪৫॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা পরম যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। ৪২—৪৩। এই স্থানে যেরূপ ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, অন্য কুত্রাপি সেরূপ ধর্ম্মলাভের আশা নাই। এই স্থানে দান, ব্রত, হোম প্রভৃতি যাহা করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। ৪৪। এই স্থানে প্রাণীগণ সদা সর্ব্বপ্রকার কামনা-ফল প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই তীর্থে নানারূপ দান করা কর্ত্তব্য। ৪৫

অন্নদানং ভূমিদানং গজদানং গবাং তথা।
অশ্বদানং রথানাঞ্চ শিবিকায়াস্তথৈব চ ॥৪৬॥
দানাদিকং বিপ্রপূজা দম্পত্যোশ্চ বিশে-
ষতঃ ॥৪৭॥
জ্যৈষ্ঠমাসি সিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ।
তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা দেবৈশ্চন্দ্রহরেঃ-
স্মৃতা ॥৪৮॥
সর্ব্বদেবাবলোকস্য যৎ পুণ্যং জায়তে নৃণাং।

এই স্থানে অন্ন, ভূমি, গজ, গো, অশ্ব, রথ, শিবিকা প্রভৃতি দান, বিপ্রপূজা ও বিশেষতঃ দম্পতীর অর্চ্চনা করিবে।৪৬—৪৭। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চদশীতে চন্দ্রহরিদেবের সাম্বৎসরী যাত্রা হইয়া থাকে। ৪৮। যাবতীয় দেবতা দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, চন্দ্রহরিকে দর্শন করিলে প্রাণীগণের সেই পুণ্য-সঞ্চয়

তৎ সর্ব্বং জায়তে পুণ্যং প্রাণিনামস্য দর্শনাৎ।
তস্মাদেতন্মহাস্থানং পুরাণাদিষু গীয়তে॥ ৪৯॥
ইতি অযোধ্যামাহাত্ম্যে চতুর্থোধ্যায়ঃ॥৪॥

হইয়া থাকে। এই জন্যই পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য পরিগীত হয়। ৪৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চোমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কদা প্রভৃতি দেবেশ স্বর্গদ্বারে বিরাজসে।
তন্মে কথয় ভোঃ শীঘ্রং প্রতিষ্ঠা কেন তে কৃতা॥১॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

শৃণু প্রিয়ে ময়াখ্যাতং যদা প্রভৃতি মে স্থিতিঃ॥২॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবেশ। তুমি কোন্ সময় হইতে স্বর্গদ্বারে বিরাজ করিতেছে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা আশু আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ১।

শঙ্কর কহিলেন, হে প্রিয়ে! যদবধি তথায়

বৈকুণ্ঠভুবনে যাতে রামচন্দ্রে পরাত্মনি।
পুত্রং কুশং কুশাবত্যাং রাজ্যং দত্বা মহামতিঃ।
অযোধ্যায়াং তদা দেবাস্তীর্থানি নিবসন্তি হি॥৩॥
তদাযোধ্যা স্বয়ং গত্বা হ্যর্দ্ধরাত্রে কুশাবতীং।
একাকী চ কুশো যত্র সুষাপ নৃপতির্গৃহে॥৪॥
দৃষ্ট্বাযোধ্যামুবাচাথ কুতশ্চাগমনং তব।

আমার স্থিতি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২। মহামতি পরমাত্মা রামচন্দ্র পুত্র কুশকে কুশাবতী নগরীতে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠভবনে প্রস্থিত হইলে অযোধ্যাপুরীতে দেবগণ ও তীর্থসকল অধিষ্ঠিত থাকিলেন। ৩। তখন অযোধ্যা স্বয়ং অর্দ্ধরাত্রিকালে কুশাবতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে রাজগৃহে নৃপবর কুশ একাকী শয়ান রহিয়াছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। ৪। কুশ নরপতি অযোধ্যাকে

দেবী বা মানুষী বা ত্বং কিন্নরী বাসি
শোভনে ॥ ৫ ॥
রঘূণাং চ কুলে জাতঃ পরস্ত্রীষু ন গচ্ছতি।
হেতুনা কেন ভো দেবি হ্যাগতাসি মমালয়ং ॥৬॥

অযোধ্যোবাচ।

তব পিত্রা মহারাজ নীতা মে পুরবাসিনঃ।

দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শোভনে! কোন্ স্থান হইতে তোমার আগমন হইয়াছে। তুমি দেবী কি মানুষী অথবা কিন্নরী? ৫। রঘুবংশীয় কেহই পরদারাতে অনুরত হয় না হে দেবি! তুমি কি হেতু মদীয় গৃহে সমাগত হইয়াছ? ৬।

অযোধ্যা কহিলেন, হে মহারাজ! (আমি অযোধ্যা) তোমার পিতা স্বধামগমনে অভি-লাষী হইয়া মদীয় পুরবাসীগণকে সমভিব্যা-

স্বপদং গন্তুকামেন স্বর্গপ্রাপ্তাশ্চ কোটিশঃ ॥৭॥
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি তো সূর্য্যবংশবিভূষণে।
অবস্থামীদৃশীং প্রাপ্তা নারকৈরপি বর্জ্জিতা ॥৮॥
ভগ্না মে রচনা সর্ব্বা শাস্ত্রাপি প্রভুনা বিনা।
অস্তসূর্য্যা যথা সন্ধ্যা বায়ুনা মেঘমণ্ডলে ॥ ৯ ॥
ঈদৃশী ন কৃতা কৈশ্চিত্তব পূর্ব্বৈর্ম্মহাত্মভিঃ।

স্থানে লইয়া গিয়াছেন। কোটি কোটি পুর-বাসীরা স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ৭। সমগ্র-শক্তিমান্ সূর্য্যবংশবিভূষণ তুমি বিদ্যমানে আমার এইরূপ নারকীগণকর্ত্তৃকও বর্জ্জিত অবস্থা ঘটিয়াছে।৮। শাসনকর্ত্তা প্রভু ব্যতিরেকে আমার যাবতীয় রচনা ভগ্ন ও শোভা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বায়ুকর্ত্তৃক মেঘমণ্ডল একত্র সমবেত হইলে অস্তসূর্য্য সন্ধ্যা যেমন মলিন হয়, আমিও অধুনা সেইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। ৯। ত্বদীয়

তব পিত্রা যথা বৎস ময়ি বাসং কুরুষ্ব চ॥ ১০ ॥

কুশ উবাচ।

এবং বদসি ভো দেবি নাস্তি দোষঃ পিতুর্ম্মম।
তব বাসাদ্গতাঃ সর্ব্বে লোকং সন্তানকং
জনাঃ ॥ ১১ ॥

অযোধ্যোবাচ।

যদি বাসাদ্গতাঃ সর্ব্বে জনাঃ স্বর্গং ন সংশয়ঃ

পূর্ব্বজ মহাত্মারা কেহই তোমার পিতার ন্যায় আমার ঈদৃশী অবস্থা করেন নাই। হে বৎস! তুমি মদীয় নগরীতে গিয়া অবস্থান কর। ১০।

কুশ কহিলেন, হে দেবি! তুমি এরূপ বলিতেছ বটে, কিন্তু আমার পিতার কিছুমাত্র দোষ নাই। ত্বদীয় রাজ্য হইতে যাবতীয় লোকই স্বর্গধামে প্রস্থিত হইয়াছে। ১১।

অযোধ্যা কহিলেন, মদীয় ভূমি হইতে

যদি স্বর্গো বহুমতস্তব রাজন্ হি বর্ত্ততে ॥ ১২॥
ময়ি বাসং কুরুষেতি হ্যন্তর্ধানং চ সা গতা॥ ১৩॥
ব্যতীতায়াং নিশায়ান্তু মন্ত্রিণস্তদপৃচ্ছত।
মন্ত্রিণামনুমত্যা তৎ পুরং ব্রাহ্মণসাৎ কৃতং ॥১৪॥
সৈন্যেন মহতা সার্দ্ধমাজগামাত্মনঃ পুরীং।

সকলে স্বর্গে গমন করিয়াছে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! যদি এইরূপ হয় এবং স্বর্গলাভই বহুমত হয়, তাহা হইলে তুমিও মদীয় ভূমিতে গিয়া বাস কর। অযোধ্যা এই বলিয়া অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। ১২—১৩। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে কুশ নরপতি মন্ত্রীগণের নিকট (নিশাবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরামর্শ) জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে মন্ত্রীবর্গের অনুমোদনানুসারে কুশাবতী নগরী ব্রাহ্মণহস্তে অর্পণ পূর্ব্বক-মহতী সেনা সমভিব্যাহারে নিজপুরী অযো

বাসয়ামাস নগরং যথাযোগ্যং মহামতিঃ ॥১৫॥
একদা নাবমারূঢ়ো বিজহার সখীজনৈঃ।
সখিভিঃ সিচ্যমানোঽসৌ বিজহার নদীজলে॥১৬॥
কুমুদো নাম নাগস্তু সরয্বাং বসতে সদা।
কুমুদ্বতী চ ভগিনী তস্য নাগস্য সুন্দরী ॥১৭॥

ধ্যাতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই মহামতি তথায় যথাযোগ্য নগর স্থাপন করিলেন।১৪-১৫। একদা কুশ নরপতি নৌকারোহণপূর্ব্বক নদীতে গমন করিয়া নদীজলে সখাগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন। বয়স্যগণ তাঁহার গাত্রে (ক্রীড়াচ্ছলে) জল সেচন করিতে লাগিল। ১৬। সেই সরযূ নদীতে কুমুদনামা নাগরাজ সর্ব্বদা বাস করিত। কুমুদ্বতী নামে তাহার এক পরমাসুন্দরী ভগিনী ছিল। ১৭। সেই রূপবতী কুশের রূপলাবণ্য

মোহিতা রূপমালোক্য জহার করকঙ্কণং।
কুশো নৈব বিজানীত ক্রীড়নাসক্তমানসঃ ॥১৮॥
কৃত্বা বিহারং তু জলাদ্বহির্নির্গতো ভূমিপঃ।
ন দদর্শাত্মনো হস্তে তদ্বৈ বিজয়কঙ্কণং ॥ ১৯ ॥
অগস্ত্যেন পুরা দত্তং রামায় পরমাত্মনে।
রামচন্দ্রস্তু পুত্রায় দত্ত্বা স্বপদমন্বগাৎ ॥ ২০ ॥
শুশোচ তস্য লাভায় ভূষণার্থং স রাজরাট্।

দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তদীয় করকঙ্কণ হরণ করিল। কুশ ক্রীড়াসক্ত থাকাতে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন না। ১৮। নরপতি বিহারাবসানে জল হইতে উত্থিত হইয়া হস্তে বিজয়কঙ্কণ দেখিতে পাইলেন না। ১৯। পূর্ব্বে অগস্ত্য ঋষি পরমাত্মা রামচন্দ্রকে এই কঙ্কণ প্রদান করিয়াছিলেন। রামও স্বীয় পুত্রকে দিয়া স্বপদে প্রস্থান করিয়াছেন। ২০। রাজ-

জগ্রাহ বিশিখং তীক্ষ্ণমগ্নিমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং ॥২১॥
তং দৃষ্ট্বা সরয়ূর্দেবী পাদপদ্মমুপাগতা।
ব্রুবন্তী ত্রাহি ত্রাহীতি মম দোষো ন বিদ্যতে।
কুমুদো নাম নাগস্তু ভগিন্যা তস্য তন্দৃতং ॥২২॥
তচ্ছ্রুত্বা জগৃহে বাণং গারুড়ং তদ্বধায় বৈ।

রাজেশ্বর কুশ সেই ভূষণলাভার্থ (প্রথমতঃ) বিলাপ করত অবশেষে অগ্নিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করিলেন। ২১। সরয়ূ দেবী তদ্দর্শনে (ভীতা হইয়া) নৃপতির পাদ-পদ্মে শরণাগত হইলেন এবং কহিলেন, (হে রাজন্!) আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। কুমুদ নামক নাগ সলিলমধ্যে বাস করে, তদীয় ভগিনীই এই বিভূষণ হরণ করিয়াছে। ২২। নৃপতি ইহা শ্রবণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কুমুদ্বতী-বধার্থ গারুড়

সর্পরাজস্তু তদ্দৃষ্ট্বা ভগিন্যা সহ পার্ব্বতি ॥ ২৩ ॥
পপাত চরণোপান্তে কঙ্কণং চ সমর্পয়ৎ।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ভগিন্যা যৎ কৃতং নৃপ ॥২৪॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

কুমুদো মম ভক্তো হি নাগরাজঃ প্রিয়ো মম।
তস্য কষ্টং সমালোক্য প্রত্যক্ষমভবং প্রিয়ে॥২৫॥

বাণ গ্রহণ করিলেন। হে পার্ব্বতি! সর্পরাজ তদ্দর্শনে (ভীত হইয়া) ভগিনীর সহিত আগমন পূর্ব্বক রাজার চরণপ্রান্তে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অপহৃত কঙ্কণ প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, হে নৃপ! আমার ভগিনী যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন্। ২৩—২৪।

শঙ্কর কহিলেন, হে প্রিয়ে! নাগরাজ কুমুদ আমার ভক্ত ও প্রিয়পাত্র। আমি তাহার ক্লেশ দর্শন করিয়া প্রত্যক্ষ আবির্ভূত

মাং দৃষ্ট্বা কুশরাজস্তু জগ্রাহ চরণৌ মম।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মমাগমনকারণং ॥ ২৬ ॥
তদাহমব্রুবং রাজন্ ভক্তরক্ষার্থমাগতঃ।
কুমুদ্বত্যস্য ভগিনী পত্ন্যর্থং প্রতিগৃহ্যতাং ॥২৭॥
বরং ব্রূহি মহারাজ মুঞ্চ নাগং মহাবল ॥ ২৮ ॥

হইলাম। ২৫। কুশরাজ আমাকে দর্শন করিয়া মদীয় পাদবন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৬। তখন আমি কহিলাম, রাজন্! আমি ভক্তের রক্ষা-বিধানার্থ আগমন করিয়াছি। কুমুদ্বতী এই নাগরাজের ভগিনী, তুমি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। ২৭। হে মহারাজ! হে মহাবল! তুমি এই নাগরাজকে মুক্তি প্রদান কর এবং বর গ্রহণ কর। ২৮।

কুশ উবাচ।

স্বর্গদ্বারে সদা তিষ্ঠ নাগেশ্বরপ্রথামগাঃ।
ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস পূজোপকরণৈঃ স মাং॥২৯॥
ওঁ নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রং চাপি জজাপ সঃ।
প্রত্যুবাচ জনান্ রাজা কুশাখ্যঃ পঙ্কজেক্ষণঃ॥৩০॥
স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা নাগেশ্বরং শিবং।

কুশ কহিলেন, (হে ভগবন্!) আপনি সর্ব্বদা স্বর্গদ্বারে অবস্থান করুন্ এবং নাগেশ্বর নামে প্রথিত হউন্। নৃপতি এই বলিয়া পূজোপকরণসমূহ দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেন। ২৯। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন কুশ রাজা "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র জপ করিয়া তত্রত্য সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি এই স্বর্গদ্বারে স্নান পূর্ব্বক নাগেশ্বর শিবকে দর্শন করতঃ বিধানে পূজা করিবে,

পূজয়িত্বা সুবিধিবৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৩১॥
স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্ বৃষভধ্বজং।
সম্পূর্ণা তস্য যাত্রা স্যাদন্যথার্দ্ধফলপ্রদা॥৩২॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুবাচ কুশো রাজা প্রবিবেশ গৃহং স্বকং।
মাং স সম্পূজ্য বিধিবন্নাগোপি স্বগৃহং গতঃ।

তাহার যাবতীয় কামনা সুসিদ্ধ হইবে।৩০-৩১। যে ব্যক্তি স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া বৃষভধ্বজের পূজা করিবে, তাহার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ ফলপ্রদা হইবে, নচেৎ অর্দ্ধফলদায়িনী হইবে। ৩২।

শঙ্কর কহিলেন, কুশরাজা এই বলিয়া নিজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। নাগরাজও যথা-বিধানে আমার পূজা করিয়া স্বগৃহে প্রস্থিত হইলা। হে দেবি! তদবধিই আমি স্বর্গদ্বারে

তদাপ্রভৃতি ভো দেবি স্বর্গদ্বারে বসাম্যহং ॥ ৩৩॥
তস্মাচ্চন্দ্রহরেঃ স্থানাদাগ্নেয্যাং দিশি সংস্থিতঃ।
দেবো ধর্ম্মহরির্নাম কলিকল্মষনাশনঃ ॥ ৩৪ ॥
পুরা সমাগতো ধর্ম্মস্তীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া।
আগত্য চ চকারোচ্চৈর্যাত্রাং তত্রাদরেণ সঃ ॥৩৫॥
দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্যমতুলমযোধ্যায়াঃ সবিস্ময়ঃ।

অবস্থিতি করিতেছি ।৩৩। চন্দ্রহরি তীর্থ হইতে অগ্নিকোণে ধর্ম্মহরিনামা কলিকলুষ-নাশন দেব বিরাজিত আছেন।৩৪। পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম তীর্থযাত্রার কামনা করিয়া এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক সাদরে মহাযাত্রা করিয়াছিলেন।৩৫। অযোধ্যার অতুল মাহাত্ম্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়সঞ্চার হইল। তিনি ভুজযুগল ঊর্দ্ধগত করিয়া প্রমুদিতচিত্তে কহিলেন, অহো! এই তীর্থ কি রমণীয়! অহো!

বিধায় স ভুজাবূর্দ্ধমিদমাহ মুদান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥
অহো রম্যমিদং তীর্থমহো মাহাত্ম্যমুত্তমং।
যস্যাং স্থিতো হরিঃ সাক্ষাৎ কেনেয়মুপমীয়তে॥৩৭॥
সুবাহবে নমস্তভ্যং চারুজঙ্ঘায় তে নমঃ।
সুমুখায় সুদিব্যায় সুবিদ্যায় গদাভৃতে ॥ ৩৮ ॥
অহো তীর্থানি সর্ব্বাণি বিষ্ণুলোকপ্রদানি বৈ।

ইহার কি অত্যুত্তম মাহাত্ম্য! যে স্থানে সাক্ষাৎ হরি বিরাজ করেন, কে তাহার তুলনা প্রদান করিতে পারে? ৩৬-৩৭। হে ভগবন্! তুমি সুবাহু, তোমাকে নমস্কার, তুমি মনোহরজঙ্ঘাবিশিষ্ট, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সুমুখ, দিব্যরূপী, সুবিদ্যা-সংযুক্ত ও গদাধর, তোমাকে নমস্কার। ৩৮। অহো! অত্রত্য সমস্ত তীর্থই বিষ্ণুলোকপ্রদ! অহো! বিষ্ণুর কি মাহাত্ম্য! অহো! তীর্থের

অহো বিষ্ণুরহো তীর্থমহোযোধ্যা মহাপুরী ॥৩৯॥
অহো মাহাত্ম্যমতুলং কিন্ন শ্লাঘ্যমিহস্থিতং।
ইত্যুক্ত্বা তত্র বহুশো ননর্ত্ত চ মুদাকুলঃ।
ধর্ম্মো মাহাত্ম্যমালোক্য হ্যযোধ্যায়া বিশেষতঃ॥৪০
তং তথানর্ত্তনাসক্তং ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা কৃপান্বিতঃ।
আবির্ব্বভূব ভগবান্ পীতবাসা হরিঃ স্বয়ম্ ॥৪১॥
তং প্রণম্যাথ ধর্ম্মোপি তুষ্টাব হরিমাদরাৎ ॥৪২॥

কি মহিমা! অহো! মহাপুরী অযোধ্যা কি পুণ্যদায়িনী! অহো ইহার কি অতুল মাহাত্ম্য! এস্থানে এরূপ কোন্ দ্রব্য আছে, যাহা শ্লাঘনীয় না হয়? ধর্ম্ম অযোধ্যার মাহাত্ম্যদর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া প্রমুদিতচিতে মুহুর্ম্মুহুঃ তথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৩৯-৪০। পীতবাসা ভগবান্ হরি ধর্ম্মকে এইরূপ নৃত্য-পরায়ণ দর্শনে কৃপাবিষ্ট হইয়া আবির্ভূত

ধর্ম্ম উবাচ।

নমঃ ক্ষীরাব্ধিবাসায় শেষপর্য্যঙ্কশায়িনে।
নমো লক্ষ্ম্যঙ্গসংস্পৃষ্টদিব্যপাদায় বিষ্ণবে ॥৪৩॥
ভক্তার্ত্তিনিঘ্নপাদায় নমো যোগপ্রিয়ায় তে।
শুভাঙ্গায় সুনেত্রায় মাধবায় নমো নমঃ ॥৪৪॥

হইলেন।৪১। ধর্ম্মও প্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক সাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪২।

ধর্ম্ম কহিলেন, ক্ষীরসাগরবাসী, শেষ-পর্য্যঙ্কশায়ী হরিকে নমস্কার। যাঁহার পাদপদ্ম লক্ষ্মীর অঙ্গ-সংস্পৃষ্ট, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি।৪৩। (হে ভগবন্!) তুমি ভক্তজনের দুঃখবিদূরণ করিয়া থাক এবং তুমি যোগপ্রিয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি শুভকলেবর, সুনেত্রবান্ ও মাধব, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৪৪।

নমোঽরবিন্দপাদায় পদ্মনাভায় তে নমঃ।
নমঃ ক্ষীরাব্ধিকল্লোলস্পৃষ্টগাত্রায় শার্ঙ্গিণে ॥৪৫॥
ওঁ নমো যোগনিদ্রায় যোগজ্ঞভাবিতাত্মনে।
তার্ক্ষ্যাসনায় দেবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৪৬॥
সুকেশায় সুনাসায় সুললাটায় চক্রিণে।
সুবস্ত্রায় সুবর্ণায় শ্রীধরায় নমো নমঃ ॥ ৪৭ ॥

তুমি অরবিন্দপাদ, তোমাকে নমস্কার; তুমি পদ্মনাভ, তোমাকে নমস্কার; তোমার শরীরে ক্ষীরসাগরের কল্লোল সংস্পৃষ্ট হয়, তুমি শার্ঙ্গধারী, তোমাকে নমস্কার করি।৪৫। যোগনিদ্রাগত, যোগজ্ঞ কর্ত্তৃক ভাবিতাত্মাকে নমস্কার, গরুড়াসন গোবিন্দ দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৪৬। সুকেশ, সুনাসিকা-বিশিষ্ট, শোভনললাটবান্, চক্রধারী, মনোহরবাসা, সুবর্ণবর্ণ শ্রীধরকে নমস্কার। ৪৭।

সুবাহবে নমস্তুভ্যং চারুজঙ্ঘায় তে নমঃ।
সুমুখায় সুদিব্যায় সুবিদ্যায় গদাভৃতে ॥ ৪৮ ॥
কেশবায় শান্তায় বামনায় নমো নমঃ।
ধর্ম্মপ্রিয়ায় দেবায় নমস্তে পীতবাসসে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইতি স্তুতো জগন্নাথো ধর্ম্মেণ শ্রীপতির্ম্মুদা।
উবাচ স হৃষীকেশঃ প্রীতো ধর্ম্মমুদারধীঃ ॥ ৫০॥

তুমি সুবাহু, তোমাকে নমস্কার; তুমি মনোরমজঙ্ঘাবিশিষ্ট, তোমাকে নমস্কার; তুমি মোহনবদন, দিব্যরূপী, সুবিদ্যাসংযুক্ত ও গদাভৃৎ, তোমাকে নমস্কার করি। ৪৮। শান্তিগুণাস্পদ বামনরূপী কেশবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার; তুমি ধর্ম্মপ্রিয় পীতাম্বর দেব, তোমাকে নমস্কার করি। ৪৯।

শঙ্কর কহিলেন, উদারধী শ্রীপতি জগন্নাথ

তুষ্টোঽহং ভবতো ধর্ম্ম স্তোত্রেণানেন সুব্রত।
বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ যত্তে স্যান্মনসঃ প্রিয়ঃ॥ ৫১॥
স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি মানবো মামতন্দ্রিতঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পূজিতঃ শ্রীযুতঃ সদা।৫২

ধর্ম্ম উবাচ।

যদি তুষ্টোসি মে দেব দেবদেব জগৎপতে।

হৃষীকেশ এই প্রকারে ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া আনন্দভরে প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুব্রত! আমি তোমার স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যাহা তোমার মনের প্রীতিকর, সেই বর প্রার্থনা কর। ৫০—৫১। যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া এই স্তোত্র দ্বারা আমার স্তুতিবাদ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা পূজিত ও শ্রীযুক্ত হইয়া যাবতীয় বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়।৫২।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে দেব! হে দেবদেব!

ত্বামহং স্থাপয়াম্যত্র নিজনাম্না জগদ্ গুরো ॥৫৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমস্তু ভবত্বত্র নাম্না ধর্ম্মহরির্ব্বিভুঃ।

স্মরণাদেব যস্য স্যাৎ সর্ব্বকিল্বিষসংক্ষয়ঃ। ৫৪।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

এবমুক্তস্ততো ধর্ম্মো দেবদেবেন সাদরম্।

হে জগৎপতে! হে জগদ্গুরো! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি মদীয় নিজ নামে তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিব। ৫৩।

ভগবান্ কহিলেন, তাহাই হউক, ত্বদীয় আখ্যানেই এই স্থানে ধর্ম্মহরি নামা বিষ্ণু স্থাপিত হউক্। এই ধর্ম্মহরিকে স্মরণ করিলে তাহার যাবতীয় পাতক ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।৫৪।

শঙ্কর কহিলেন, ধর্ম্ম দেবদেব কর্ত্তৃক এই

স্থাপয়ামাস বিধিবন্নাম্না ধর্ম্মহরিং বিভুম্ ॥ ৫৫ ॥
সরয্সলিলে স্নাত্বা শুচিস্তদ্গতমানসঃ।
দেবং ধর্ম্মহরিং পশ্যেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৫৬
অত্র দানং তথা হোমো জপো ব্রাহ্মণভোজনং।
সর্ব্বমক্ষয্যতাং যাতি বিষ্ণুলোকনিবাসকৃৎ ॥৫৭॥
অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি যৎ কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতং কৃতং।

রূপ অভিহিত হইয়া যথাবিধি সাদরে নিজ নামে বিভু ধর্ম্মহরিকে স্থাপন করিলেন। ৫৫। সরযূ-সলিলে স্নান পূর্ব্বক শুচি ও তদগতচিত্ত হইয়া ধর্ম্মহরিদেবকে দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ৫৬। এই স্থানে দান, হোম, জপ, ব্রাহ্মণভোজন যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে এবং সেই ফলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ৫৭। অজ্ঞানে বা জ্ঞানে যে কিছু দুষ্কৃত কৃত হয়, তৎপ্রশমনার্থ

প্রায়শ্চিত্তং বিধাতব্যং মৎপরেণ প্রযত্নতঃ ।৫৮।
প্রায়শ্চিত্তেন বিধিনা পাপং তস্য প্রণশ্যতি ।
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ ।৫৯।
প্রমাদালস্যতো বাপি রাজদেবগ্রহার্ত্তিভিঃ ।
নিত্যকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্যাদস্য পুংসোঽবশাত্মনঃ॥৬০॥
তেনাথাত্র বিধাতব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ॥৬১॥
অত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণুর্ব্বসতি সাদরঃ ।

মৎপ্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই স্থানে যত্ন সহকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৫৮। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পাতক বিনষ্ট হয়, অতএব এই স্থানে বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। ৫৯। প্রমাদ ও আলস্যবশতঃ রাজদ্বারা, দেবদ্বারা ও গ্রহপীড়া দ্বারা অবশীকৃতাত্মা ব্যক্তির নিত্য ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে ; অতএব যথাবিধানে এই স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। ৬০-৬১।

তস্মাদ্বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমা নহি মানবৈঃ ॥৬২
আষাঢ়ে শুক্লপক্ষস্য চৈকাদশ্যাং সুলোচনে।
তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা তু বিধানতঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি নরো যাত্রাবিধানতঃ ॥৬৩।
স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধর্ম্মহরিং বিভুম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা ॥৬৪।

মূর্ত্তিমান্ দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং এই স্থানে সাদরে অবস্থান করিয়া থাকেন; অতএব এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে মানবগণ সমর্থ নহে। ৬২। হে সুলোচনে! আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে বিধানে এই স্থানে সাম্বৎসরিকী যাত্রা করিবে; তাহা হইলেই সেই যাত্রাফলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। ৬৩। যে ব্যক্তি স্বর্গদ্বারে স্নান পূর্ব্বক বিভু ধর্ম্মহরিকে দর্শন করে, সে সর্ব্ব-

তস্মাদীশানকোণে তু জানকীতীর্থমুত্তমং।
শ্রাবণস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং চ বিশেষতঃ।
তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা সুবিচক্ষণৈঃ। ৬৫।
অত্র দানং তথা হোমো জপো ব্রাহ্মণভোজনম্।
সর্ব্বমক্ষয্যতাং যাতি বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা॥ ৬৬॥

পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৬৪। ঐ স্থান হইতে ঈশান কোণে অত্যুত্তম জানকীতীর্থ বিরাজিত। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শ্রাবণ মাসের শুক্লা-তৃতীয়াতে ঐ তীর্থের বাৎসরিকী যাত্রা করিবে। ৬৫। এই স্থানে দান, হোম, জপ ও ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে এবং তত্তদনুষ্ঠাতা সর্ব্বদা বিষ্ণুলোকে নিবসতি করে সন্দেহ নাই। ৬৬।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

তস্মাদ্দক্ষিণকোণে তু রামতীর্থং মনোহরম্ ॥৬৭॥

ইতি অযোধ্যামাহাত্ম্যে পঞ্চমোধ্যায়ঃ ॥৫॥

মহাদেব কহিলেন, জানকীতীর্থের দক্ষিণ কোণে মনোহর রামতীর্থ বিরাজিত আছে। ৬৭

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে স্বর্গদ্বারাচ্চ পার্ব্বতি।
অযোধ্যাপীঠমিতি সা খ্যাতা ভূর্নগনন্দিনি ॥১॥
ক্রোশমাত্রং তু বিস্তারশ্চতুর্দ্দিক্ষু প্রমাণতঃ।
তন্মধ্যে চ সভা রম্যা রামচন্দ্রস্য শোভনে ॥ ২ ॥
অনেকাশ্চর্য্যসংযুক্তা নানাধাতুবিচিত্রিতা ॥ ৩ ॥

শঙ্কর কহিলেন, হে পার্ব্বতি! হে নগনন্দিনি! স্বর্গদ্বারের দক্ষিণদিকে অযোধ্যাপীঠ নামক ভূমি বিরাজিত। ১। উহার বিস্তার সমন্তাৎ একক্রোশপরিমিতি। তন্মধ্যে রামচন্দ্রের মনোহারিণী সভা শোভা পাইতেছে। ২। ঐ

কুবেরস্য চ শক্রস্য যমস্য বরুণস্য বা।
যাদৃশী রামচন্দ্রস্য সভাদ্যাপি ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
মেরুমন্দরতুল্যোপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
তৎক্ষণান্নাশমাপ্নোতি সভাগৃহবিলোকনাৎ ॥৫॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি সভাগৃহবিলোকনাৎ ॥৬
তস্মিন্ সভাগৃহে রম্যে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে।

সভা বিবিধ আশ্চর্য্যদৃশ্যে সমন্বিত ও নানা-রূপ ধাতুদ্বারা বিচিত্রিত।৩। রামচন্দ্রের সভার যাদৃশী শোভা, কুবের, ইন্দ্র, যম বা বরুণ কাহারই সেরূপ লক্ষিত হয় না।৪। সেই সভা-গৃহ দর্শন করিলে মেরুমন্দরতুল্য পাপরাশিও তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।৫। সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হয়, ঐ সভাগৃহ দর্শন করিলে তৎসমস্তও বিনাশ পায়।৬। শ্রীরাম

রাজকার্য্যং চ কুরুতে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ॥৭॥
চকার ন্যায়ং ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠাদিভিরন্বিতঃ।
তত্র পূজা প্রকর্ত্তব্যা রাঘবাণাং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥
জায়তে পুণ্যবৃদ্ধিশ্চ রাঘবেন্দ্রস্য দর্শনাৎ ॥ ৯ ॥
তস্মিন্‌ সভাগৃহে রম্যে সর্ব্বদেবমনোহরম্‌।
নাম্না লোকে চ বিখ্যাতং দন্তধাবনকুণ্ডকম্‌।

ভ্রাতৃগণের সহিত (পুলকিতচিত্তে) সর্ব্বদেব-নমস্কৃত সেই রমণীয় সভাগৃহে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন ।৭। তিনি বশিষ্ঠাদি-সমন্বিত হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। মহাত্মগণ সেই স্থানে রাঘবগণের পূজা করিবে ।৮। রাঘবেন্দ্রকে দর্শন করিলে পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।৯। সেই রমণীয় সভা-গৃহে লোকবিখ্যাত, সর্ব্বদেবমনোহর দন্তধাবন-কুণ্ড বিরাজিত আছে। তথায় স্নান বা দান

তত্র স্নানেন দানেন গর্ভবাসক্ষয়ো ভবেৎ ॥১০॥
নিত্যদা রামচন্দ্রস্তু তত্রাগত্য বরাননে।
দন্তধাবনকং ভদ্রে কুরুতে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১১॥
কৌণ্ডিন্যো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদেকদাত্র সমাগতঃ।
স্নানং কৃত্বা তটে চাস্য ধ্যানতৎপরমানসঃ ॥১২॥
বায়ুনা প্রেরিতং তস্য দ্বিজস্য তু মৃগাজিনং।

করিলে গর্ভবাসক্ষয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।১০। হে বরাননে! হে ভদ্রে! রামচন্দ্র প্রত্যহ ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া সেই স্থানে দন্তধাবন করিয়া থাকেন।১১। একদা কুণ্ডিন-দেশবাশী জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই বিপ্র দন্তধাবনকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক তত্তীরে ধ্যানতৎপর হইয়া রহিলেন।১২। হে কল্যাণি! ইত্যবসরে সেই বিপ্রের মৃগাজিন

অহং পুরা ভবে বৈশ্যো জাত্যা রঘুকুলোদ্ভব।
আচরন্ প্রতিকূলং তু বেদস্য রঘুনন্দন।
ধনগর্ব্বেণ ভো দেব নিয়মব্রতবর্জ্জিতঃ ॥২০॥
স্নানদানাদিরহিতো বেশ্যাজনরতঃ সদা ॥ ২১ ॥
কদা তুলসীবৃক্ষে জলং দত্তমজানতা।
তেন পুণ্যপ্রভাবেন মৃগত্বং গতবানহং।

যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন যথাতথ তোমার নিকট বলিতেছি।১৮—১৯। হে রঘুকুলোদ্ভব! আমি পূর্ব্বে সংসারে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। হে রঘুনন্দন! আমি সর্ব্বদা বেদের প্রতিকূলতাচরণ করিতাম। হে দেব! আমি ধনগর্ব্ব নিবন্ধন নিয়মহীন ও ব্রতবর্জ্জিত হইয়া থাকিতাম। ২০। সর্ব্বদা স্নানদানাদিরহিত ও বেশ্যাসক্ত হইয়া অবস্থান করিতাম। ২১। একদা আমি অজ্ঞানে

চর্ম্ম মে সাধুসঙ্গেন কৌশলেয় সমাগতং ॥২২॥
জলস্যাস্য প্রভাবেণ দন্তধাবনকুণ্ডকে।
দিব্যং বপুর্ম্মনোহারি লব্ধং তব প্রসাদতঃ ॥২৩॥
আজ্ঞাপয় মহাবাহো ত্বৎপ্রসাদাদহং প্রভো।
গচ্ছামি শাশ্বতং স্থানং তব দুঃখাদিবর্জ্জিতং ॥২৪
ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুঃ কালবিভ্রমঃ।

তুলসীবৃক্ষে জলসেচন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি মৃগযোনিতে উৎপন্ন হই। হে কৌশলেয়! সাধুসঙ্গবশতঃ মদীয় চর্ম্ম এই স্থানে সমাগত হইয়াছিল। ২২। এই জলপ্রভাবে তোমার অনুগ্রহেই দন্তধাবন-কুণ্ডে আমি দিব্য মনোহর বপু প্রাপ্ত হইলাম। ২৩। হে মহাবাহো! হে প্রভো! এখন অনুমতি কর, আমি তোমার প্রসাদে দুঃখাদি-বর্জ্জিত ত্বদীয় শাশ্বতধামে গমন করি। ২৪।

তৎ স্থানং দেব গচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘূত্তম ॥২৫॥
ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য বিমানবরমারুহৎ।
অনেকরত্নরচিতং সর্ব্বদেবৈঃ সুবন্দিতম্ ॥২৬॥
গতোঽসৌ শাশ্বতং স্থানং রামপাদপ্রসাদতঃ।
পুনরাবৃত্তিরহিতং শোকমোহবিবর্জ্জিতং ॥ ২৭ ॥
চৈত্রশুক্লনবম্যাং তু যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ।

হে রঘূত্তম! হে দেব! যে স্থানে শোক, জরা, মৃত্যু বা কালবিভ্রম নাই, আমি তোমার প্রসাদে সেই স্থানে প্রয়াণ করি। ২৫। সেই দেবমূর্ত্তি এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রামপাদানুগ্রহে বহুরত্নরচিত, সর্ব্বদেববন্দিত, পুনরাবৃত্তিরহিত, শোকমোহবর্জ্জিত, বিমানবরে আরোহণ করতঃ শাশ্বতধামে প্রস্থান করিলেন। ২৬—২৭। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে এই স্থানে সাম্বৎসরিকী যাত্রা হয়।

সভায়াঃ পশ্চিমে ভাগে রামদুর্গস্তু বিদ্যতে ॥২৮॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ রামচন্দ্রস্য পুর্য্যাং সর্ব্বে সমাগতাঃ।
বানরা রাক্ষসাশ্চৈব তেষাং স্থানানি মে বদ ॥২৯

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

রাজদ্বারে হনুমান্ বৈ বায়ুপুত্রস্তু তিষ্ঠতি।
তথা তিষ্ঠতি সুগ্রীবো দক্ষিণে চ হনুমতঃ ॥৩০॥

রামসভার পশ্চিম দিকে রামদুর্গ বিরাজিত। ২৮।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! বানর ও রাক্ষসেরা সকলেই রামপুরী অযোধ্যাতে সমাগত হইয়াছিল। তাহাদিগের অবস্থিতি-স্থান কীর্ত্তন কর। ২৯।

শঙ্কর কহিলেন, পবননন্দন হনুমান্ রাজদ্বারে এবং হনুমানের দক্ষিণদিকে সুগ্রীব

সুগ্রীবস্য সমীপে তু অঙ্গদোঽপি বিরাজ তে।
দুর্গস্য দক্ষিণে দ্বারে নলনীলৌ প্রতিষ্ঠিতৌ ॥৩১॥
সুষেণো বানরঃ শ্রেষ্ঠো নবরত্নস্য পূর্ব্বতঃ।
নবরত্নাদুত্তরে তু গবাক্ষো নাম বানরঃ ॥ ৩২ ॥
দুর্গস্য পশ্চিমে দ্বারে দধিবক্রস্তু তিষ্ঠতি।
দুর্গেশ্বরেতি নাম্নাহং তস্মিন্ দ্বারে ব্যবস্থিতঃ॥৩৩
ততঃ শতবলির্বীরস্তদগ্রে গন্ধমাদনঃ।

অধিষ্ঠিত। ৩০। সুগ্রীবের সম্মুখে অঙ্গদ বিরাজ করিতেছে। দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে নল ও নীল নামা বানরদ্বয় অধিষ্ঠিত আছে। ৩১। নবরত্নের পূর্ব্বদিকে কপিপ্রবর সুষেণ এবং নবরত্নের উত্তরে গবাক্ষ নামা বানর অবস্থিত। ৩২। দধিবক্র নামা বানর দুর্গের পশ্চিম দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে। আমি সেই দ্বারদেশে দুর্গেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত আছি। ৩৩।

ঋষভঃ শরভশ্চৈব পনসোঽপি বিরাজতে ॥৩৪॥
উত্তরে দ্বারদেশে তু রাজতে চ বিভীষণঃ ॥৩৫॥
বিভীষণস্য মহিষী সরমা নাম রাক্ষসী।
পূর্ব্বে বিভীষণস্যাপি সদা তিষ্ঠতি পূজিতা ॥৩৬॥
রক্ষণং ধর্ম্মশীলানাং ভক্ষণং দুষ্টচেতসাং।
করোতি সরমা নিত্যং কোশলায়াং
প্রহর্ষিতা ॥ ৩৭ ॥

তৎপরে বীরবর শতবলি এবং তাহার সম্মুখে গন্ধমাদন, ঋষভ, শরভ ও পনস বিরাজ করিতেছে। ৩৪। বিভীষণ উত্তর দ্বারে অধিষ্ঠিত আছেন। ৩৫। বিভীষণপত্নী সরমা পূজিতা রাক্ষসী, সর্ব্বদা পতির পূর্ব্ব দিকে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মশীলগণের রক্ষণ ও দুষ্টচেতাগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া কোশলা নগরীতে বিরাজ

ততো বিঘ্নেশ্বরো দেবঃ পূর্ব্বভাগে চ তিষ্ঠতি।
যস্য দর্শনাত্তো নৃণাং বিঘ্নলেশো ন জায়তে॥৩৮।
তস্মাৎ পূর্ব্বদিশো ভাগে বীরঃ পিণ্ডারকো বলী।
কোশলারক্ষণে দক্ষো দুষ্টতাড়নতৎপরঃ॥৩৯॥
ততঃ পূর্ব্বাদিশো ভাগে বীরস্য শুভশংসিনঃ।
স্থানং মতঙ্গজেন্দ্রস্য বর্ত্ততে নিয়তাত্মনঃ॥৪০॥

করিতেছেন। ৩৬-৩৭। সেই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে বিঘ্নেশ্বর দেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানবগণের বিঘ্নের লেশমাত্রও থাকে না। ৩৮। তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে কোশলরক্ষণে দক্ষ, দুষ্টতাড়নতৎপর, বীরবর, মহাবল পিণ্ডারক অবস্থিত। ৩৯। সেই স্থানের পূর্ব্বদিকে শুভার্থী, নিয়তাত্মা, বীরবর মতঙ্গজেন্দ্রের বসতিস্থান শোভা পাইতেছে। ৪০।

তদগ্রে সরসি স্নাত্বা পূজাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পূর্ণাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি যামবাপ্য ন শোচতি।
অযোধ্যারক্ষকো বীরঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ ॥৪১
নবরাত্রিষু পঞ্চম্যাং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ।
গন্ধপুষ্পাদিধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ বিধানতঃ ॥ ৪২
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ।

বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে সরোবরে স্নান পূর্ব্বক পূজা করিবে; ঐরূপ করিলে যাহা যাহা প্রাপ্ত হইলে আর শোক প্রাপ্ত হইতে না হয়, তাদৃশী পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ঐ বীরবর সর্ব্বকামার্থ-সিদ্ধিপ্রদ মতঙ্গজেন্দ্রই অযোধ্যারক্ষক।৪১। নবরাত্রিকালে পঞ্চমীতে তথায় সাম্বৎসরিকী যাত্রা হইয়া থাকে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা বিধানে সেই সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদের পূজা করিবে।

যং যং কামমিহেচ্ছেত তং তং কামমবাপ্নু-
যাৎ ॥ ৪৩ ॥

মঙ্গলে মঙ্গলে যাত্রা তস্য স্যাৎ প্রতি-
মাসিকী ॥ ৪৪ ॥

ততঃ পূর্ব্বদিশো ভাগে দ্বিবিদো হপি বিরাজতে ।
ঈশানকোণকে মন্দো বুদ্ধিমানবতিষ্ঠতি ।
ততো দক্ষিণদিগভাগে জাম্ববাংস্তু বিরা-
জতে ॥ ৪৫ ॥

তস্মাদ্দক্ষিণতো বীরঃ কেশরী চ বিরাজতে ।

সেই স্থানে যে যে কামনা করা যায়, সেই সেই কামনাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪১-৪৩। এই স্থানে প্রতিমাসে মঙ্গলবারে মাসিকী যাত্রা হইয়া থাকে। ৪৪। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে দ্বিবিদনামা বানর, ঈশানকোণে বুদ্ধিমান্ মন্দ ও তদ্দক্ষিণে জাম্ববান্ বিরাজ করিতেছে। ৪৫।

দুর্গভিত্তৌ সদা হেতে রক্ষাং কুর্ব্বন্তি
বানরাঃ ॥ ৪৬ ॥

রাজদ্বারে হনুমাংস্তু বায়ুপুত্রো মহাবলঃ।
মহাবীর ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥৪৭
তস্য পূজা প্রকর্ত্তব্যা নরৈর্নারীভিরেব চ ॥৪৮॥
স্থানাদ্ধনুমতশ্চাপি পূর্ব্বস্যাং দিশি বর্ত্ততে।
হনূমৎকুণ্ডমিতি তৎ খ্যাতং সর্ব্বার্থদং নৃণাং।

ঐ স্থানের দক্ষিণে বীরবর কেশরী অধিষ্ঠিত। এই সকল বানরেরা দুর্গভিত্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা রক্ষাবিধান করিতেছে।৪৬। (পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে,) মহাবল পবননন্দন হনুমান রাজদ্বারে অবস্থিত আছেন, তিনি মহাবীর ও সর্ব্বলোকপূজিত বলিয়া বিখ্যাত।৪৭। তাঁহার পূজা করা নর নারী সকলেরই কর্ত্তব্য।৪৮। হনুমানের ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ব

অঞ্জনানন্দনো যত্র বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ॥ ৪৯
মঙ্গলে মঙ্গলে দেবি যাত্রা স্যাৎ প্রতিমাসিকী।
তস্মিন্ কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্বায়ুনন্দনং।
তস্য দর্শনমাত্রেণ করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥ ৫০॥
অঞ্জনানন্দনং দেবং জানকীশোকনাশনং।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করং॥ ৫১॥

দিকে মানবগণের সর্ব্বার্থপ্রদ বিখ্যাত হনুমৎ-কুণ্ড অবস্থিত। ঐ স্থানে অঞ্জনানন্দন বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ৪৯। প্রতি মাসে প্রতি মঙ্গলবারে এই স্থানে মাসিকী যাত্রা হয়। মানব সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া পবন-নন্দনের পূজা করিবে। হনুমান্‌কে দর্শনমাত্র সর্ব্বসিদ্ধি করগত হয়। ৫০। সুধী ব্যক্তি যথাবিধানে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক "জানকীশোকনাশন, অক্ষহন্তা, লঙ্কাভয়াবহ,

ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য প্রণমেদ্দণ্ডবৎ সুধীঃ।
ধূপং দীপং চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা চৈব বিধা-
নতঃ ॥ ৫২ ॥
ততঃ প্রবিশ্য দুর্গং তু পূজয়েদ্রত্নমণ্ডপম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীঅযোধ্যামাহাত্ম্যে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬ ॥

কপীশ্বর অঞ্জনানন্দন হনুমান দেবকে বন্দনা করি" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ৫১-৫২। তদনন্তর দুর্গে প্রবেশ করিয়া রত্নমণ্ডপে, পূজা করিবে। ৫৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে।
ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভম্ ॥১॥
মহামরকতপ্রখ্যং নানারত্নৈশ্চ মণ্ডিতং।
সিংহাসনং চিত্তহরং কান্ত্যা তামিস্রনাশনম্ ॥২॥
তস্যোপরি সমাসীনং রঘুরাজং মনোহরং।

শঙ্কর কহিলেন, "রমণীয় অযোধ্যা নগরে রত্নমণ্ডপমধ্যে কল্পতরুর মূলদেশে শুভকর রত্নসিংহাসন ধ্যান করিবে। ১। ঐ সিংহাসন মরকতখচিত, নানারত্নে মণ্ডিত, চিত্তহারী এবং তদীয় কান্তিদ্বারা তামিস্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ২। কমললোচন, মনোহরমূর্ত্তি, জানকী-

ধ্যায়েৎ কমলপত্রাক্ষং জানকীসহিতং হরিং ॥৩॥
চন্দনাগুরুকর্পূরবাসিতে রত্নমণ্ডপে।
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পরমাসনে ॥ ৪ ॥
নানারত্নময়ং দিব্যে সৌবর্ণে সুমনোহরে।
তস্মিন্ বালার্কসঙ্কাশে পঙ্কজেঽষ্টদলে শুভে ॥৫॥
বীরাসনে সমাসীনং বামাঙ্কে সীতয়া সহ।
সুস্নিগ্ধং শাদ্বলশ্যামং কোটিবৈশ্বানরপ্রভম্ ॥৬॥

সমন্বিত, রঘুরাজ হরিকে সেই আসনোপরি সমাসীন চিন্তা করিবে। ৩। চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা সুবাসিত রত্নমণ্ডপমধ্যে কল্পতরুর ছায়ায় নানারত্নময়, দিব্য, মনোহর, কাঞ্চনাসনে বালার্কসঙ্কাশ অষ্টদলপদ্মাঙ্কিত শুভ বীরাসনে সমাসীন, বামাঙ্কে সীতাসমন্বিত, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, নবদূর্ব্বাদলশ্যামল, কোটিবৈশ্বানর-সন্নিভ, রামচন্দ্রকে ধ্যান করিবে। ৪—৬।

যুবানং পদ্মনয়নং কম্বুগ্রীবং মহাহনুম্।
বিশালাক্ষং সুসংরক্তং হস্তপাদতলং শুভং ॥৭॥
বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশং স্নিগ্ধোষ্ঠদ্বয়শোভিতং।
পূর্ণচন্দ্রাননং স্নিগ্ধনয়নং চারুনাসিকং ॥ ৮ ॥
করভোরুকমানীলকুন্তলং স্মিতসুন্দরং।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৯॥
হারকেয়ূরকটকৈরঙ্গুলীয়কভূষণৈঃ।

তিনি যুবা, কমললোচন, কম্বুগ্রীব, মহাহনু ও বিশালাক্ষ; তাঁহার শুভজনন হস্তপদতল রক্তবর্ণ।৭। সেই রঘুপ্রবর বন্ধুকপুষ্পসন্নিভ, স্নিগ্ধ-ওষ্ঠদ্বয়ে পরিশোভিত, পূর্ণচন্দ্রানন, স্নিগ্ধ-নেত্র ও মনোহর নাসাবিশিষ্ট।৮। তিনি মনোহর নীল কুন্তলে বিরাজিত, তেজে তরুণাদিত্য-সন্নিভ এবং কুণ্ডলযুগলে পরিশোভিত। ৯। তিনি হার, কেয়ূর, কটক, অঙ্গুলীয়ক প্রভৃতি

শ্রীবৎসকৌস্তভাভ্যাং চ বৈজয়ন্ত্যা বিভূ-
ষিতং ॥ ১০ ॥

হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং কস্তুরীতিলকাঞ্চিতং।
বরদাভয়হস্তাভ্যাং রাজমানং মনোহরম্ ॥১১॥
বামাঙ্কে সুস্থিতাং সীতাং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাং।
পদ্মাক্ষীং পদ্মবদনাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাম্ ॥১২॥
সিংহস্কন্ধস্বরূপাং চ কম্বুকণ্ঠীং সুলোচনাম্।

বিভূষণে বিভূষিত এবং শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বৈজয়ন্তী দ্বারা বিমণ্ডিত। ১০। তিনি হরিচন্দনে চর্চ্চিতাঙ্গ, কস্তুরী-তিলকে পরিশোভিত, বরদ ও অভয়দ হস্তযুগলে বিরাজমান এবং মনোহরমূর্ত্তি। ১১। রঘুবরের বামাঙ্কে সংস্থিত কাঞ্চনবর্ণা, পদ্মনয়না, কমলবদনা, নীলকুঞ্চিত-মূর্দ্ধজা সীতাকে ধ্যান করিবে। ১২। সেই জানকী সিংহস্কন্ধস্বরূপ কম্বুকণ্ঠী, সুলোচনা,

হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গীং কস্তুরীতিলকাঞ্চিতাং ॥১৩॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশাং তাটঙ্কদ্বয়মণ্ডিতাং।
আরূঢ়যৌবনাং নিত্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥১৪
পশ্চিমে লক্ষ্মণং ধ্যায়েদ্ধৃতছত্রং মহাবলং।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ বালব্যজনপাণিকৌ ॥ ১৫ ॥
অগ্রতশ্চ হনুমন্তং বদ্ধাঞ্জলিপুটং মুদা।
সুগ্রীবং জাম্ববন্তঞ্চ সুসেনং চ বিভীষণং ॥১৬॥
নীলং নলং চাঙ্গদঞ্চ ঋষভং দিক্ষু পূজয়েৎ।

হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গী, কস্তূরীতিলকে পরিশোভিতা, তরুণ-আদিত্যসন্নিভা, তাটকদ্বয়ে বিমণ্ডিতা, নবযৌবনা ও পীনোন্নতস্তনী। ১৩-১৪। রঘুবরের পশ্চিম দিকে মহাবল ছত্রধারী লক্ষ্মণকে এবং পার্শ্বদেশে বালব্যজনহস্ত ভরত-শত্রুঘ্নকে ধ্যান করিতে হয়। ১৫। সম্মুখদিকে সানন্দে পুটাঞ্জলি হনুমানকে এবং চতুর্দ্দিকে ?

বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপং ॥১৭॥
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ মৌদ্গল্যং তথা পর্ব্বতনারদৌ।
ধৃষ্টং জয়ন্তং বিজয়ং সুরাষ্ট্রং রাষ্ট্রবর্দ্ধনং ॥ ১৮ ॥
অশোকং ধর্ম্মপালঞ্চ সুমন্ত্রং চাষ্টমন্ত্রিণঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ দেবান্ সর্ব্বান্
ব্যবস্থিতান্ ॥ ১৯ ॥
বিমানস্থাংশ্চ সর্ব্বত্র হ্যাকাশে তু বিচক্ষণঃ।
এবং ধ্যাত্বা নরো ধীমান্ মন্ত্রেণানেন পূজ-
য়েৎ ॥ ২০ ॥

জাম্ববান, সুসেণ, বিভীষণ, নল, নীল, অঙ্গদ ও ঋষভকে পূজা করিবে। তৎপরে বশিষ্ঠ, বাম-, দেব, জাবালি, কাশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য পর্ব্বত, নারদ, ধৃষ্ট, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল, সুমন্ত্র ও অন্যান্য অষ্টমন্ত্রী, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, যাবতীয়

ওঁ রামায় নমো হ্যেষ তারকো ব্রহ্মরূপকঃ।
নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রাণামধিকোঽয়ং মহা-
মন্ত্রঃ ॥২১॥

অনন্তা ভগবন্মন্ত্রা নানেন সমতাং গতাঃ।
অস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্ব এব দিবং গতাঃ ॥ ২২ ॥
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পং চন্দনকং তথা।
মন্ত্রেণানেন বৈ কুর্য্যান্নত্বা স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥২৩

দেবগণ, বিমানবাসীগণ ইহাদিগকে আকাশ-মার্গে ধ্যান করিয়া ধীমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তি "ওঁ নমো রামায়" এই মন্ত্রে রঘুবরের পূজা করিবে। এই মন্ত্র তারকব্রহ্মস্বরূপ। বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে এই মহামন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৬। ২১। ভগবানের মন্ত্র অনন্ত, কিন্তু কোন মন্ত্রই এই মহামন্ত্রের সদৃশ নহে। এই মন্ত্র শ্রবণ-মাত্র স্বর্গলাভ হয় ২২ এই মন্ত্রে ধূপ, দীপ,

রাঘবেন্দ্র মহারাজ রাবণান্তক ভোঽচ্যুত।
কামাদিভিঃ পরাভূতং রক্ষ মাং শরণাগতম্। ২৪
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতাযাঃ পতয়ে নমঃ ॥২৫॥
সংপ্রাপ্য নগরীং দিব্যামভিষিক্তায় সীতয়া।
রাজেশ্বরাধিরাজায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥২৬॥

নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে। ২৩।

হে রাঘবেন্দ্র! হে মহারাজ! হে রাবণান্তক! হে অচ্যুত! আমি কামাদি রিপুগণ দ্বারা পরাভূত ও তোমার শরণাগত, আমাকে পরিত্রাণ কর। ২৪। যিনি রামভদ্র, রামচন্দ্র, বিধাতা, রঘুনাথ, অখিলের নাথ ও সীতাপতি, সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার। ২৫। যিনি দিব্য অযোধ্যানগরীতে আগমনপূর্ব্বক সীতা সহ

ব্রহ্মাদিদেবদেবায় ব্রহ্মণ্যায় মহাত্মনে।
জানকীপ্রাণনাথায় রামভদ্রায় তে নমঃ ॥২৭॥
বিভীষণশ্চ সুগ্রীবো রক্ষিতৌ শরণাগতৌ।
তথা মাং দেবদেবেশ পাদৌ তে প্রণতো-
স্ম্যহম্ ॥ ২৮ ॥
এবং স্তুতিং বিধায়াথ দত্ত্বা চ মহতীং শ্রিয়ং।

রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সেই রাজেশ্বরাধিরাজ সীতাপতিকে নমস্কার করি। ২৬। যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দেবতা, ব্রহ্মণ্যদেব, ও মহাত্মা, সেই জানকী-প্রাণবল্লভ রামভদ্র তোমাকে নমস্কার। ২৭। বিভীষণ ও সুগ্রীব শরণাগত হইলে যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ আমাকেও পরিত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! আমি ত্বদীয় পদদ্বয়ে প্রণত হইতেছি। ২৮। এই প্রকার স্তব করিয়া

প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ সর্ব্বান্ কামানবা-
প্নুয়াৎ। ২৯॥

পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নোতি তৎ কিং যদিহ
নাপ্যতে॥ ৩০॥

তস্মাদুত্তরদিগ্‌ভাগে স্থানং চৈব মনোহরং।
সীতায়া ভবনং দিব্যং নাম্না কনকমণ্ডপং॥৩১

যত্র বৈ জানকী দেবী সখীভিঃ পরিবারিতা।

ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে যাবতীয় কামনা পরিপূর্ণ হয়। ২৯। এই স্তবের প্রসাদে পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন ও মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ৩০। ঐ স্থানের উত্তর দিকে কনকমণ্ডপ নামা দিব্য মনোহর জানকীভবন বিরাজিত। ৩১। ঐ স্থানে জানকী দেবী সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থিতি করি-

তত্র গত্বা নরো ধীমান্ পূজাঞ্চৈব তু
কারয়েৎ ॥ ৩২ ॥
ধূপং দীপং চ নৈবেদ্যং মন্ত্রেণানেন কারয়েৎ।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং॥৩৩
সংপূজ্য বিধিবদ্দত্বা দানানি চ মহামতিঃ।
স্তুতিঃ প্রসন্নচিত্তেন কর্ত্তব্যা চ বিচক্ষণৈঃ ॥৩৪।
বন্দে বিদেহতনয়াপদপুণ্ডরীকং
কৈশোরসৌরভসমাহৃতযোগিচিত্তং।

তেন। ধীমান্ ব্যক্তি তথায় গমন পূর্ব্বক (সীতাদেবীর) পূজা করিবে। ৩২। "গন্ধ-দ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং ॥" এই মন্ত্রে সীতাদেবীকে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। ৩৩। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকারে বিধানে পূজা ও নানাবিধ দান করিয়া

হন্তং ত্রিতাপমনিশং মুনিহংসসেব্যং
সম্মানশালিপরিপীতপরাগপুঞ্জং ॥ ৩৫ ॥
এবং সংপূজ্য বিধিবজ্জন্মভূমিং ব্রজেন্নরঃ ॥৩৬॥
বিঘ্নেশ্বরাৎ পূর্ব্বভাগে বশিষ্ঠাচ্চোত্তরে তথা।
লোমশাৎ পশ্চিমে ভাগে জন্মস্থানন্তু তৎ
স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রসন্নচিত্তে স্তব পাঠ করিবে। ৩৪। যাহার কৈশোর-সৌরভে যোগীগণের চিত্ত সমাহৃত হয়, মুনিগণ ত্রিতাপ-বিনাশার্থ নিরন্তর যাহার সেবা করিয়া থাকেন, সম্মানশালী ব্যক্তিগণ যাহার পরাগপুঞ্জ সেবন করেন, আমি সেই বৈদেহীপাদপদ্ম বন্দনা করি। ৩৫। এই প্রকারে যথাবিধানে সীতার পূজা করিয়া তৎপরে (রামের) জন্মভূমিতে গমন করিবে।৩৬। বিঘ্নেশ্বরের পূর্ব্বে, বশিষ্ঠের উত্তরে এবং

ধনুঃ পঞ্চাশতাদূর্দ্ধং স্থানং বৈ লোমশস্থলাৎ।
বিঘ্নেশ্বরাৎ সহস্রাষ্টাবুন্মত্তাচ্চ ধনুঃ শতং।
মধ্যে তু রাজভবনং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্থলং।।৩৮।।
জন্মস্থানমিদং প্রোক্তং মোক্ষাদিফলদায়কং।।৩৯
যদ্দৃষ্ট্বা চ মনুষ্যস্য গর্ভবাসক্ষয়ো ভবেৎ।
বিনা দানেন তপসা বিনা তীর্থৈর্বিনা
মখৈঃ।। ৪০ ।।

লোমশের পশ্চিম ভাগে জন্মস্থান অবস্থিত। ৩৭। ঐ স্থান লোমশস্থল হইতে পঞ্চাশদ্ধনু, বিঘ্নেশ্বর হইতে এক সহস্র অষ্ট ও উন্মত্তস্থল হইতে শত ধনু উচ্চ। ঐ সকল স্থানের মধ্যে ব্রহ্মানির্ম্মিত রাজভবন বিরাজিত। ৩৮। ইহাই মোক্ষাদি ফলপ্রদ জন্মস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ৩৯। ঐ স্থান দর্শন করিলে বিনা দানে, বিনা তপস্যায়, বিনা

নবমীদিবসে প্রাপ্তে ব্রতধারী তু মানবঃ।
স্নানদানপ্রভাবেন মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥৪১॥
কপিলাগোসহস্রং চ যো দদাতি দিনে দিনে।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি জন্মভূমেঃ প্রদ-
শর্নাৎ ॥ ৪২ ॥
জন্মান্তরসহস্রেণ যৎপাপং সমুপার্জিতং।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি জন্মভূমেঃ প্রদ-
শর্নাৎ ॥ ৪৩ ॥

তীর্থ-সেবনে ও বিনা যজ্ঞানুষ্ঠানে মানবের গর্ভবাস ক্ষয় হইয়া যায়। ৪০। নবমী দিবসে ব্রতধারী হইয়া ঐ স্থানে স্নান ও দান করিলে তৎপ্রভাবে জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ৪১। প্রত্যহ সহস্র কপিলাদান করিলে যে ফল হয়, শ্রীরামের জন্মভূমি দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪২। সহস্র জন্মে

মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাং।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি জন্মভূমেঃ প্রদ-
র্শনাৎ॥ ৪৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ নবম্যাস্ত্বং ফলং বদ।
ব্রতস্য করণে বাপি কো বিধিস্তত্র কার্য্য তে।

যে পাপ সঞ্চিত হয়, রামচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শন করিলে সে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৩। মাতা, পিতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে মানবগণের যে ফল হয়, শ্রীরামের জন্মভূমি দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৪।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! হে যোগী-প্রবর! অধুনা নবমীর ফল কীর্ত্তন কর। নবমীব্রত করিতে হইলে কি প্রকার বিধির

প্রাপানাং প্রলয়ং কস্য চকার নবমী-
ব্রতম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ততোঽহং কথয়িষ্যামি পৃষ্টোঽস্মি চ যতস্ত্বয়া ।
যস্যাং হি জন্ম রামস্য পূর্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥৪৬॥
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাঞ্চ পুনর্ব্বসৌ ।
ততো মধ্যাহ্নসময়ে কৌশল্যা সুষুবে সুতং ॥৪৭॥

অনুষ্ঠান করিবে এবং ঐ ব্রত কোন্ ব্যক্তিরই বা পাপক্ষয় করিয়া থাকে ? ৪৫ ।

শঙ্কর কহিলেন, (হে দেবি !) তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই হেতু পূর্ণ পরমাত্মা রামচন্দ্র যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বর্ণন করিতেছি । ৪৬ । চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে মধ্যাহ্নসময়ে কৌশল্যা (রামকে) পুত্র প্রসব করিয়াছি-

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।
দিব্যাতূর্য্যাণ্যবাদ্যন্ত মুদিতা যত্র তত্র হ॥ ৪৮॥
চিন্তামণির্মণীনাং তু বৃক্ষাণাং কল্পবৃক্ষবৎ।
ব্রতানামপি সর্ব্বেষাং তথা বৈ নবমীব্রতং॥৪৯
যে কুর্ব্বন্তি ব্রতং দেবি নবমীং মুক্তিদায়িনীম্*
মহোৎসবং তথা পূজাং তেপি যান্তি পরাং
গতিং॥৫০॥

লেন। ৪৭। তখন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ গুহ্যক প্রভৃতি সকলে যথায় তথায় আনন্দিত হইয়া তূর্য্যধ্বনি করিয়াছিলেন। ৪৮। চিন্তা মণি যেমন মণিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কল্পতরু যেমন বৃক্ষমধ্যে প্রধান, সেইরূপ সমস্ত ব্রতের মধ্যে নবমীব্রতই শ্রেষ্ঠ। ৪৯। হে দেবি! যাহারা মুক্তিদায়িনী নবমীব্রত আচরণ করে, এবং তদুপলক্ষে মহোৎসব ও পূজার অনুষ্ঠান

সুরানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সাধুনাং রক্ষণায় চ।
বধার্থং যাতুধানানামবতীর্ণঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ৫১॥
চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্ব্বস্বক্ষ যুক্তা সা তিথিঃ স্যাৎ সর্ব্বকামদা॥৫২॥
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা সূর্য্যকোটীশতাধিকা॥৫৩॥
চৈত্রে শুক্লা তু নবমী পুনর্ব্বসুযুতা যদি।

করে, তাহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ৫০। হরি স্বয়ং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ, সাধুকুলের রক্ষণার্থ ও রাক্ষসগণের বধার্থ (রামরূপে) ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৫১। ভগবান্ হরি স্বয়ং চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তা তিথি সর্ব্বকামপ্রদা বলিয়া অভিহিতা। ৫২। শ্রীরামনবমী কোটিশত সূর্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। ৫৩। যদি চৈত্রমাসের

তস্মিন্দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিত
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদ্ভবক্ষয়-
কারকং ॥ ৫৪

উপোষণং জাগরণং রামমুদ্দিশ্য তর্পণং।
তস্মিন্দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভ
প্সুভিঃ ॥৫৫॥

রাম এবং পরঃ ব্রহ্ম তদ্দিনং রামতোষকং।

শুক্লপক্ষীয়া নবমী তিথি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মহাপুণ্যাহে ভক্তিসহকারে শ্রীরামের উদ্দেশে যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, তাহাই ভববন্ধন বিনাশ করে। ৫৪। যাহাঁরা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনা করেন, ঐ দিনে শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া উপবাস, জাগর ও তর্পণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ৫৫। শ্রীরামই পরম ব্রহ্ম এবং উক্ত দিন রামতোষক

উপোষণং জাগরণং তস্মাৎ কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ ॥৫৬॥
যস্তু রামনবম্যাং হি ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৭॥
যস্তু রামনবম্যাং বৈ নিয়তস্তর্পয়েৎ পিতৄন্।
স নরস্তৎক্ষণাদ্দেবি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥৫৮॥
যৈস্তু রামনবম্যাং হি দত্তা বিত্তানুসারতঃ।
যৎকিঞ্চিদপি তৎ সর্ব্বং মহাদানসমং ভবেৎ ॥৫৯॥

প্রীতিকর, এই হেতু সেই দিনে উপবাস ও জাগরণ করিতে হয়। ৫৬। যে মূঢ়মতি মোহ-বশে শ্রীরামনবমীতে আহার করে, সে ভীষণ কুম্ভীপাক নরকে পচ্যমান হয় সন্দেহ নাই। ৫৭। হে দেবি! যিনি রামনবমীতে নিয়ত হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, তাঁহার পিতৃকুল তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর পরম পদে গমন করে। ৫৮। রামনবমী-দিনে সম্পত্তি অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ

ধন্যো লোকে ব্রতপরো রামনামপরায়ণঃ।
তিথির্ধন্যা চ নবমী যস্যাং জাতো হরিঃ
স্বয়ম্ ॥৬০॥
যে নবমীব্রতপরা মহোৎসবরতাশ্চ যে।
গতিং ভাগবতীং যান্তি চাক্ষয়াং সুর-
সেবিতাং। ৬১॥
যস্তু রামনবম্যাং বৈ কুর্য্যাদ্রামব্রতং যদি।

দান করিলেও তাহা মহাদানের সদৃশ হয়।৫৯। রামনামপরায়ণ ব্রতী লোকই জগতীতলে ধন্য এবং যে দিনে হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নবমী তিথিই ধন্যা। ৬০। যে সকল ব্যক্তি নবমীব্রতপরায়ণ হইয়া তদ্দিনে মহোৎ-সবে নিরত থাকে, তাহারা সুর-সেবিত অক্ষয়া ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়। ৬১। যে ব্যক্তি রামনবমী-দিনে রামব্রতের অনুষ্ঠান করে,

তুলাপুরুষদানাদিফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৬২॥
সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে মহাদানৈঃ কৃতৈর্হুতৈঃ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শ্রীরামনবমীব্রতাৎ ॥৬২॥
কুর্য্যাদ্রামনবম্যাং বৈ উপবাসমতন্দ্রিতঃ।
মাতুর্গর্ভমবাপ্নোতি নৈব রামো ভবেৎ স্বয়ং॥৬৪॥
বিষ্ণুপরায়ণাশ্চৈব রামপ্রাণসমাঃ স্মৃতাঃ ॥৬৫॥

সে তুলাপুরুষদানাদির ফল প্রাপ্ত হয়।৬২। সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে মহাদান ও হোম করিলে যে ফল হয়, রামনবমী-ব্রত করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। ৬৩। রামনবমী-দিনে অতন্দ্রিত হইয়া উপবাস করিলে তাহাকে আর জননীগর্ভে উৎপন্ন হইতে হয় না, সে ব্যক্তি রামসদৃশ হইয়া থাকে। ৬৪। বিষ্ণু-পরায়ণ ব্যক্তিরাই শ্রীরামের প্রাণসম প্রিয়তম তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৫। বিষ্ণু

নবমী চাষ্টমীযুক্তা বর্জ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং তু দশম্যাং চৈব পারণম্ ॥৬৬॥
ইতি শ্রীঅযোধ্যামাহাত্ম্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

পরায়ণ ব্যক্তিরা অষ্টমীযুক্তা নবমী পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ অষ্টমীযুক্তা নবমীতে উপবাসাদি করিবে না। নবমীতে উপবাস করিয়া দশম-দিনে পারণ করিতে হয়। ৬৬।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

জন্মস্থানং নরঃ প্রাপ্য কুর্য্যাদ্রামস্য পূজনং।
সৌবর্ণং রাজতং বাপি কারয়েদ্রঘুনন্দনম্ ॥১॥
মাতুরঙ্কশয়ং রামমিন্দ্রনীলমণিপ্রভং।
কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষং বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতং ॥২॥
ভানুকোটি-প্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতং।

শঙ্কর কহিলেন, রঘুনাথের জন্মস্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতে হয়। সুবর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা রঘুনন্দনের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে ।১। তাঁহাকে মাতৃক্রোড়শায়ী, ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ, কোমলাঙ্গ, বিশালনয়ন, বিদ্যুৎ-বর্ণ-অম্বরধারী, সূর্য্যকোটিসন্নিভ, কিরীট-

মুক্তগ্রৈবেয়কেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতং ॥ ৩ ॥
রত্নকাঞ্চনমঞ্জীরকটিসূত্রৈরলঙ্কৃতং । ॥ ৪ ॥
সৌবর্ণে রাজতে বাপি স্থাপয়েদ্রঘুনন্দনম্ ।
অলাভে বিল্বপীঠে বা স্থাপয়েদ্রঘুনন্দনম্ ॥৫॥
বস্ত্রদ্বয়সমাযুক্তং দিব্যরত্নবিভূষিতম্ ।
অত্র শক্তিসমাযুক্তন্দেবেশং পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৬

মণ্ডিত, রত্নবলয় গ্রৈবেয় কেয়ূর ও কুণ্ডলে মণ্ডিত, রত্নকাঞ্চন-মঞ্জীর ও কটি সূত্রে অলঙ্কৃত, শ্রীবৎস-কৌস্তুভবক্ষা ও মুক্তাহারে সুশোভিত করিবে। ২-৪। সৌবর্ণ বা রাজতপাত্রে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পরমাত্মাকে স্থাপন করিতে হয়; তাহার অভাবে বিল্বপীঠে স্থাপন করিবে। ৫। এই দেবদেবেশ্বর রামকে বস্ত্রদ্বয়সমন্বিত, দিব্য-রত্ন-বিভূষিত ও শক্তিসংযুক্ত করিয়া ক্রমে

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য নমঃ শব্দং ততো বদেৎ।
ভগবৎপদমাভাষ্য বাসুদেবায় ইত্যপি ॥ ৭ ॥
ইতি মন্ত্রেণ তন্মধ্যে কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং পুনঃ।
এবং সংপূজয়েৎ পীঠদেবানাবাহ্য পূজয়েৎ।৮॥
অর্ঘ্যাদি ধূপদীপং তাম্বুপচারান্বিধায় চ।
ততোহনুজ্ঞাপ্য দেবেশং পরিবারাংশ্চ
পূজয়েৎ ॥ ৯ ॥

পূজা করিবে। ৬। প্রথমে প্রণব, তৎপরে নমঃশব্দ, তদনন্তর 'ভগবতে' অবশেষে 'বাসুদেবায়' বলিয়া অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয়। তৎপরে সেই ষট্‌কোণমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া পীঠদেবতা-গণকে আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে।৭-৮। অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, উপচার প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক

প্রথমং ষট্‌স্থ কোণেষু হৃদয়াদীনি ষট্ ক্রমাৎ।
মূলমন্ত্রেণ কর্ত্তব্যা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥১০॥
ইন্দ্রাদীন্‌ লোকপালাংশ্চ বসিষ্ঠাদিমুনীনপি।
সর্ব্বদিক্‌পালমন্ত্রেণ পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥১১॥
অশোককুসুমৈর্যুক্তমর্ঘ্যং দেবায় চার্পয়েৎ।
দশাননবধার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ১২ ॥
দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।

দেবেশ্বরের অনুজ্ঞা লইয়া পরিবারদেবগণের পূজা করিতে হয়। ৯। প্রথমতঃ ষট্ কোণে হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা ষোড়শোপচার প্রদান করিবে। ১০। পরে ভক্তিমান্ হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বসিষ্ঠাদি মুনিগণকে দিক্‌পালমন্ত্রে পূজা করিবে। ১১। শ্রীরামচন্দ্রকে অশোককুসুমযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। "রাম রাবণবধার্থ, ধর্ম্মস্থাপনার্থ,

পরিত্রাণায় সাধূনাং জাতো রামঃ স্বয়ং
হরিঃ ॥১৩॥
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ।
প্রতিযামং বিশেষেণ অর্চ্চয়েদ্রঘুনন্দনম্ ॥ ১৪ ॥
পুরাণৈস্তোত্রপাঠৈশ্চ বেদপারায়ণেন চ।
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ রাত্রিশেষং ব্যপোহ্য
চ ॥১৫॥

দানবনাশার্থ, দৈত্যবধার্থ এবং সাধুকুলের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে অনঘ! ভ্রাতৃগণের সহিত মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর'। এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। বিশেষতঃ প্রতি প্রহরে প্রহরে রামচন্দ্রের পূজা করিতে হয়। ১২-১৪। অনন্তর পুরাণ পাঠ, স্তোত্রপাঠ, বেদপারায়ণ, নৃত্য-গীত ও বাদ্য দ্বারা রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত

প্রাতঃ স্নাত্বা চ সাবিত্রীং জপ্ত্বা সন্ধ্যামুপা-
সয়েৎ।
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ দেবেশং মনসা স্মরেৎ ॥১৬॥
দেবদেবং প্রণম্যাথ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ সুধীঃ।
নবম্যাং পূজনং তুভ্যং রামস্যোদাহৃতং ময়া।
মাহাত্ম্যং কথয়িষ্যামি সেতিহাসং পুরা-
তনম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়া প্রাতঃস্নান ও সাবিত্রীজপ পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করিবে এবং ষড়ক্ষর মন্ত্রে দেবদেব রামকে স্মরণ করিবে। ১৫-১৬। অনন্তর সুধী ব্যক্তি দেবদেব রামকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ১৭। হে দেবি! নবমীতিথিতে যে রামচন্দ্রের পূজা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; তন্মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি। ১৮।

মরুকান্তারদেশে চ বভূবুঃ পঞ্চপাপিনঃ।
একস্তু তৈলকারো হি লুম্পকেতি চ কথ্যতে।
তন্তুবায়ো দ্বিতীয়স্তু নাম্না শঙ্কুরিতি স্মৃতঃ ॥১৯॥
তৃতীয়স্তু নটো নাম্না লুণ্ঠকোসাবুদাহৃতঃ।
চতুর্থো ধীবরো দুষ্টো নাম্না লোকেষু জন্তুহা ॥২০
পঞ্চমঃ কুম্ভকারস্তু ধর্ম্মহেতি প্রথামগাৎ।
পঞ্চগ্রামেষু পঞ্চানামেকত্র স্থিতিরম্বভূৎ ॥২১॥
তৈলকারগণো দোঃষো বভূব তৈলপীড়নে।

(পূর্ব্বে) মরুকান্তার দেশে পাঁচটী পাপী বাস করিত;—প্রথম লুম্পক নামা তৈলকার, দ্বিতীয় শঙ্কু নামা তন্তুবায়, তৃতীয় নট-নামা লুণ্ঠক, চতুর্থ জন্তুহা নামক দুষ্ট ধীবর এবং পঞ্চম ধর্ম্মহা নামক কুম্ভকার। পঞ্চগ্রামে পাঁচ জনের বাস হইলেও সর্ব্বদা তাহাদিগের একত্রে অবস্থান ছিল।১৯-২১। তৈলকার পীড়ন

ইতি দোষশ্চরৈর্জ্জ্ঞাত্বা রাজ্ঞা গ্রামাদ্বহিঃ-
কৃতঃ ॥২২॥
তন্তুকারস্তু ভার্য্যায়ামনুজস্যৈব সঙ্গকৃৎ।
নটশ্চ পথিকান্ সর্ব্বান্ সদা লুণ্ঠতি কাননে ॥২৩॥
ধনুর্ব্বাণধরঃ পাপী তন্তুকারগৃহে স্থিতঃ।
নৃপতিস্তৌ গৃহীত্বা চ যষ্টিঘাতানকারয়ৎ ॥২৪॥

কালে তৈলমধ্যে (অন্যদ্রব্যমিশ্রণাদি) কোনরূপ দোষ করাতে নরপতি চর-প্রমুখাৎ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। ২২। তন্তুবায় তদীয় অনুজ-পত্নীর সহিত সহবাস করিয়াছিল এবং নট সর্ব্বদা কাননমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পথিক-দিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ২৩। সেই দুষ্ট ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তন্তুবায়-গৃহেই অবস্থান করিত। নৃপতি তাহাদিগের উভয়কে ধৃত

ধীবরঃ কুম্ভকারশ্চ সদা চৌর্য্যপরায়ণৌ।
রাজলোকৈর্গৃহীতৌ চ কদাচিচ্চৌর্য্যকর্ম্মণি॥২৫॥
বদ্ধা নীতৌ নৃপস্যাগ্রে পাপিনৌ পরতাপিনৌ।
বিনতাত্মেতি রাজর্ষির্দেহভঙ্গং ন চাকরোৎ॥২৬॥
এব রাজ্ঞাং পরো ধর্ম্মশ্চৌরাণাং মারণং তু যৎ।
জ্ঞানিনাঞ্চ মতে নৈব তস্মাদ্রাজ্ঞা বিমো-
চিতৌ॥ ২৭॥

করিয়া মুষ্টিপ্রহার করিলেন। ২৪। ধীবর ও কুম্ভকার সর্ব্বদা চৌর্য্যকর্ম্মে নিরত থাকিত একদা চৌর্য্যবৃত্তিকালে রাজানুচরেরা সেই পরোপতাপী পাপীদিগকে বন্ধন করিয়া নৃপতির সমুখে উপনীত হইল। কিন্তু বিনতাত্ম নরপতি তাহাদিগের দেহভঙ্গ (বিনাশসাধন) করিলেন না। ২৫-২৬। চৌরগণের বিনাশ-সাধনই রাজার ধর্ম্ম, কিন্তু জ্ঞানীগণের মতে

দেহভেদেন যো দণ্ডঃ কর্ত্তব্যো বিদ্বষা ন হি।
বপনং দ্রবিণাদানং দেশান্নির্যাপনং তথা ॥২৮॥
এষো হি সর্ব্বদুষ্টানাং বধো নান্যোস্তি
দৈহিকঃ ॥২৯॥
তৈলকারস্তন্তকারো নটশ্চ কুম্ভকারকঃ।
ধীবরোপি মহাপাপী পঞ্চানাং মেলনং বনে।

তাহা নহে; সুতরাং রাজা তাহাদিগের প্রাণ-দণ্ড না করিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন। ২৭। বিদ্বান্ ব্যক্তি দেহভেদরূপ দণ্ড প্রদান করেন না, মস্তকমুণ্ডন, সবলে সর্ব্বস্ব গ্রহণ, দেশ হইতে নির্ব্বাসন, দুষ্টগণের প্রতি এইরূপই শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন; ইহাই তাহাদিগের পক্ষে বধতুল্য, জ্ঞানীরা দৈহিকবধ করেন না।২৯। উহারা ক্রমে রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে দৈবাৎ বনমধ্যে তৈলকার, তন্তুবায়, নট

বভূব পাপিনাং বৈবাদ্ধিংস্রানাং পর-
তাপিনাং ॥ ৩০ ॥
গ্রামমাগত্য পঞ্চৈতে চৌর্য্যং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
মুষিত্বা দ্রব্যমুরুচ পলায়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৯ ॥
গ্রামান্তরং পুনর্গত্বা তত্র চৌর্য্যং চ চক্রিরে।
তস্মিন্ দেশে চ যে গ্রামা লুণ্ঠিতাশ্চৈব
পাপিভিঃ ॥৩২॥

কুম্ভকার, মহাপাপী ধীবর এই পাঁচটি হিংস্র পরোপতাপীর একত্র মিলন হইল। ৩০। তাহারা প্রত্যহ গ্রামমধ্যে আগমন পূর্ব্বক চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যহ নানাবিধ দ্রব্য হরণ পূর্ব্বক পুনরায় পলায়ন করিত। ৩১। তাহারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন পূর্ব্বক চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই প্রদেশে যে

মুষিত্বা বহুলং দ্রব্যং বেশ্যাভোগপরায়ণাঃ।
মদ্যপানরতাশ্চৈব মাংসাহারোপজীবিনঃ॥৩৩॥
গোবিপ্রসুরসাধূনাং সদা নিন্দাপরায়ণাঃ।
এবং তে পাপিনো রাজ্ঞা স্বদেশাচ্চ নিরা-
কৃতাঃ॥ ৩৪॥
রাজ্ঞা নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে দুঃখিতাস্তে তদাভবন্।

সকল গ্রাম ছিল, পাপীগণকর্ত্তৃক তৎসমস্তই লুণ্ঠিত হইল। ৩২। তাহারা নানাবিধ দ্রব্য হরণ পূর্ব্বক বেশ্যা-সম্ভোগে আসক্ত ও মদ্য-পানরত হইয়া মাংসাহার পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ৩৩। তাহারা সর্ব্বদা গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধুগণের নিন্দাবাদ করিত। (কালসহকারে) সেই সকল পাপীগণ নৃপতি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। ৩৪। নরপতি কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়

দেশাদ্দেশান্তরং গত্বা ন পুনঃ শর্ম্ম লেভিরে ॥৩৫॥
কিং কুর্ম্মোথ ক্ব গচ্ছামো জল্পন্তশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
ভ্রমন্ত এব তে সর্ব্বে নানাদেশে চ পামরাঃ ॥৩৬॥
চক্রুরেনাংসি তে সর্ব্বে লোকে নানাবিধানি চ।
পাপেন দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মুহুর্গ্লানিং চ
লেভিরে ॥ ৩৭ ॥
মধুমাসে মহাপুণ্যে নবম্যাং রামজন্মনি।

তাহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইল এবং এক-দেশ হইতে দেশান্তরে যাইয়াও শান্তি লাভে সমর্থ হইল না। ৩৫। সেই সকল পামরগণ "কি করি? কোথায় যাই?" পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে বলিতে নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৩৬। তাহারা জগতীতলে নানাবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পাপবশে দুঃখিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ গ্লানি প্রাপ্ত হইতে

স্নানার্থং তু জনাঃ সর্ব্বে চেন্দ্রপ্রস্থাৎ
প্রচেলিরে ॥ ৩৮ ॥
তেষাং সঙ্গস্তু তেষাং বৈ চৌরাণামভিলুম্পতাম্।
এবং বিচার্য্য তে চৌরাঃ করিষ্যামোত্র চৌর-
তাম্ ॥৩৯॥
পৃষ্টাশ্চ পথিকৈঃ পঞ্চ হ্যাত্মানং তু ব্রুবন্ত নঃ ॥৪০॥

থাকিল। ৩৭। অনন্তর চৈত্রমাসে নবমী তিথিতে শ্রীরামের জন্মদিনে বহুসংখ্যক লোক সরযূতে স্নানার্থ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিল।৩৮। তাহাদিগের সহিত সেই সমস্ত লোভী চৌরগণের মিলন হইল। চোরগণ মনে মনে স্থির করিল, আমরা ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদিগেরই দ্রব্যাদি হরণ করিব। ৩৯। তখন পথিকগণ সেই চোর-পঞ্চককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে, আমাদিগের নিকট বল।৪০।

চৌরা ঊচুঃ।

বয়ং চ যাত্রিণঃ সর্ব্বে মরুকান্তারবাসিনঃ।
তীর্থযাত্রাং করিষ্যামো ভবতাং সঙ্গমে বয়ম্॥৪১॥
তেষামিতীরিতং বাক্যং কিঞ্চিন্নোচুশ্চ তে
জনাঃ।
অযোধ্যাং চাগতাস্তে তু নরাঃ সুকৃতিনঃ প্রিয়ে
চৌর্য্যস্যাবসরস্তেষু নাভবৎ পাপকর্ম্মিণাম্॥৪২॥

চৌরগণ কহিল, আমরা মরুকান্তারবাসী যাত্রী। আমরা আপনাদিগের সহিত একত্র হইয়া তীর্থযাত্রা করিব। হে প্রিয়ে! সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ চৌরদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তাঁহারা ক্রমে অযোধ্যা নগরীতে সমাগত হইলেন। ইতিমধ্যে পাপকর্ম্মাদিগের চৌর্য্যকার্য্যে অবসর ঘটিয়া উঠিল না। ৪১-৪২।

পলায্য ত্ব যোধ্যায়াঃ পূর্ব্বদ্বারে সমাবযুঃ।
অযোধ্যায়াং তু যে বিঘ্না মূর্ত্তিমন্তস্ত তে
সদা ॥ ৪৩॥
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভস্তু দম্ভ স্তম্ভোহথ মৎসরঃ।
নিদ্রা তন্দ্রা তথালস্যং পৈশুন্যমিতি তে
দশ ॥ ৪৪ ॥
হস্তে দণ্ডং গৃহীত্বা তু মূর্ত্তিমন্তো বিদুদ্রুবুঃ।

তাহারা অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বদ্বারে উপনীত হইল। অযোধ্যায় (পাপীগণকে দূরীকরণার্থ) যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহারা সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থান করে। ৪৩
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য ও পৈশুন্য এই দশ-সংখ্য বিঘ্ন হস্তে দণ্ডধারণ পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ হইয়া চোরগণকে পুরী প্রবেশে অবরোধ

বাধ্যমানাংশ্চ তান্ দৃষ্টা দয়াযুক্তোঽব্রবীন্মুনিঃ॥৪৫॥
অসিতো নাম মেধাবী নিষিদ্ধাথ চাগতাৎ।
ভবিষ্যতি মহাপুণ্যং যুষ্মাকং পাপিতারণে॥৪৬॥
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং ন বিঘ্নং তে চাচক্রিরে।
তস্মিন্নবসরে চৌরা অসিতং বাক্যমব্রুবন্॥৪৭॥

চৌরা উচুঃ।

ভগবন্ কে নিষিদ্ধান্তে যেঽস্মাকং রোধনে রতাঃ

করিল।--তদ্দর্শনে অসিত নামা মেধাবী মুনি দয়াপরবশ হইয়া বিঘ্নগণকে কহিলেন, পাপীগণকে পরিত্রাণ করিলে তোমাদিগের মহাপুণ্য সঞ্চার হইবে। ৪৪-৪৬। ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা আর কোনরূপ বিঘ্নাচরণ করিল না। ইত্যবসরে চৌরগণ অসিতকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। ৪৭।

চৌরগণ কহিল, হে ভগবন্! যাহারা

সংশয়ং ছিন্ধি নো ব্রহ্মংস্তভ্যং বিপ্র নমো

নমঃ ॥৪৮॥

অসিত উবাচ।

সভাগ্যাশ্চ ভবন্তো হি যেষামাগমনং ত্বিহ।

এতে বিঘ্না অযোধ্যায়াং বার্য্যন্তে হি

নরাধমান্ ॥ ৪৯ ॥

আমাদিগকে অবরোধ করিতেছিল এবং আপনা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইল, তাহারা কে? হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের সন্দেহ নিবারণ করুন্। হে দ্বিজ! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। ৪৮।

অসিত কহিলেন, যখন এই স্থানে তোমা-দিগের আগমন হইয়াছে, তখন তোমরা ভাগ্যবান্। এই বিঘ্নগণ নিরন্তর অযোধ্যায় অবস্থান পূর্ব্বক নরাধম ব্যক্তিকে এস্থানে প্রবেশ

ময়া নিবারিতাঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা যুষ্মান্ পুনর্গতাঃ।
বিধিপূর্ব্বমযোধ্যায়াং যাত্রাং কুরুত সত্তমাঃ ॥৫০
তীর্থযাত্রাপ্রভাবেণ পাপরাশির্ব্বিনশ্যতি ॥৫১॥

চৌরা উচুঃ ।

কেন বৈ বিধিনা ব্রহ্মংস্তীর্থযাত্রাং চরেমহি ।
যেন পাপা বয়ং সর্ব্বে ব্রজিষ্যামোমরাবতীম্ ॥৫২॥

করিতে অবরোধ করে। ৪৯। মৎকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াই উহারা তোমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ প্রস্থান করিল। হে সত্তমগণ! তোমরা বিধানে এই অযোধ্যায় যাত্রার উদ্‌যোগ কর। ৫০। তীর্থযাত্রা-প্রভাবে পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৫১।

চৌরগণ কহিল, হে ব্রহ্মন্! আমরা কিরূপ বিধানে তীর্থ-যাত্রা করিব? আমরা পাপিষ্ঠ হইয়া কিরূপে অমরাবতী প্রাপ্ত হইতে পারি? ৫২।

অসিত উবাচ।

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ ।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৫৩॥
পাপং ন কুরুতে যস্তু বাঙ্মনোভ্যাং জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ ।
যথাশক্ত্যা চ দানেন স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৫৪॥
স্বর্গদ্বারং সমাসাদ্য গমনং কারয়েদ্‌ব্রতী ।
স্নাত্বা ব্রজেত্তু রামস্য জন্মস্থানং বিশেষতঃ ॥৫৫॥

অসিত কহিলেন, যাহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত এবং যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে ।৫৩। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বাক্য ও মন দ্বারাও পাপাচরণ না করে এবং যথাশক্তি দান করে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়। ৫৪। ব্রতী ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া স্নান

গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ গুরুস্ত্রীগমনং তথা।
দেবৈরেতৈস্তথাপ্যন্যৈর্ব্বিমুক্তো জায়তে
ক্ষণাৎ ॥ ৫৬॥

মধুমাসে সিতে পক্ষে নবম্যাং রামজন্মনি।
সমাগতা নরাঃ সর্ব্বে দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
জন্মস্থানং হি পশ্যন্তি স্নাত্বা শ্রীসরযূজলে ॥৫৭॥
ভবদ্ভিঃ ক্রিয়তাং যাত্রা পাপনির্ন্নাশহেতবে।

পূর্ব্বক শ্রীরামের জন্মভূমিতে গমন করিবে।৫৫। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি ক্ষণকালমধ্যে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুদারাগমন প্রভৃতি ও অন্যান্য পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ৫৬। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি সকলে। চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে শ্রীরামের জন্মদিনে এই স্থানে সমাগত হইয়া সরযূ-সলিলে স্নান-পূর্ব্বক রামের জন্মভূমি দর্শন করিয়া থাকেন।৫৭

অগ্রে গচ্ছন্তু পশ্যন্তু হ্যাশ্চর্য্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥৫৮॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে যোগী নাম্নাসাবসিতো মুনিঃ।
নগরং বিবিশুস্তে চ পঞ্চ চৌরাশ্চ হর্ষিতাঃ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীঅযোধ্যামাহাত্ম্যে অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮॥

অতএব তোমরা পাপ-নাশার্থ যাত্রা কর। প্রথমতঃ গমন পূর্ব্বক পরমাদ্ভুত আশ্চর্য্য দর্শন কর। ৫৮।

শঙ্কর কহিলেন, অসিত নামা যোগীপ্রবর, এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। চৌরপঞ্চও হৃষ্ট হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। ৫৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

—:•:—

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

অযোধ্যায়াস্তদা মূর্ত্তিং দদৃশুশ্চাগ্রতস্ত তে।
শুক্লাম্বরধরা দেবী সখীভিঃ পরিবারিতা ॥১॥
দিব্যমালাঞ্চ সা কণ্ঠে বিভ্রতী সুমনোহরা।
শঙ্খচক্রধরা দেবী দিব্যচন্দনভূষিতা ॥২॥
রামপ্রিয়া পুরী চাদ্যা বিবুধৈঃ সেবিতা সদা।

শঙ্কর কহিলেন, অনন্তর সেই চৌরগণ সম্মুখে অযোধ্যাদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিল। তিনি শুক্লাম্বরধারিণী, সখীগণে পরিবেষ্টিতা, কণ্ঠদেশে দিব্যমাল্যধারিণী, সুমনোহরা, শঙ্খ-চক্রগদাধারিণী ও দিব্য চন্দনে বিভূষিতা। ১-২। এই আদ্যা রামপ্রিয়া পুরী সর্ব্বদা বিবুধগণ

বসিষ্ঠবামদেবাদ্যৈর্ম্মুনিবৃন্দৈশ্চ শোভিতা ॥৩॥
ঈদৃশী বিমলা দৃষ্টা চৌরৈশ্চ নগনন্দিনি।
যথা পাপৈঃ পুরী দৃষ্টা তথা নান্যৈশ্চ
যাত্রিভিঃ ॥ ৪ ॥
অসিতস্য মুনেঃ সঙ্গাত্তথা তস্য বরেণ চ।
অযোধ্যাদর্শনং চক্রুর্লেভিরে পরমাং মুদং ॥৫॥
পাপৈর্ন যোধ্যতে যস্মাত্তেনাঽযোধ্যেতি
কথ্যতে।

কর্ত্তৃক সেবিতা এবং বসিষ্ঠ ও বামদেবাদি-মুনিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিশোভিতা। ৩। হে নগ-নন্দিনি! চৌরগণ ঈদৃশী সেই বিমলা পুরী দর্শন করিল। তাহারা পাপী হইয়াও যেরূপে পুরী-মূর্ত্তি দর্শন করিল, অন্য যাত্রীগণ সেরূপ নেত্রগোচর করিতে সমর্থ হইল না। ৪। অসিত মুনির সংসর্গ ও তৎপ্রদত্ত বরপ্রসাদেই তাহারা

যথার্থং তস্য শব্দস্য কথয়িষ্যামি পার্ব্বতি ॥৬।
দৃষ্ট্বা পাপানি চৌরাণাং গদামুদ্যম্য সা পুরী।
দুদ্রাব পশ্যতাং তেষাং চৌরাণাং সম্মুখে তথা ॥ ৭ ॥
ভয়ং তু লেভিরে চৌরা অস্মান্ কিং হনিষ্যতি।
চৌরদেহাদ্বিনিঃসৃত্য পাপানাং পাপবিগ্রহাঃ ॥৮

অযোধ্যা দর্শন ও পরম আনন্দ লাভ করিল।৫
পাপ কর্তৃক যোধ্যমান নহে অর্থাৎ পাপ যুদ্ধ করিতে বা অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না, এই জন্যই অযোধ্যা নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! অযোধ্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ৬। অনন্তর অযোধ্যাপুরী চৌরগণের পাপরাশি দর্শন পূর্ব্বক গদা উত্তোলন করিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই ধাবমান হইলেন। ৭। "আমাদিগকে

নীলবস্ত্রাঃ করালাস্যাস্তথা বৈ নিম্ননাসিকাঃ।
লৌহভূষণসর্ব্বাঙ্গাস্তথা রক্তশিরোরুহাঃ ॥৯॥
হস্তেন রহিতাঃ কেচিৎ পদ্ভ্যাং কেচিদ্বিব-
র্জ্জিতাঃ।
নেত্রহীনাস্তথা কেচিৎ কুব্জাঃ কাণাস্তথা-
ঽপরে ॥ ১০ ॥
ভয়ঙ্করাস্তথা চান্যে কুষ্ঠিনশ্চ তথাঽপরে।

কি মারিবে?” এই আশঙ্কায় চৌরগণ অতীব ভীতি প্রাপ্ত হইল। তখন পাপী-সমূহের পাপ-মূর্ত্তি-সকলও চৌরগণের দেহ হইতে বিনিক্রান্ত হইল।৮। তাহারা নীলাম্বরধারী, বিকটাস্য, নিম্ননাসিক, লৌহময় বিভূষণে বিভূষিত ও রক্তবর্ণ-কেশ-বিশিষ্ট।৯। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হস্তশূন্য, কেহ বা, পদহীন, কেহ নেত্রহীন, কেহ কুব্জ, কেহ কাণ

নানাবেশধরাশ্চান্যে পাপানাং পাপবিগ্রহাঃ॥১১॥
উদ্যতায়ুধদোর্দ্দণ্ডাঃ সত্যায়াঃ সম্মুখং গতাঃ।
অযোধ্যাপি মহাবীর্য্যা যথানাম্নী তথা গুণা॥১২॥
তাড়িতাঃ সত্যয়া সর্ব্বে গদয়া ভীমবেগয়া।
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে পুরস্তস্যা ন তস্থিরে॥১৩॥
তস্থুর্ব্বহিশ্চ সত্যায়াঃ সমেত্যাশ্বত্থবৃক্ষকে।

কেহ কেহ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও কেহ কেহ কুষ্ঠরোগী। সেই সকল নানাবেশধারী দোর্দ্দণ্ড পাপমূর্ত্তিরা আয়ুধ উত্তোলন পূর্ব্বক সত্যার (অযোধ্যার) সম্মুখীন হইল। মহাবীর্য্যা অযোধ্যা যেরূপ নামধারিণী, গুণেও সেইরূপ গুণবতী। ১০-১২ তখন সত্যা ভীমবেগ গদাদ্বারা সেই পাপগণকে তাড়িত করিলে তাহারা পলায়নপরায়ণ হইল আর অযোধ্যার সম্মুখে প্রতীক্ষা করিল না। ৩ তাহারা সকলে অযোধ্যাপুরীর বহির্ভাগে

স্কন্দস্তো ভৈরবং নাদং যেন লোকা বিসি-
স্মিরে ॥ ১৪ ॥

পুর্য্যাং চাকাতিতাশ্চৌরাঃ স্বর্গদ্বারং সমাযযুঃ।
যস্মিন্ দিনে সমাগাশ্চৌরা নবমী মধুমাসিকী ॥১৫
স্নাত্বা তু সারযূবারি জন্মস্থানং তু তে গতাঃ।
তদ্দিনে রামচন্দ্রস্য জন্মভূমেঃ প্রদর্শনাৎ।
পাপমুক্তাস্ততা সর্ব্বে হ্যভূঃ পঞ্চপাপিনঃ ॥১৬॥

আগমন পূর্ব্বক অশ্বত্থবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং ভৈরবনাদে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকলেই বিস্ময়াপন্ন হই-লেন।১৪। এদিকে চৌরগণ অযোধ্যা নগরী দর্শন পূর্ব্বক স্বর্গদ্বারে উপনীত হইল। তাহারা যে সময়ে ঐ স্থানে সমাগত হইল, সেইদিন চৈত্র-মাসীয়া শ্রীরামনবমী তিথি। ১৫। তাহারা সরযূজলে স্নান করিয়া রামের জন্মভূমিতে

তস্মিন্ কালে তু চাহূতশ্চিত্রগুপ্তো যমেন বৈ।
কর্ণে প্রোবাচ গুহ্যং চ চৌরাণাং সুখহেতবে॥১৭॥

যম উবাচ।

ক্ষম্যতামপরাধস্তু যন্ময়া প্রোচ্যতেঽধুনা॥১৮॥
ক্রিয়তাং ভবতা চাদ্য চৌরাণাং পাপমার্জ্জনং।
লেখনং পাপপংক্তেস্তু সত্যয়া চ প্রমার্জ্জিতং॥১৯

গমন করিল। সেই ব্রতধারী পঞ্চ পাপী রামচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শনমাত্র সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইল। ১৬। ইত্যবসারে (যমালয়ে) শমনরাজ উক্ত চৌরগণের সুখবিধানার্থ চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া তদীয় কর্ণে কর্ণে বলিতে লাগিলেন। ১৭।

যম কহিলেন, অধুনা আমি যাহা বলি, তদনুরূপ কার্য্য কর। চৌরগণের অপরাধ ক্ষমা কর, অদ্য তাহাদিগের পাপমার্জ্জন

বিষ্ণোরাদ্যা পুরী সত্যা তস্যা মাহাত্ম্যমীদৃশং ।
পাপমুক্তাস্তু তে সর্ব্বে পঞ্চচৌরাস্তথাহপরে ।
মুমুক্ষবস্তু যে কেচিদযোধ্যাং সমুপাসতে ॥২০॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

কৃতান্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মলিনশ্চ বভূব সঃ ।

স্কর। অযোধ্যা উহাদিগের পাপরাশি মার্জ্জন করিয়াছেন। ১৮-১৯। সত্যা বিষ্ণুর আদ্যাপুরী. তাঁহার মাহাত্ম্যই এইরূপ; তাঁহার প্রসাদেই চৌরগণ পাপমুক্ত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি মুমুক্ষু, তাঁহারা সর্ব্বদা অযোধ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন। ২০।

শঙ্কর কহিলেন, চিত্রগুপ্ত কৃতান্তের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমরা (পুণ্যপাপনিরূপণী পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ করিয়া বহুকাল যে পরিশ্রম

গতঃ পরিশ্রমোঽস্মাকং বহুকালকৃতো
লিপৌ ॥ ২১ ॥

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

এবং ভবতু ভো কাল লেখাদুপরতা বয়ং।
জন্মভূমেস্তু রামস্য যদি পাপানি যান্তি বৈ।
পাপিনস্ত গমিষ্যন্তি সাকেতং রামজন্মনি ॥ ২৩ ॥

করিলাম, তাহা বৃথা হইল। এই চিন্তা করিয়া তিনি ম্লান-বদনে কহিতে আরম্ভ করিলেন।২১।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন, হে রাজন্! আমরা লিপিকার্য্য হইতে বিরত হইলাম।২২। যদি রামের জন্মভূমি দর্শন করিলে পাপ সকল দূর হইল, তাহা হইলে রামনবমী-দিবসে পাপীরা অযোধ্যাপুরে গমন করিবে।২৩। তাহা হইলেই কলিকালে

গতপাপা ভবিষ্যন্তি কলিকালে তু পামরাঃ ॥২৪॥
এবং বিশ্রাব্য তস্যাগ্রে বিবর্ণবদনশ্চ সঃ।
মমার্জ্জ চ লিপিং শীঘ্রং চৌরাণাং পাপ-
সম্ভবাম্ ॥২৫॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

যমেন প্রেরিতা দূতাঃ পর্য্যটন্তি সদা ক্ষিতৌ।
পুর্য্যাঃ পরিসরে তে তু দদৃশুঃ পাপবিগ্রহান্ ২৬॥

পামরেরা বিগতপাপ হইবে সন্দেহ নাই।২৪। চিত্রগুপ্ত যমকে এইরূপ শ্রবণ করাইয়া তাঁহার সম্মুখে বিবর্ণবদনে চৌরগণের পাপ-সম্বন্ধীয় লিপি তৎক্ষণাৎ মার্জ্জন করিয়া ফেলিলেন।২৫।

শঙ্কর কহিলেন, এদিকে যম-প্রেরিত দূতগণ নিরন্তর ক্ষিতিতলে পরিভ্রমণ করিতেছিল, (অকস্মাৎ) অযোধ্যাপুরীর

যমদূতা ঊচুঃ।

কে যূয়ং পিপ্পলে হ্যস্মিন্দুঃখশোকপরায়ণাঃ।
কিং কর্ত্তুমাশ্রিতা যূষং পিপ্পলে কুত্রবাসিনঃ ২৭॥

পাপবিগ্রহা ঊচুঃ।

মরুকান্তার উৎপন্নাঃ পাপিভিঃ প্রতিপালিতাঃ।
মাতরং পিতরং ত্যক্ত্বা মর্য্যাদাং বেদসম্ভবাম্।

বহির্ভাগে তাহারা পাপমূর্ত্তিসকলকে নেত্র-গোচর করিল। ২৬।

(তখন) যমদূতেরা কহিল, তোমরা কে? কেন দুঃখশোকাকুল হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষে অবস্থান করিতেছ? তোমরা কোথায় অবস্থিতি কর? অশ্বত্থ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ কেন? ২৭।

পাপবিগ্রহগণ কহিল, আমরা মরু-কান্তারদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পঞ্চ-

অস্মাসু প্রীতিযুক্তৈস্তৈর্বয়ং সংপ্রতি-
পালিতাঃ ॥ ২৮ ॥
তে বয়ং যাত্রিসঙ্ঘেন সাকেতং প্রতি চাগতাঃ।
তাড়িতাশ্চ বয়ং সর্ব্বে পুর্য্যা তু বিমলাখ্যয়া ॥২৯॥

সংখ্য (চৌরবৃত্তিপরায়ণ) পাপী আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহারা মাতা পিতা ও বেদমর্য্যাদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রতিপালন করিত। ২৮। (আমরা সানন্দে তাহাদিগের দেহে অবস্থান করিতাম।) পরে আমরা যাত্রীগণ সমভি-ব্যাহারে অযোধ্যাপুরে সমাগত হইলাম। বিমলা নাম্নী অযোধ্যাপুরী আমাদিগকে (পাপীদিগের) দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দূরীকৃত করিয়াছেন। ২৯। আমরা পাপী-

দেহং ত্যক্ত্বা তু তেষাং বৈ দুঃখিতাশ্চ
বসেমহি ॥ ৩০ ॥
নবমী চৈত্রমাসস্য শুক্লা চাদ্য প্রবর্ত্ততে।
তস্যা ব্রতপ্রভাবেণ সরযূস্নানতঃ পুনঃ ॥ ৩১ ॥
দর্শনাদ্রামদেবস্য জন্মভূমের্ব্বিলোকনাৎ।
নাম্না সন্তানকং লোকং বিমানৈস্তত্র তে
গতাঃ ॥ ৩২ ॥
তষাং বিয়োগদুঃখেন মিত্রাণাং গমনেন চ।

গণের দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত-ভাবে অবস্থান করিতেছি। ৩০। অদ্য চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথি। নবমীব্রত-প্রভাবে, সরযূস্নানমাহাত্ম্যে, রামচন্দ্রদর্শন ও জন্ম-ভূমি বিলোকন বশতঃ সেই সমস্ত পাপীরা বিমানারোহণ পূর্ব্বক সন্তানক নামক লোকে প্রস্থান করিয়াছে। ৩১-৩২। আমরা

যৈর্ব্বয়ং পালিতা মিত্রৈর্ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা মহাত্মভিঃ।
পরিত্যক্তা চ তৈরস্মান্বৈ লোকং সান্তানকং
গতাঃ ॥ ৩৩ ॥
মিত্রসঙ্গবিয়োগেন দুঃখিতাশ্চাত্র সংস্থিতাঃ ॥৩৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

মনো বৈ করুণার্দ্রন্তু দৃষ্ট্বানাঞ্চ বভূব হ।

তাহাদিগের বিয়োগদুঃখে ও মিত্রবিরহে কাতর হইয়াছি। হায়! যে সকল মহানুভব মিত্রেরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা আমাদিগকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সন্তানক লোকে প্রস্থান করিল। ৩৩। আমরা মিত্রসংসর্গ-বিরহে দুঃখিত হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি। ৩৪।

শঙ্কর কহিলেন, পাপগণের বাক্য শ্রবণ

অক্রুবন্বচনঞ্চৈব পাপরূপাণি সান্ত্ব-
য়ন্ ॥ ৩৫ ॥

যমদূতা ঊচুঃ।

সহায়ং তু করিষ্যামো যুষ্মাকং মিত্রমেলনে।
কার্য্যং চ বিদ্যতেঽস্মাকং হতা চাজ্ঞা যমস্য বৈ।
ঈদৃশী বিমলা ধৃষ্টা পাপিনাঞ্চ গতিপ্রদা ॥ ৩৬॥
ভবদ্ভিঃ স্থীয়তাং চাত্র যাবদ্ ভূয়ো যমং প্রতি ৩৭॥

করিয়া যমদূতদিগের মন করুণার বশীভূত হইল এবং তাহারা পাপগণকে সান্ত্বনা প্রদান-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল। ৩৫।

যমদূতগণ কহিল, আমরা তোমাদিগের মিত্রমিলনসম্বন্ধে সাহায্য করিব। এখন আমাদিগের কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে। বিমলা নাম্নী অযোধ্যাপুরী ঈদৃশী ধৃষ্টা যে, যমের আজ্ঞা লঙ্ঘন ও পাপিগণের সুগতি প্রদান

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

উক্ত্বা সংযমনীং জগ্মুর্যমদূতাস্ত্বরান্বিতাঃ।
তেভ্যঃ শ্রুত্বা চ সকলং শমনো ভানুনন্দনঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা হর্ষগদ্গদমানসঃ॥ ৩৮॥

যম উবাচ।

ন জ্ঞায়তে তথা দূতা দেবস্য চক্রপাণিনঃ।

করিলেন। ৩৬। আমরা যাবৎ যমরাজের নিকট উপস্থিত হই, তাবৎ তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। ৩৭।

শঙ্কর কহিলেন, যমদুতগণ এই বলিয়া ত্বরিতগতিতে সংযমনীপুরীতে উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্য-নন্দন শমনরাজ তাহা-দিগের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া প্রফুল্লমনে পরম প্রীতি সহকারে বলিতে লাগিলেন। ৩৮।

শমন কহিলেন, হে দূতগণ! তোমরা

জন্মভূমেস্তু মাহাত্ম্যং বক্তুং শক্তো ন
পদ্মজঃ ॥ ৩৯॥

পাপকোটিসমাযুক্তশ্চৈত্রে চ নবমী তিথৌ।
পাপকোটিং নরস্ত্যক্ত্বা জন্মভূমেঃ প্রদর্শনাৎ।
প্রাপ্নোতি পরমং লোকং যত্র গত্বা ন
শোচতি ॥ ৪০ ॥

চক্রপাণি দেবদেব রামচন্দ্রের জন্মভূমির মাহাত্ম্য অবগত নহ। পদ্মযোনিও তন্মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। ৩৯। চৈত্রমাসের (শুক্ল-পক্ষীয়া) নবমী তিথিতে জন্মভূমি দর্শন করিলে কোটি কোটি পাপে পাতকী ব্যক্তিও পাপকোটি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, যে স্থানে গমন করিলে আর শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, সেই পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪০।

প্রসন্না যস্য সত্যা চ তস্য কিং কুরুতে
যমঃ॥ ৪১॥

ভরতাং দুষ্টবুদ্ধিস্তু জাতা বৈ বিমলাং প্রতি।
ক্ষমাপনার্থঞ্চ বয়ং গমিষ্যামোদ্য মা চিরং॥৪২॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা যমরাজোপি ভূতপ্রেতগণৈর্বৃতঃ।
আরুহ্য মহিষং বেগাৎ সত্যাং প্রতি
জগাম হ॥৪৩॥

সত্যা পুরী যাহার প্রতি প্রসন্না হন, (এই আমি) যম তাঁহার কি করিতে পারি? ৪১। বিমলার প্রতি তোমাদিগের দুষ্টবুদ্ধিসঞ্চার হইয়াছে। আমরা তোমাদিগের এই অপরাধ ক্ষমাপনার্থ তথায় গমন করিব, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ৪২।

শঙ্কর কহিলেন, যমরাজ এই বলিয়া

সাকেতনিকটে দৃষ্ট্বা বিশ্বকর্ম্মা চ শিল্পিরাট্।
যমরাজেন সংপৃষ্টঃ কুতস্ত্বং গম্যতেঽধুনা।
নবমী বিদ্যতে চাদ্য তাং ত্যক্ত্বা কুত্র
যাস্যসি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

আগম্যতে তু সাকেতাং স্নাত্বা শ্রীসরযূজলে।
দর্শনং জন্মভূমেস্তু দেবৈঃ সার্দ্ধং কৃতং ময়া ॥ ৪৫॥

ভূত-প্রেতগণে পরিবৃত হইয়া মহিষারোহণে বেগে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ৪৩। তিনি অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া তথায় শিল্পিরাজ বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি অধুনা কোথায় গমন করিতেছ? অদ্য নবমীতিথি, সুতরাং অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? ৪৪।

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, আমি অযোধ্যা

ব্রহ্মণা তত্র চাজ্ঞপ্তো গমিষ্যে তৎপদং
ধ্রুবং ॥৪৬॥

তত্র গত্বা চ বেশ্মানি করিষ্যে যাত্রিণামপি
নবমীব্রতিনাং তত্র সরযূস্নায়িনাং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
জগাম চাতিবেগেন যমং বিশ্রাব্য কারণং ।

হইতেই আগমন করিতেছি। আমি সরযূ-জলে স্নানপূর্ব্বক দেবগণের সহিত রামের জন্মভূমি দর্শন করিয়াছি । ৪৫ । এখন ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় নিত্য ধামে গমন করিতেছি। ৪৬। তথায় গমনপূর্ব্বক অযোধ্যাযাত্রী, রামনবমী-ব্রতী ও সরযূস্নায়ী-দিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিব । ৪৭। বিশ্বকর্ম্মা যমকে এইরূপে স্বীয় গমন-কারণ শ্রবণ করাইয়া অতিবেগে প্রস্থান করিলেন। যমদূতগণ বিশ্বকর্ম্মার মুখে এই কথা শ্রবণ

নিশম্য তন্মুখোদ্গীতং যমভৃত্যা বিসিস্মিরে ॥৪৮॥
জগাম যমরাজোপি সাকেতনগরোদ্ভবং।
মাহাত্ম্যং শ্রাবয়ন্ ভৃত্যান্ তমসাঞ্চ দদর্শহ ॥ ৪৯॥
মহিষঞ্চ পরিত্যজ্য ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ।
আদৌ প্রণবমুচ্চার্য্য বিমলায়ৈ তু মধ্যতঃ।
নমশ্চান্তে চ সংযোজ্য মন্ত্রোয়ং সমুদাহৃতঃ ॥৫০॥

করিয়া অতীব বিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। ৪৮। এদিকে যমরাজও ভৃত্যগণকে অযোধ্যামাহাত্ম্য শ্রবণ করাইতে করাইতে গমন করিলেন এবং তমসা নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহা দর্শন করিলেন। ৪৯। অনন্তর তিনি মহিষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পুটাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক মধ্যে "বিমলায়ৈ" বলিয়া সর্ব্বশেষে "নমঃ" শব্দ যোগ করিবে। ইহাই অর্থাৎ

সোঽপ্যাবচ্ছ বেগেন যত্র পুর্য্যা মুখং স্থিতম্।
গো প্রতারং শিরস্তস্যাস্ততঃ পূর্ব্বন্তু কণ্টকম্।৫১।
তটে স্থিত্বা সরয়্বাস্তু সত্যারাস্তু স্তুতিং মুহুঃ।
অব্রবীৎ পরয়া বাণ্যা মেঘনাদ-গভীরয়া ॥ ৫২ ॥
ইতি শ্রীঅযোধ্যামাহাত্ম্যে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

"ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ" এই যে মন্ত্র কথিত হইল, ইহা পাঠ দ্বারাই যমরাজ প্রণাম করিলেন।৫০। অনন্তর যে স্থানে পুরীর মুখ অবস্থিত, তথায় বেগে গমন করিলেন। গোপ্রতারই অযোধ্যার শিরঃপ্রদেশ বলিয়া কথিত। সেই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে কণ্টকতীর্থ বিরাজিত। ৫১। তৎপরে যমরাজ সরযূতীরে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘগম্ভীর-নাদে পরমবাক্যে অযোধ্যার স্তব করিতে লাগিলেন। ৫২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

যমরাজ উবাচ।

অযোধ্যায়ৈ নমস্তেঽস্তু রামপুর্য্যৈ নমো নমঃ।
আদ্যায়ৈ চ নমস্তুভ্যং সত্যায়ৈ তু নমো নমঃ॥১॥
সরয়্বা বেষ্টিতায়ৈ চ নমো মাতস্তু তে সদা।
ব্রহ্মাদিবন্দিতে মাতঋর্ষিভিঃ পর্য্যুপাসিতে।
রামভক্তিপ্রিয়ে দেবি সর্ব্বদা তে নমো নমঃ ॥২॥

যমরাজ কহিলেন, অযোধ্যাকে নমস্কার, রাজপুরীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (হে দেবি!) তুমি আদ্যা, তোমাকে নমস্কার; তুমি সত্যা নামে অভিহিত, তোমাকে নমস্কার করি। ১। হে মাতঃ! তুমি সর্ব্বদ

যে ধ্যায়ন্তি মহাত্মানো মনসা ত্বাং হি পূজিতে।
তেষাং নশ্যন্তি পাপানি বিজন্মোপার্জিতানি চ॥৩॥
অকারো বাসুদেবঃ স্যাদ্‌যকারস্তু প্রজাপতিঃ।
উকারো রুদ্ররূপস্তু তান্ ধ্যায়ন্তি মুনীশ্বরাঃ॥ ৪ ॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবানাস্তু রাজ্ঞাং পরমধর্ম্মিণাম্।

সরযূ দ্বারা পরিবেষ্টিতা রহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে জননি! হে ব্রহ্মাদি-দেব-বন্দিতে! হে ঋষিগণসেবিতে! হে রাম-ভক্তপ্রিয়ে দেবি! সর্ব্বদা তোমাকে নমস্কার করি। ২। হে পূজিতে! যে সকল মহাত্মা মনে মনেও তোমাকে ধ্যান করেন, তাঁহা-দিগের গতজন্মার্জ্জিত পাপনাশ হয়। ৩। "অযোধ্যা" এই শব্দের অকার বাসুদেব, যকার প্রজাপতি এবং উকার রুদ্রস্বরূপ; মুনীশ্বরগণ তাহাই ধ্যান করেন। ৪। সূর্য্যবংশীয় ধার্ম্মিক

তেষাং সামান্যধাত্রী ত্বং তথা সুকৃতিনামপি ॥৫॥
মহিমানং ন জানন্তি তব দেবি মুনীশ্বরাঃ।
কথং তু জ্ঞায়তে দেবি মন্দৈর্বুদ্ধিবিবর্জ্জিতৈঃ ॥৬॥
নমস্তেঽস্তু সদা দেবি সদা দেবি নমো নমঃ।
নমোঽযোধ্যে নমোঽযোধ্যে পাপং নস্ত্ব-
মপাকুরু ॥ ৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

স্তুত্বৈবং বিররামাথ সূর্য্যপুত্রো মহামনাঃ।

রাজগণের এবং পুণ্যশীলগণের তুমিই জননী-স্বরূপিণী। হে দেবি! মুনীন্দ্রগণও তোমার মহিমা পরিজ্ঞাত নহেন; বুদ্ধিহীন মূর্খেরা কিরূপে পরিজ্ঞাত হইবে? ৫-৬। হে দেবি! হে অযোধ্যে! তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার; তুমি আমাদিগের পাপ দূর কর। ৭।

শঙ্কর কহিলেন, মহামনা সূর্য্য-নন্দন

অযোধ্যা দর্শয়ামাস তনুং স্বাং তস্য প্রীতয়ে ॥ ৮ ॥
বন্দিতা যমরাজেন সত্যা প্রাহ যমং ত্বিদম্ ॥ ৯

সত্যোবাচ।

বরং ব্রূহি মহাবুদ্ধে প্রীতাহং তে ন সংশয়ঃ।
যদর্থঞ্চাগতোঽসি ত্বং তন্মমাগ্রে চ কথ্যতাম্॥ ১০।

যমরাজ এইরূপে স্তব করিয়া বিরত হইলেন, অযোধ্যাও যমের প্রীত্যর্থ স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ৮। অনন্তর অযোধ্যা যমরাজ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৯।

সত্যা কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি সন্দেহ নাই। তুমি যেহেতু আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ১০।

যমরাজ উবাচ।

প্রসন্না মম মাতশ্চেদ্দেহি স্থানঞ্চ কিঞ্চন ॥ ১১ ॥
চৌরেভ্যস্তু গতা যে বৈ পাপরূপাশ্চ পিপ্পলে।
তেষাং মোক্ষবিধানঞ্চ কথ্যতাং দেবি মে পুনঃ।
যমদূতাপরাধস্তু ক্ষম্যতাং হরিপূজিতে ॥ ১২ ॥

যমরাজ কহিলেন, হে মাতঃ! যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাক, তাহা হইলে ত্বদীয় পুরীর কেন্দ্রে আমাকে স্থান প্রদান কর। ১১। হে দেবি! যে সকল পাপমূর্ত্তি চৌরগণের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের মোক্ষোপায় আমার নিকট বর্ণন কর। হে পূজিতে! মদীয় দূতগণের অপরাধও ক্ষমা কর। ১২।

অযোধ্যোবাচ।

যমস্থলন্তু বিখ্যাতং স্থানঞ্চ সরযূতটে।
ঊর্জ্জে মাসি সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়ান্তু যে যম।
স্নাস্যন্তি যে নরাস্তেষাং তদা তব ভয়ং
ন হি॥ ১৩॥
যানি তিষ্ঠন্তি পাপানি চৌরাণাঞ্চাপি পিপ্পলে।
বিলয়ং যান্তু ভো দেব মম ব্যাক্যাত্তবাপি চ॥১৪॥

অযোধ্যা কহিলেন, সরযূতীরে বিখ্যাত যমস্থল বিরাজিত। হে যম! যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে ঐ স্থানে স্নান করিবে, তাহাদিগের ত্বদীয় ভয় থাকিবে না। ১৩। হে দেব? অশ্বত্থবৃক্ষে চৌরদিগের যে পাপরাশি অবস্থিত রহিয়াছে, আমার এবং তোমার বাক্যে

মমেদমষ্টকং পুণ্যং ত্বয়া ভক্ত্যা তু যৎ কৃতম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় পাপং তস্য প্রণশ্যতি।
প্রাপ্নোতি সকলানর্থাম্ময়া দত্তান্নরঃ সদা॥ ১৬॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বিশ্রাব্য বচনং সত্যা যমায়ান্তর্দধে স্বয়ং।
চিত্রগুপ্তশ্চ তে দূতা লজ্জিতাশ্চাভবন্ মুহুঃ।১৭।

তাহা বিলয় প্রাপ্ত হউক্। ১৪। তুমি ভক্তি সহকারে এই যে পবিত্র মদীয় স্তোত্রাষ্টক পাঠ করিলে, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা মদ্দত্ত অর্থ প্রাপ্ত হইবে। ১৫-১৬।

শঙ্কর কহিলেন, অযোধ্যা যমকে এই সকল কথা শ্রবণ করাইয়া স্বয়ং অন্তর্হিত

বিগ্রহাস্তু গতা নাশং পাপানাঞ্চ ক্ষণাত্তদা। ১৮।
ভ্রাতাপি যমুনায়াস্তু স্নানং কৃত্বা পুরং গতঃ।
মাহাত্ম্যং বিমলায়াস্তু দূতেভ্যঃ শ্রাবয়ন্মুহুঃ ॥১৯॥
মাহাত্ম্যমীদৃশং তুভ্যং ময়া তু বহু বর্ণিতং।
জন্মভূমেরযোধ্যায়া নবম্যাশ্চৈব পার্ব্বতি ॥ ২০ ॥
য ইদং শৃণুযান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ।

হইলেন। চিত্রগুপ্ত ও যমদূতগণ যার পর নাই লজ্জিত হইল। ১৭। পাপবিগ্রহ-সকলও তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইল। যমুনার ভ্রাতা যমরাজ তথায় স্নান পূর্ব্বক দূতগণের নিকট অযোধ্যা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইতে করাইতে নিজ পুরীতে প্রস্থান করিলেন।১৮-১৯। হে পার্ব্বতি! এই আমি তোমার নিকট শ্রীরামের জন্মভূমির, অযোধ্যার ও রাম-নবমীর মাহাত্ম্য-কাহিনী বর্ণন করিলাম। ২০।

ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগান্ মৃতে চাপি গতিং
লভেৎ॥ ২১॥
অগস্ত্যেন পুরা প্রোক্তং সুতীক্ষ্ণায় চ পার্ব্বতি।
অহং শ্রুত্বা সুতীক্ষ্ণাচ্চ রামভক্ত্যা তু তেহ-
ব্রুবম॥ ২২
ন শঠায় প্রবক্তব্যং নাতপস্কায় পাপিনে

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহা শ্রবণ করে অথবা কীর্ত্তন করে, সে ইহলোকে বিপুল সুখ ভোগ করিয়া অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ২১। হে পার্ব্বতি! পূর্ব্বে অগস্ত্য ঋষি সুতীক্ষ্ণের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি সুতীক্ষ্ণ-প্রমুখাৎ শ্রবণ পূর্ব্বক ত্বদীয় রামভক্তি নিবন্ধন (অদ্য) ত্বৎসকাশে বর্ণন করিলাম ২২। যে ব্যক্তি শঠ, তপস্যাহীন, পাপী, গুরুনিন্দক, বেদ-

নিন্দকায় গুরূণাঞ্চ বেদানাং নিন্দকায় চ।
নিন্দকায় চ পুণ্যানাং ন তেষাং কথয়েৎ
ক্বচিৎ ॥ ২৩ ॥
ব্রূয়াচ্ছ্রদ্ধাবতে চৈব ভক্তিশ্চেচ্ছূদ্রযোষিতাম্ ।
বিষ্ণুভক্তায় প্রেম্না বৈ স্বয়ং ব্রূয়াদ্বিচক্ষণঃ ॥২৪॥
পঠনং শ্রবণং চাস্য পাপপর্ব্বতদারকম্ ॥ ২৫ ॥

নিন্দাকারী, অথবা যে পুণ্যশীলগণের নিন্দা করে, তাহাদিগের নিকট কদাচ ইহা বর্ণন করিবে না। ২৩। শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির নিকট ইহা বর্ণন করিবে এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত, বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বয়ং প্রেমসহকারে তাহার নিকট কীর্ত্তন করিবে।২৪। ইহা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে পর্ব্বত সদৃশ পাপরাশিও অচির-কালমধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৫।

পার্ব্বত্যুবাচ।

মহানসস্য বৈদেহ্যা মাহাত্ম্যং বদ মে প্রভো।
যচ্ছ্রুত্বা দেবদেবেশ প্রসীদতি মনো মম ॥২৬॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং পাতকনাশিনীম্।
সীতায়াঃ পাকসদনং সদাপূর্ণং বিরাজতে ॥২৭॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো! অধুনা সীতার রন্ধন-গৃহের মাহাত্ম্য বর্ণন কর। হে দেবদেবেশ! উহা শ্রবণ করিলে আমার চিত্তপ্রসাদ জন্মিবে। ২৬।

শঙ্কর কহিলেন, হে দেবি! পাতক-নাশিনী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সীতার পাকগৃহ সর্ব্বদাই পূর্ণভাবে বিরাজ করে। ২৭। ঐ স্থান দর্শনমাত্র সর্ব্বসিদ্ধি করগত হয়।

তস্মাৎ সর্ব্বার্থদা দেবি যাত্রা স্যাৎ সার্ব্ব-
কালিকী ॥২৮॥

পাকস্থানস্য মাহাত্ম্যং যঃ শ্রোষ্যতি নরোত্তমঃ।
আজন্মসঞ্চিতাৎ পাপান্মুক্তো ভবতি তৎ-
ক্ষণাৎ ॥২৯॥

পাকস্থানস্য মাহাত্ম্যং ময়া স্বল্পং নিরূপিতম্।
সকলং চাস্য মাহাত্ম্যং সম্যক্কো বেদ সুন্দরি॥৩০॥

হে দেবি! এই জন্য তত্রত্য সার্ব্বকালিকী যাত্রাই সর্ব্বার্থ প্রদান করে। ২৮। যে নর-শ্রেষ্ঠ পাকস্থানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে তৎক্ষণাৎ আজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ২৯। আমি পাকস্থানের মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি হে সুন্দরি! কোন্ ব্যক্তি উহার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইতে পারে? ৩০

প্রত্যহং পশ্যতো গেহে ত্বন্নপূর্ণা বিরাজতে।
অত্র ক্ষত্রবধাৎ পাপাজ্জামদগ্ন্যো বিমুক্তবান্ ॥৩১
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
অত্র সূতবধাৎ পাপাদ্বলদেবো বিমুক্তবান্ ॥৩২
দেবেশি কিং বহুক্তেন শ্রেয়সাং সাধনং পরং।
জন্মস্থানাদ্বায়ুকোণে পাকস্থানং তু কথ্যতে ॥৩৩

যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহা দর্শন করে, অন্নপূর্ণা তাহার গৃহে বিরাজ করেন। পরশুরাম এই স্থানেই ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ৩১। এই স্থান দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানাজ্ঞানাকৃত সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বলদেব এই স্থানেই সূতবধ-পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ৩২। হে দেবেশি! অধিক আর কি বলিব, এই স্থান পরমমঙ্গলের একমাত্র সাধন।

জন্মস্থানাদুত্তরে তু বর্ত্ততে ভবনং শৃণু।
চতুর্ব্বিংশৎপ্রমাণং চ স্থানং বৈ লোক-
পাবনম্ ॥ ৩৪ ॥
কৈকেয্যা ভবনং দিব্যং যত্র জাতো রঘূদ্বহঃ।
ভরতো নাম ধর্ম্মাত্মা গুরুদেবার্চ্চনে রতঃ ॥৩৫॥
তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্ভাগে বর্ত্ততে পরমং মহৎ।
সুমিত্রাভবনং রম্যং ধনুস্ত্রিংশচ্চ ভামিনি ॥৩৬॥

জন্মভূমির বায়ুকোণেই পাকস্থান অধিষ্ঠিত আছে। ৩৩। জন্মস্থানের উত্তরদিকে যে একটী প্রাসাদ আছে, তাহার বিষয় শ্রবণ কর। ঐ প্রাসাদ লোকপাবন ও চতুর্ব্বিংশ ধনুঃপরিমিত। ৩৪। উহাই কৈকেয়ীর দিব্য ভবন ঐ স্থানে গুরুদেবার্চ্চনরত, রঘূদ্বহ, ধর্ম্মাত্মা ভরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৫। হে ভাবিনি! ঐ স্থানের দক্ষিণদিকে ত্রিংশদ্ধনু-

যত্র জাতৌ মহাত্মানৌ তথা শত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ ।
স্থানানাং দর্শনাদ্দেবি মুচ্যতে ব্যাধিবন্ধনাৎ ॥৩৭
জন্মস্থানাত্তু ভো দেবি চাগ্নিকোণে বিরাজতে ।
সীতাকূপ ইতি খ্যাতো জ্ঞানকূপ ইতি
শ্রুতঃ ॥ ৩৮ ॥
জলপানং কৃতং যেন তস্য কূপস্য পার্ব্বতি ।
জ্ঞানবান্ ভবেল্লোকে বিবুধা নাং গুরুর্যথা ॥ ৩৯

পরিমিত, রমণীয়, পরমশ্রেষ্ঠ সুমিত্রাভবন বিরাজিত । ৩৬ । ঐ স্থানেই মহাত্মা শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ঐ সকল স্থান দর্শন করিলে ব্যাধিবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । ৩৭ । হে দেবি ! জন্মস্থানের অগ্নিকোণে সীতাকূপ বিরাজিত আছে, উহাই জ্ঞানকূপ নামে প্রকাশিত । ৩৮ । হে পার্ব্বতি ! যে ব্যক্তি ঐ কূপের জল পান করে,

বসিষ্ঠবামদেবাভ্যাং জলপানং শুভে কৃতম্।
মহজ্জ্ঞানবলং প্রাপ্য তদা লোকে প্রকা-
শিতম্ ॥ ৪০

দেবধর্ম্মহরিস্থানাদ্দক্ষিণে দিগ্দলে স্থিতম্।
নাম্না লোকে তু বিখ্যাতং তীর্থং সুগ্রীব-
কুণ্ডকম্ ॥ ৪১

সুগ্রীবকুণ্ডাদ্বায়ব্যে সুন্দরং চ মনোহরম্।

সে জগতীতলে দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় জ্ঞানবান্ হয়। ৩৯। বসিষ্ঠ ও বামদেব উভয়ে ঐ শুভ জল পান করিয়াছিলেন, সেই প্রভাবেই মহাজ্ঞানশক্তি প্রাপ্ত হইয়া লোকে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ৪০। ধর্ম্মহরি-স্থান হইতে দক্ষিণদিকে সুগ্রীব কুণ্ড নামক লোকবিখ্যাত তীর্থ অবস্থিত। ৪১। সুগ্রীবকুণ্ডের বায়ুকোণে সর্ব্বকাম[illegible]

কুণ্ডং বিভীষণস্যাপি সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪২ ॥
শ্রদ্ধয়োর্যাত্রা তু কর্ত্তব্যা নরৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ।
চৈত্রশুক্লনবম্যাং তু তয়োর্যাত্রা তু বার্ষিকী ॥৪৩॥
দক্ষিণে হনুমৎকুণ্ডাৎ স্বর্ণস্য খনিরুত্তমা।
যত্র চক্রে স্বর্ণবৃষ্টিং কুবেরো রঘুজাভয়াৎ ॥ ৪৪ ॥
ইতি শ্রীরুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে অযোধ্যা-
মাহাত্ম্যে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মনোহর, সুদৃশ্য বিভীষণকুণ্ড বিরাজিত। ৪২। শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া মানবগণ এই কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিবে। চৈত্রমাসের শুক্লা নবমীতে ঐ কুণ্ডদ্বয়ের বার্ষিকী যাত্রা হয়। ৪৩। হনুমৎ-কুণ্ডের দক্ষিণে অত্যুত্তম স্বর্ণখনি আছে, পূর্ব্বে কুবের রঘুরাজের ভয়ে ঐ স্থানে স্বর্ণ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৪৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বেন স্বর্ণবৃষ্টিরভূৎ কথং।
কুবেরস্য কথং ভীতিরুৎপন্না রঘুভূপতেঃ ॥ ১ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মম সুব্রত।
শ্রুত্বা কথারহস্যানি ন তৃপ্যতি মনো মম ॥ ২ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! ঐ স্থানে স্বর্ণ-বৃষ্টি হইয়াছিল কেন এবং কি কারণেই বা রঘুরাজ হইতে কুবেরের ভীতিসঞ্চার হয়, তাহা কীর্ত্তন কর। ১। হে সুব্রত! এই সকল সবিস্তার আমার নিকট বর্ণন কর। মনোহর কথা শ্রবণ করিয়া এখনও আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ২।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি খনেরুৎপত্তিমুত্তমাম্‌।
তস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ জায়তে বিস্ময়ো মহান্‌॥৩॥
আসীৎ পুরা নরপতিরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
রঘুর্নিজর্ভুজোদারবীর্য্যপালিতভূতলঃ॥ ৪॥
প্রতাপতাপিতারাতিবর্গো বিখ্যাতসদ্‌যশাঃ।
প্রজাপালনার্থং সম্যক্‌তেন নীতিমতা সদা॥৫॥

শঙ্কর কহিলেন, হে দেবি! খনির অনুত্তম উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা শ্রবণমাত্র মহাবিস্ময় সঞ্চার হয়।৩। পূর্ব্বকালে রঘু নামে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুর অপ্রমিত বীর্য্যে অখিল ধরাতল শাশন করিতেন। ৪। তাঁহার প্রতাপে অরাতিকুল তাপিত হইত, তিনি বিখ্যাতযশা ছিলেন। সেই নীতিমান্‌

যশঃপট্টেন সংবীতা দিশো দশতপস্ত্বিষা।
স চক্রে প্রৌঢ়বিভবং সাধনং বিজয়ে ক্রমাৎ ॥৬॥
নানাদেশাৎ সমাক্রম্য চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
ভূপতীন্ বশমানীয় বসু জগ্রাহ দণ্ডতঃ ॥ ৭ ॥
উৎকৃষ্টান্ নৃপতীন্ বীরো দণ্ডয়িত্বা বলাধিকান্।
রত্নানি বিবিধান্যাশু জগ্রাহাতিবলস্তদা ॥ ৮ ॥

নরপতি সর্ব্বথা সম্যক্ বিধানে প্রজাপালন পূর্ব্বক কীর্ত্তিপতাকায় ও তপস্তেজে দশদিক্ সমাকীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনে ক্রমে ক্রমে দিগ্‌বিজয় করিয়া বহুসংখ্য বিভবসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ৫-৬। তিনি কোন সময়ে চতুরঙ্গ-বলসমন্বিত হইয়া নানা দেশ আক্রমণ ও তত্রত্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিয় তাঁহাদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলেন। ৭। সেই মহাবল বীর নরপতি

স বিজিত্য দিশঃ সর্ব্বা গৃহীত্বা রত্নসঞ্চয়ং।
অযোধ্যামাগতো রাজা রাজধানীঞ্চ তাং
শুভাম্॥ ৯॥
তত্রাগত্য চ কাকুৎস্থো যজ্ঞায়োৎসুকমানসঃ।
চকার নির্ম্মলাং বুদ্ধিং নিজবংশোচিতক্রিয়ঃ॥১০॥
বসিষ্ঠমুনিমাজ্ঞাপ্য বামদেবঞ্চ কশ্যপং।

বলাধিক উৎকৃষ্ট রাজগণের দণ্ড বিধানপূর্ব্বক আশু বিবিধ রত্ন গ্রহণ করিলেন। ৮। এই প্রকারে নরনাথ সর্ব্বদিক্ জয় করিয়া রত্নসঞ্চয় গ্রহণ পূর্ব্বক শুভকরী অযোধ্যা রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৯। নিজবংশোচিত ক্রিয়াবান্ সেই কাকুৎস্থ রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যজ্ঞার্থ উৎসুকচিত্ত হইয়া তদনুষ্ঠানে নির্ম্মল বুদ্ধি (বিশুদ্ধ সংকল্প) করিলেন। ১০। তিনি

জাবালিঞ্চ ভরদ্বাজং গালবং গৌতমং তথা ॥১১॥
অন্যানপি মুনিবরান্ নানাতীর্থসমাশ্রিতান্।
সমানয়দ্বসিষ্ঠেন দ্বিজবর্য্যেণ ভূপতিঃ ॥ ১২ ॥
দৃষ্ট্বা স্থিতাং স্তান্ সর্ব্বান্ প্রদীপ্তানিব
পাবকান্।
তানাগতান্ বিদিত্বা তু রঘুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
নিশ্চক্রাম যথান্যায়ং স্বয়মেব মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥

বশিষ্ঠ মুনির আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই দ্বিজবর দ্বারাই বামদেব, কশ্যপ, জাবালি, ভরদ্বাজ, গালব, গৌতম ও নানাতীর্থাশ্রিত অন্যান্য মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে (অযোধ্যায়) আনয়ন করাইলেন। ১১-১২। পরপুরঞ্জয় মহাযশা রাজা সেই সকল জ্বলদগ্নিপ্রভ ঋষিগণকে রাজধানীতে দর্শন পূর্ব্বক সকলকেই সমাগত জানিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৩। অনন্তর সেই

ততো বিনীতবৎ সর্ব্বান্ কাকুৎস্থো দ্বিজসত্তমান্।
উবাচ ধর্ম্মসংযুক্তং বচনং যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥ ১৪॥

রঘুরুবাচ।

মুনয়ঃ সর্ব্ব এবৈতে যূয়ং শৃণুত মদ্বচঃ।
যজ্ঞং বিধাতুমিচ্ছামি তত্রাজ্ঞাং দাতুমর্হথ॥১৫॥
সাম্প্রতং মম কো যজ্ঞো যুক্তঃ স্যান্মুনিসত্তমাঃ।

কাকুৎস্থ নরপতি (তাপসগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া) স্বীয় যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ বিনীতভাবে যাবতীয় দ্বিজসত্তমগণকে ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যে কহিলেন। ১৪।

রঘু কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন্। আমি যজ্ঞ সাধনে ইচ্ছা করিতেছি, আপনারা সে বিষয়ে আদেশ প্রদান করুন্। ১৫। হে মুনিসত্তমগণ! সম্প্রতি কোন্ যজ্ঞ করা আমার কর্ত্তব্য?

একদ্বিচার্য্য তত্ত্বেন ব্রূথ যূয়ং মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৬ ॥

মুনয় উচুঃ।

রাজন্ বিশ্বজিদাখ্যাতো যজ্ঞস্তে যজ্ঞসত্তমঃ।
সাম্প্রতং কুরু তং যজ্ঞং মা বিলম্বং বৃথা
কৃথাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

রঘুশ্চক্রে ততো যজ্ঞং বিশ্বজিৎ জয়সঞ্চয়ঃ।

হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা তত্ত্বতঃ বিবেচনা পূর্ব্বক বলুন্। ১৬।

মুনিগণ কহিলেন, হে রাজন্! বিশ্বজিৎ নামে একটী যজ্ঞশ্রেষ্ঠ আছে, তাহাই আপনার উপযুক্ত। সম্প্রতি আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন্, বৃথা বিলম্ব করিবেন না। ১৭।

শঙ্কর কহিলেন, অনন্তর বিজয়ী রঘুরাজ নানাসম্ভারপূর্ণ, অতুলনীয়, সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্ব-

নানাসম্ভারমতুলং কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণং ॥১৮॥
নানাবিধানি দানানি দত্তানি মুনিতুষ্টয়ে।
সর্ব্বস্বমেব প্রদদৌ দ্বিজেভ্যো বহুমানতঃ ॥ ১৯ ॥
দ্বিজেষু তেষু যাতেষু যাজয়িত্বা স্বকান্ গৃহান্।
বন্ধুষপি বিসৃষ্টেষু মুনিষু প্রগতেষু চ ॥ ২০ ॥
তেন যজ্ঞেন বিধিবদ্বিহিতেন নরেশ্বরঃ।
বিশ্বামিত্রমুনেরন্তেবাসী কৌৎস ইতি স্মৃতঃ ॥২১

জিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ১৮। তিনি॥ মুনিগণের প্রীত্যর্থ নানাবিধ দান এবং বহু মান সহকারে দ্বিজগণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেন। ১৯। এই প্রকারে দ্বিজগণ যজ্ঞসম্পাদন পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রস্থিত হইলে, বন্ধুবর্গ গমন করিলে, মুনিগণ প্রস্থিত হইলে এবং বিধানে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে বিশ্বামিত্র-শিষ্য বিপ্রনন্দন কৌৎস তথায় সমাগত

দক্ষিণার্থং গুরোর্ধীমান্ যাচিতুং তং নরে-
শ্বরম্ ॥ ২২

চতুর্দ্দশসুবর্ণানাং কোটিমাহর সত্বরং।
মদ্দক্ষিণেতি গুরুণা নির্ব্বন্ধাদুক্তবান্
রুষা ॥ ২৩ ॥

আগতঃ স মুনিঃ কৌৎসস্ততো যাচিতুমাদরাৎ।
রঘুং ভূপালতিলকং দত্তসর্ব্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ২৪ ॥

হইলেন। ২০-২১। সেই ধীমান্ কৌৎস গুরু-দক্ষিণা সংগ্রহার্থ নরপতির নিকট প্রার্থনা করিতে আসিলেন। ২২। তদীয় গুরু বিশ্বামিত্র রোষভরে বলিয়াছিলেন যে, তুমি সত্বর চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দক্ষিণা প্রদানার্থ আনয়ন কর। ২৩। এই জন্যই সেই মুনিবর কৌৎস সযত্নে দক্ষিণারূপে দত্তসর্ব্বস্ব ভূপালতিলক রঘুর নিকটে প্রার্থনা

তমাগত্য অভিপ্রেক্ষ্য রঘুরাদরতস্তদা।
উত্থায় পূজয়ামাস বিধিবৎ স পরন্তপঃ।
সপর্য্যয়ার্ঘ্যাদিকয়া মৃৎপাত্রবিহিতক্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥
পূজাসম্ভারালোক্য তাদৃশং স মুনীশ্বরঃ।
বিস্মিতোভূন্নিরানন্দো দক্ষিণাশাং পরিত্যজন্ ॥২৬
উবাচ মধুরং বাক্যং বাক্যজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ২৭ ॥

করিতে সমাগত হইলেন। ২৪। তখন পরন্তপ রঘুরাজ ঋষিকে আগত দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পূজা করিলেন। তিনি মৃত্তিকাপাত্রে অর্ঘ্যাদি সপর্য্যা লইয়া তদ্দারা পূজা করিলেন। ২৫। মুনিপ্রবর তাদৃশ পূজাসম্ভার দর্শনে বিস্মিত হইয়া দক্ষিণাপ্রাপ্তির আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিরাশ হইলেন। ২৬। অনন্তর সেই বাক্যবিশারদ মুনি রাজাকে মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন। ২৭।

কৌৎস উবাচ।

রাজন্নভ্যুদয়স্তেঽস্তু গচ্ছাম্যন্যত্র সাম্প্রতং।
গুর্ব্বর্থাহরণায়ৈব দত্তসর্ব্বস্বদক্ষিণম্ ॥ ২৮ ॥
ত্বাং ন যাচে ধনাভাবাদতোঽন্যত্র ব্রজাম্যহং ॥২৯॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্তস্তেন মুনিনা রঘুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীদেনং বিনয়াদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥৩০ ॥

কৌৎস কহিলেন, হে রাজন্! আপনার অভ্যুদয় হউক, সম্প্রতি আমি অন্যত্র গমন করি। আপনি সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আপনার ধনাভাব হেতু ভবৎসকাশে প্রার্থনা করিব না। আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে অন্যত্র গমন করি। ২৮-২৯।

শঙ্কর কহিলেন, পরপুরঞ্জয় রঘু মুনি

রঘুরুবাচ।

ভগবন্ তিষ্ঠ মদ্গেহে দিনমেকং শুচিব্রত।
যাবদ্যতিষ্যে ভগবদর্থার্থমহমুচ্চকৈঃ॥ ৩১॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পরমোদারং বচো মুনিমুদারধীঃ।
প্রতস্থে স্থিতধীস্তত্র কুবেরবিজিগীষয়া॥ ৩২॥

কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক বিনয়ে করপুটে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০।

রঘু কহিলেন, হে ভগবন্! হে শুচিব্রত! আপনি একদিন আমার গৃহে প্রতীক্ষা করুন্। আমি আপনার অর্থসংগ্রহার্থ যত্ন করি। ৩১।।

শঙ্কর কহিলেন, উদারমতি, স্থিরবুদ্ধি নৃপতি কুবেরকে জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ৩২। কুবেরও আপ্তজনমুখে

তমায়ান্তং কুবেরোঽপি বিজ্ঞায়াপ্তজনো-
দিতৈঃ।
তৎপ্রসন্নমনাশ্চক্রে বৃষ্টিং স্বর্ণস্য চাক্ষয়াম্ ॥ ৩৩ ॥
স্বর্ণবৃষ্টিরভূৎ যত্র সা স্বর্ণখনিরুত্তমা।
তং মুনিং দর্শয়ামাস খনিং জননিবেদিতাং।
তস্মৈ সমর্পয়ামাস তাং রঘুঃ খনিমুত্তমাম্ ॥ ৩৪ ॥
মুনীন্দ্রোপি গৃহীত্বা তু ততো গুর্ব্বর্থমাদরাৎ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস সর্ব্বমন্যৎ গুণাধিকং ॥৩৫॥

নৃপতিকে সমাগতপ্রায় জানিয়া প্রসন্নচিত্তে অযোধ্যাপুরে আসিয়া স্বর্ণবৃষ্টি করিলেন। ৩৩। যে স্থানে স্বর্ণবৃষ্টি হইল, সেই স্থানেই অনুত্তম স্বর্ণখনি হইয়াছে। রঘুরাজ মুনিবরকে সেই জনপূজিত খনি প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে সেই অনুত্তম খনি প্রদান করিলেন। ৩৪। মুনীন্দ্রও সেই খনি হইতে গুরুর জন্য অর্থ

বরানথ দদৌ তুষ্টঃ কৌৎসো মতিমতাং
বরঃ ॥ ৩৬ ॥

কৌৎস উবাচ।

রাজন্ লভস্ব পুত্রং ত্বং নিজবংশগুণা-
ন্বিতম্।
ইয়ং স্বর্ণখনির্দিব্যা মনোভীষ্টফলপ্রদা।
ভূয়াদত্র পরংতীর্থং সর্ব্বপাপহরং সদা॥ ৩৭॥

গ্রহণ পূর্ব্বক রাজার নিকট তদীয় গুণের প্রশংসা করিলেন। ৩৫। অবশেষে সেই বুদ্ধিমান্‌গণের বরেণ্য কৌৎস সন্তুষ্ট হইয় নৃপতিকে বর প্রদান করিলেন। ৩৬।

কৌৎস কহিলেন, হে রাজন্! স্বীয় বংশের অনুরূপ গুণশালী পুত্রলাভ করুন্। এই স্বর্ণখনি দিব্য ও মনোভীষ্টফলপ্রদা হউক এবং এই স্থান সর্ব্বদা তীর্থ হইতেও পরম পাপনাশন

অত্র স্নানেন দানেন নৃণাং লক্ষ্মীঃ প্রজায়তে।
বৈশাখে শুক্লদ্বাদশ্যাং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ ৩৮
নানাভীষ্টফলপ্রাপ্তির্ভূয়ান্মদ্বচনাৎ নৃণাং।
আশ্বিনে শুক্লপক্ষে চ দশম্যাং স্নান-
মাচরেৎ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তির্জায়তে চ নৃণাং ভুবি ॥ ৪০॥

তীর্থ হউক। ৩৭। এই স্থানে স্নান বা দান করিলে মানবগণের লক্ষ্মীবৃদ্ধি হইয়া থাকে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই স্থানে সাংবৎসরিকী যাত্রা হয়। ৩৮ আমার বচনে এই স্থানে মানববর্গের নানা অভীষ্টপ্রাপ্তি হইবে। আশ্বিনমাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে এই স্থানে স্নানাচরণ করিবে। এইরূপ করিলে ভূতলে মানবগণের সর্ব্বকামফল প্রাপ্তি হইবে। ৩৯-৪০।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ কৌৎসো রাজ্ঞে সন্তুষ্টমানসঃ।
প্রতস্থে নিজকার্য্যার্থী গুরোরাশ্রমমুৎ-
সুকঃ॥ ৪১॥
রাজাথ কৃতকৃত্যো হি শেষং সংগৃহ্য তদ্ধনং।
দ্বিজেভ্যো বিধিবদ্দত্ত্বা পালয়ামাস সঃ প্রজাঃ।
এবং স্বর্ণখনের্জাতং মাহাত্ম্যঞ্চ মুনের্ব্বরাৎ॥ ৪২॥

শঙ্কর কহিলেন, নিজকার্য্যার্থী কৌৎস সন্তুষ্টচিত্তে এইরূপে রাজাকে বর প্রদান পূর্ব্বক গুরুর আশ্রমগমনে উৎসুক হইয়া প্রস্থান করিলেন। ৪১। রাজাও কৃতকৃত্য হইয়া অবশিষ্ট ধন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিজগণকে যথাবিধি দান করত প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কৌৎস ঋষির বরেই স্বর্ণখনির মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। ৪২।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বেন কথং নির্ব্বন্ধতো মুনিঃ।
বিশ্বামিত্রো নিজং শিষ্যং কৌৎসং ক্রোধেন
তাদৃশম্ ॥ ৪৩ ॥
দুষ্প্রাপ্যমর্থং যত্নেন স তু প্রার্থিতবাংস্তথা।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব যদ্যস্তি ময়ি তে কৃপা ॥৪৪॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

শৃণু দেবি কথামেতাং সাবধানং মনঃ কুরু ॥৪৫॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! বিশ্বামিত্র মুনি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে নিজ শিষ্য কৌৎসের নিকট রোষবশে কেন তাদৃশ দুষ্প্রাপ্য অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তত্ত্বতরূপে বল। আমার প্রতি কৃপা থাকিলে যে সমস্ত কীর্ত্তন কর। ৪৩-৪৪।

শঙ্কর কহিলেন, হে দেবি! মনকে

বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠো দিব্যবিজ্ঞানলোচনঃ।
নিজাশ্রমে তপোত্যন্তং চকার প্রযতব্রতী ॥৪৬॥
একদা তত্তপো দ্রষ্টুং দুর্ব্বাসা মুনিরাগতঃ। •
আগত্য চ ক্ষুধাক্রান্ত উচ্চৈঃ প্রোবাচ স
দ্বিজঃ ॥ ৪৭॥
ভোজনং দীয়তাং মহ্যং ক্ষুধাপীড়িতচেতসে।

সাবহিত করিয়া ঐ কথা শ্রবণ কর। ৪৫। দিব্যজ্ঞাননেত্রবান্ মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্র প্রয়তব্রতী হইয়া নিজাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৪৬। একদা দুর্ব্বাসা মুনি তদীয় তপস্যা দর্শনার্থ আগত হইলেন। তিনি তথায় আগমন পূর্ব্বক ক্ষুধাপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমার চিত্ত ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়াছে, আমাকে আহারীয় প্রদান কর। হে দ্বিজ। ক্ষুধাশান্ত্যর্থ আমাকে

পায়সং শুচিমুষ্ণং তু শীঘ্রং ক্ষুৎক্ষান্তয়ে দ্বিজ॥৪৮

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশ্বামিত্রঃ প্রযত্নতঃ।
স্থাল্যাং পায়সমাদায় তং সমভ্যুপস্থিতঃ।
স্বয়ং ॥ ৪৯ ॥

তদাদায়োত্থিতং দৃষ্ট্বা দুর্ব্বাসাস্তং বিলোকয়ন্।
উবাচ মধুরং বাক্যং মুনির্জ্বলনসন্নিভঃ ॥ ৫০ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

ক্ষণং সহস্ব বিপ্রেন্দ্র স্নানার্থন্তু ব্রজাম্যহম্।

আশু উষ্ণ ও পবিত্র পায়স অর্পণ কর।৪৭-৪৮। বিশ্বামিত্র দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যত্নসহকারে স্থালীতে পায়স গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৪৯। অগ্নি-কান্তি দুর্ব্বাসা ঋষি বিশ্বামিত্রকে পায়স গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত দেখিয়া মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন। ৫০।

ক্ষণং তিষ্ঠ ক্ষণং তিষ্ঠ চাগচ্ছাম্যেব সাম্প্রতং।
ইত্যুক্ত্বা স জগামাশু দুর্ব্বাসা স্বাশ্রমং তদা॥৫১॥
বিশ্বামিত্রস্তপোনিষ্ঠস্তদা স্থাণুরিবাচলঃ।
বর্ষাণান্তু সহস্রং বৈ তস্থৌ স্থিরমতিস্তদা॥ ৫২॥
তস্য শুশ্রূষণপরো মুনিঃ কৌৎসো যতব্রতঃ।
বভূব পরমোদারমতির্বিগতমৎসরঃ॥ ৫৩॥

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র। ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি এখন স্নানার্থ গমন করিতেছি। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই আসিতেছি। দুর্ব্বাসা এই বলিয়াই স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ৫১। তখন স্থিরমতি বিশ্বামিত্র তপোনিষ্ঠ হইয়া সহস্রবর্ষ যাবৎ তথায় স্থাণুবৎ অচল হইয়া রহিলেন। ৫২। পরম উদারমতি মাৎসর্য্যহীন কৌৎসমুনি যতব্রত হইয়া বিশ্বামিত্রের সেবায় নিরত

পুনরাগত্য স মুনিদুর্ব্বাসা গতকল্মষঃ ।
ভুক্ত্বাথ পায়সং চোষ্ণং গতবাংশ্চ নিজাশ্রমম্॥৫৪
তস্মিন্ যাতে মুনিবরে বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ ।
কৌৎসং বিদ্যাবতাং শ্রেষ্ঠং বিসসর্জ্জ গৃহং
প্রতি ॥ ৫৫ ॥
স বিসৃষ্টো গুরুং প্রাহ দক্ষিণা প্রার্থ্যতামিতি ।
বিশ্বামিত্রস্তু তং প্রাহ শুশ্রূষা তব দক্ষিণা ॥ ৫৬॥

থাকিলেন। ৫৩। অনন্তর ক্ষীণপাপী দুর্ব্বাসা পুনরায় আগমন পূর্ব্বক উষ্ণ পায়স ভোজন করিয়া নিজাশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। ৫৪। মুনিবর দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলে তপোনিধি বিশ্বামিত্র বিদ্বৎপ্রবর কৌৎসকে গৃহগমনার্থ বিদায় প্রদান করিলেন। ৫৫। কৌৎসও প্রাপ্ত-বিদায় হইয়া গুরুকে কহিলেন, ভগবন্! দক্ষিণা প্রার্থনা করুন। তখন বিশ্বামিত্র

পুনঃ প্রাহ গুরুং শিষ্যো দক্ষিণা প্রার্থ্যতামিতি।
বিশ্বামিত্রঃ পুনঃ প্রাহ শুশ্রূষা তব দক্ষিণা ॥৫৭॥
পুনঃ পুনর্গুরুং প্রাহ শিষ্যো নির্ব্বন্ধবান্ যদা।
তদা গুরুশ্চ ক্রুদ্ধস্তু শিষ্যং প্রাহ চ নিষ্ঠুরম্॥৫৮॥
সুবর্ণস্য সুবর্ণস্য চতুর্দ্দশ সমাহর।
কোটিমে দক্ষিণাং বিপ্র পশ্চাদ্‌গচ্ছ গৃহং
প্রতি॥ ৫৯ ॥

কহিলেন, তুমি যে শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাই আমার দক্ষিণা হইয়াছে। ৫৬। শিষ্য পুনরায় গুরুকে কহিলেন, ভগবন্! দক্ষিণা প্রার্থনা করুন্। বিশ্বামিত্রও পুনরায় কহিলেন, তুমি যে শুশ্রুষা করিয়াছ, তাহাই আমার দক্ষিণা হইয়াছে। ৫৭। অবশেষে পুনরায় যখন শিষ্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে গুরুকে দক্ষিণা প্রার্থনা করিতে কহিলেন, তখন গুরু

ইত্যুক্তো গুরুণা কৌৎসো বিচার্য্য সমুপাগতঃ।
কাকুৎস্থং দিগ্বিজেতারং যযাচে গুরুদক্ষিণাম্ ৬০॥
ইতি তে কারণং সর্ব্বং ময়া ভদ্রে প্রকীর্ত্তিতং।
শৃণুযাৎ শ্রদ্ধয়া যস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬১ ॥

ক্রুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে শিষ্যকে কহিলেন হে বিপ্র! চতুর্দ্দশ কোটি দিব্যবর্ণ সুবর্ণমুদ্রা আমার দক্ষিণার্থ আহরণ কর, তৎপরে গৃহে গমন করিবে। ৫৮-৫৯। কৌৎস গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াই বিবেচনা পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ী কাকুৎস্থ রঘুর নিকট সমাগত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৬০। হে কল্যাণি! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত কারণ কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হয়। ৬১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

তস্যা দক্ষিণদিগ্‌ভাগে যজ্ঞবেদী প্রকীর্ত্তিতা।
যত্র যজ্ঞো বভূবাথ রামস্য পরমাত্মনঃ॥ ১॥
তস্যাঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে অগ্নিকুণ্ডং মনোহরম্‌।
নানারত্নৈর্বিচিত্রঞ্চ কান্ত্যা তামিস্রনাশনম্‌॥ ২॥
ব্রাহ্মণা হরিভক্তাস্তু নিবসন্তি সহস্রশঃ।

শঙ্কর কহিলেন, স্বর্ণখনির দক্ষিণ দিকে যজ্ঞবেদী প্রতিষ্ঠিত। তথায় পরমাত্মা রামচন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল। ১। তাহার পশ্চিমে মনোহর অগ্নিকুণ্ড বিরাজিত। উহা নানারত্নে বিচিত্রিত এবং উহার কান্তিতে তামিস্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২। তথায় সহস্র সহস্র হরিভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন। বেদ-

অগ্নয়ঃ স্থাপিতাস্তত্র ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োগ্নয়ঃ ॥ ৩ ॥
তত্র যাত্রা প্রকর্ত্তব্যা নরৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥৪॥
অত্র যজ্ঞো মহাদানং স্তোত্রস্য পঠনং তথা।
অত্র স্নাস্যন্তি যে মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যাস্তে ন সংশয়ঃ ॥৫
স্বর্ণঞ্চান্নঞ্চ বাসাংসি দেয়ানি শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
পয়স্বিনী চ গৌর্দেয়া সবৎসা স্বর্ণশৃঙ্গিকা॥ ৬ ॥

পারগ বিপ্রগণ কর্ত্তৃক সেই স্থানে গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ৩। সেই স্থানে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যাত্রা করা মানবগণের কর্ত্তব্য। ৪। এই স্থানে যজ্ঞ, মহাদান ও স্তোত্রপাঠ করিবে। যে সকল ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করেন, তাঁহারা অমর্ত্ত্য হন সন্দেহ নাই অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ৫। শ্রদ্ধান্বিত

অত্র স্নানেন দানেন নৃণাং লক্ষ্মীঃ প্রজায়তে ৭ ॥
মার্গশীর্ষস্য কৃষ্ণায়াং পঞ্চতৌ চ বরাননে।
যাত্রা সাম্বৎসরী কার্য্যা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা ॥ ৮ ॥
যজ্ঞবেদ্যাং নরঃ কুর্য্যাৎ পিণ্ডদানং বিশেষতঃ।
গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃণাং তৃপ্তিকারকম্ ।

হইয়া এই স্থানে স্বর্ণ, অন্ন, বস্ত্র ও সবৎসা স্বর্ণশৃঙ্গী পয়স্বিনী দান করিতে হয়। ৬। এই স্থানে স্নান ও দান করিলে মানবগণের লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। ৭। হে বরাননে! অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে এই স্থানে বার্ষিকী যাত্রা হয়; ঐ যাত্রা সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফল প্রদান করে। ৮। বিশেষতঃ যজ্ঞবেদীতে পিণ্ডদান করিবে। ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা গয়াশ্রাদ্ধের সদৃশ হয় এবং তদ্দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। তথায় যে কোন পুণ্য,

যৎ পুণ্যং ক্রিয়তে তত্র অশ্বমেধসমং ভবেৎ ॥ ৯॥
যজ্ঞবেদ্যা দক্ষিণে তু সঙ্গমঃ সিদ্ধসেবিতঃ।
তিলোদকসরয্বাস্তু সঙ্গমো ভুবি বিশ্রুতঃ ॥১০॥
তত্র স্নাত্বা মহাভাগে ভবন্তি নিরুজো নরাঃ ॥১১
দশানামশ্বমেধানাং কৃতানাং যৎ ফলং ভবেৎ।
তদবাপ্নোতি ধর্ম্মাত্মা যত্র স্নাত্বা যতব্রতঃ ॥ ১২
স্বর্ণাদিকঞ্চ যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণে বেদপারগে।

কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহাই অশ্বমেধ সদৃশ হয়। ৯। যজ্ঞবেদীর দক্ষিণে সিদ্ধসেবিত সঙ্গম বিরাজিত। তিলোদকী ও সরযূ এই উভয়ের সঙ্গম ভুবনবিদিত। ১০। হে মহাভাগে! তথায় স্নান করিলে মানবগণ নীরোগী হয়।১১। দশসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যতব্রত হইয়া ঐ স্থানে স্নান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২

শুভাং গতিমবাপ্নোতি হ্যগ্নিবচ্চৈব
দীপ্যতে ॥ ১৩ ॥
তিলোদক-সরয্বাস্তু সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
দত্তান্নানি বিধানেন ন স ভূয়োভিজায়তে ১৪ ॥
উপবাসঞ্চ কৃত্বা তু বিপ্রাংশ্চ তর্পয়েন্নরঃ।
সৌত্রামণেস্তু যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥১৫॥
একাহারস্তু যস্তিষ্ঠেন্মাসং তত্র যতব্রতঃ।

যে ব্যক্তি ঐ স্থানে বেদপারগ ব্রাহ্মণের হস্তে স্বর্ণদান করে, সে শুভগতি প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নিবৎ দীপ্ততেজা হইয়া থাকে। ১৩। লোক-বিশ্রুত তিলোদকী-সরযূ-সঙ্গমে বিধানে অন্নদান করিলে তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ১৪। যে ব্যক্তি তথায় উপবাস পূর্ব্বক বিপ্রগণের তৃপ্তিসাধন করে, সে সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৫। যে ব্যক্তি যতব্রত

যাবজ্জীবকৃতং পাপসহস্রং তস্য নশ্যতি।
অমায়াঞ্চৈব ভাদ্রস্য যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ ॥১৬
রামেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং নদী সিন্ধুস্থিতা পরা।
সিন্ধুজল-তরঙ্গানাং জলপানায় সুব্রতে ॥ ১৭ ॥
তিলবচ্ছ্যামমুদকং যতস্তস্যাঃ সদা বভৌ।
তিলোদকীতি সা খ্যাতা পুণ্যতোয়া চ সা
নদী ॥ ১৮ ॥

ও একাহারী হইয়া এক মাস তথায় বসতি করে, তাহার যাবজ্জীবনকৃত পাপসহস্র বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে ঐ তীর্থের সাম্বৎসরিকী যাত্রা হয়।১৬। হে সুব্রতে! পূর্ব্বে রামচন্দ্র সিন্ধুভব তরঙ্গের জলপানার্থ সিন্ধুস্থিতা নদীর সৃজন করিয়াছিলেন। ১৭। ঐ নদীর জল সর্ব্বদা তিলবৎ শ্যামলবর্ণ হইয়া শোভা পায়, এই জন্যই সেই

সঙ্গমাদন্যতো তস্যাং তিলোদক্যাং শুচিব্রতে।
স্নাতো বিমুচ্যতে পাপৈঃ সপ্তজন্মার্জ্জিতৈ-
রপি ॥ ১৯

তস্মাত্তিলোদক-স্নানং সর্ব্বপাপহরং প্রিয়ে।
কর্ত্তব্যঞ্চ বিশেষেণ প্রাণিভির্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২০
স্নানং দানং তপো হোমঃ সর্ব্বমক্ষয়তাং
ব্রজেৎ ॥২১॥

পুণ্যতোয়া মহানদী তিলোদকী নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮। হে শুচিব্রতে! সঙ্গম ব্যতীত তিলোদকীর অন্য স্থানে স্নান করিলেও শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৯। হে প্রিয়ে! এই হেতুই বিশেষতঃ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী প্রাণীগণ সর্ব্বপাপহর তিলোদকী-স্নান করিবে। ২০। এই স্থানেও স্নান, দান, তপ, হোম যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অক্ষয়

তিলোদকী-সরয়্বাশ্চ পশ্চিমে চ তটে স্থিতা
অশোকবাটিকা নাম্না রামচন্দ্রস্য শোভনে ॥২২॥
চন্দনাগুরুচূতৈশ্চ তুঙ্গকালেপকৈরপি।
দেবদারুবনৈশ্চাপি সমন্তাদ্রূপশোভিতা ॥ ২৩ ॥
চম্পকাগুরুপুন্নাগ মধুকপনসাশনৈঃ।
শোভিতা পারিজাতৈশ্চ বিধূমজ্বলনপ্রভৈঃ ॥২৪॥
লোধ্র নীপার্জ্জুনৈর্নাগৈঃ সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ।
মন্দার-কদলীগুল্মলতাজালসমাবৃতা ॥ ২৫ ॥

থাকে। ২১। হে সুন্দরি! তিলোদকী ও সর-যূর পশ্চিমতটে রামচন্দ্রের অশোকবাটিকা বিরাজিত। ২২। উহা চন্দন, অগুরু, চুত, তুঙ্গক, লেপক, দেবদারু প্রভৃতি পাদপরাজিতে সমন্তাৎ পরিশোভিতা। ২৩। উহা চম্পক, পুন্নাগ, মধুক, পনস, অশন, পারিজাত প্রভৃতি বিধূমাগ্নিসন্নিভ বৃক্ষে বিমণ্ডিতা। ২৪ উহা
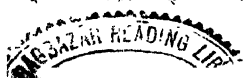
প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ তথা বকুলকৈরপি।
জম্বুভির্দাড়িমৈশ্চৈব কোবিদারৈশ্চ শোভিতা।
সর্ব্বদা কুসুমৈরন্যৈঃ ফলবদ্ভির্মনোরমৈঃ॥ ২৬॥
দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরপল্লবৈঃ।
তথৈব তরুভির্দিব্যৈঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতৈঃ॥২৭
চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যমত্তভ্রমসংকুলৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ
পক্ষিভিঃ॥ ২৮

লোধ্র, নীপ, অর্জ্জুন, নাগ, সপ্তপর্ণ, অতিমুক্ত, মন্দার, কদলী এবং গুল্ম ও লতাজালে সমাবৃতা। ঐ বাটিকা প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম, কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষে পরিশোভিতা। উহা নিরন্তর রমণীয় পুষ্প-বৃক্ষে, মনোরম ফলবান্ বৃক্ষে, দিব্যগন্ধী ও দিব্য-রসোপেত বৃক্ষাঙ্কুর-পল্লবে, চারুপল্লব-

শোভিতা শতশশ্চিত্রৈশ্চ তবৃক্ষাবতংসকৈঃ।
শাতকুম্ভনিভাঃ কেচিৎ কেচিদগ্নিশিখো-
মপাঃ ॥ ২৯

নীলাঞ্জননিভাঃ কেচিৎ ভান্তি তত্রস্ম পাদপাঃ ৩০॥
স্থরভীণি চ পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
দীর্ঘিকা বিবিধাকারাঃ পূর্ণাঃ পরমবারিণা ॥৩১

পুষ্পাঢ্য, মত্তভ্রমরসংকুল, এবং শিল্পিকল্পিতবৎ দিব্য তরুতে বিরাজিত। ঐ স্থান অসংখ্য পাদপরাজি দ্বারা শোভিত এবং সেই সকল বৃক্ষ কোকিল, ভ্রমর ও নানাবিধ বিহঙ্গকুলে সমাকীর্ণ। সেই স্থানে কতকগুলি শাতকুম্ভ সদৃশ, কতকগুলি অগ্নিশিখোপম, এবং কতকগুলি বা নীলমেঘসদৃশ পাদপ শোভা পাইতেছে। ২৫-৩০। তথায় স্নুগন্ধ পুষ্প সকল, বিবিধ মাল্যদাম এবং দিব্য বারিপূর্ণ বিবিধা

মাণিক্যকৃতসোপানাঃ স্ফাটিকান্তর-
কুট্টিমাঃ।
ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
দাত্যূহশুকসংঘুষ্টা হংসসারসনাদিতাঃ॥ ৩২॥
তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ।
প্রাকারৈর্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলা-
তলৈঃ॥ ৩৩॥

কার দীর্ঘিকা বিরাজিত আছে। ৩১। ঐ সকল দীর্ঘিকার সোপান মাণিক্যে খচিত এবং স্ফটিকমণিতে বিমণ্ডিত। ঐ সকল দীর্ঘিকা বিকসিত পদ্ম ও উৎপলবনে শোভিত এবং চক্রবাকে পরিশোভিত। উহা দাত্যূহ ও শুক-পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং হংস-সারসদ্বারা প্রতি-নাদিত। ৩২। ঐ সমস্ত দীর্ঘিকা তীরজাত পুষ্পশবল তরু দ্বারা উপশোভিত, বিবিধাকার

তত্রৈব চ নগোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভৈঃ।
শাদ্বলৈঃ পরমৈর্যুক্তাঃ পুষ্পিতদ্রুমকাননাঃ ॥৩৪॥
তত্র সংঘর্ষজাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাং।
প্রস্তরাঃ পুষ্পশবলা নভস্তারাগণৈরিব ॥ ৩৫ ॥
নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য বনং চৈত্ররথং যথা।
তথা ভাতং হি রামস্য কাননং তন্নিবেশি-
তম্ ॥ ৩৬ ॥
বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাপাদপ-শোভিতাং।

প্রকারে বেষ্টিত এবং শিলাসমূহে বিমণ্ডিত।৩৩। তথায় বৈদূর্য্যমণি-সন্নিভ শাদ্বলে সমাকীর্ণ পুষ্পদ্রুম কানন শোভা পাইতেছে। ৩৪। তথায় ঘনসন্নিবিষ্ট পুষ্পতরুর পুষ্পসকল তারাগণের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। ৩৫। ইন্দ্রের নন্দনকানন ও চৈত্ররথবনের ন্যায় রামচন্দ্রের সেই অপূর্ব্ব কানন পরিশোভিত।৩৬।

অশোকবাটিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ ॥৩৭
আসনে চ শুভাকারে পুষ্পপ্রাকারশোভিতে।
কুশাস্তরণসঙ্কীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ ॥ ৩৮ ॥
সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কং শুচিং।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥ ৩৯ ॥
ভোজনানি সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ।

একদা রঘুনন্দন বহুসংখ্য আসন ও গৃহ-সমাকীর্ণ, লতাপাদপশোভিত মনোহর অশোক-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া পুষ্পপ্রাকারশোভিত কুশাস্তরণসংকীর্ণ মনোহরাকৃতি আসনে উপ-বেশন করিলেন। ৩৭-৩৮। ইন্দ্র যেমন শচীকে পানভোজনাদি প্রদান করেন, সেইরূপ ককুৎস্থ-কুলতিলক রামও সীতাকে বাহুযোগে ধারণ করিয়া পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইলেন। ৩৯। কিঙ্করগণ রামচন্দ্রের জন্য

রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্ ॥ ৪০॥
অপ্সরোগণসংঘাশ্চ কিন্নরীণাং গণাস্তথা।
যক্ষাণাং রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ।
উপনৃত্যন্তি রাজস্তা নৃত্যগীতবিশারদাঃ॥ ৪১
মনোভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ।
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ ॥৪২॥
স তয়া সীতয়া সার্দ্ধমাসীনো বিররাজ হ।

আহারীয় ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফলসকল আশু আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৪০। নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরাগণ, কিন্নরীগণ ও রূপবতী যক্ষাঙ্গনারা মধুপানে মত্ত হইয়া রাজা রামচন্দ্রের পুরোভাগে নৃত্য করিতে লাগিল।৪১। ধর্ম্মাত্মা লোকরঞ্জন রামচন্দ্র সেই সকল পরম-বিভূষিত মনোভিরামা রামাগণকে লইয়া সতত বিহার করিতে লাগিলেন। ৪২

অরুন্ধত্যা সহাসীনো বসিষ্ঠ ইব তেজসা ॥৪৩॥
এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরসুতোপমাম্।
রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ ॥৪৪॥
তথা তয়ো[illegible]হরতোঃ সীতারাঘবয়োশ্চিরম্ ॥৪৫
তস্যাং তু বাটিকায়াং চ সীতাকুণ্ডং বিরাজতে।
সীতায়া কিল তৎকুণ্ডং স্বয়মেব
বিনির্ম্মিতম্ ॥৪৬॥

অরুন্ধতীসহ বশিষ্ঠের ন্যায় তিনিও সীতা সহ সুখাসীন হইয়া স্বতেজে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৪৩। এই প্রকারে তিনি আনন্দিত হইয়া প্রত্যহ সুরবালা সদৃশী বৈদেহীকে লইয়া দেববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৪। এইরূপে রাম ও সীতা উভয়ে বিহার করিতে করিতে বহুকাল সমতীত হইল। ৪৫। সেই অশোকবাটিকাতেই সীতাকুণ্ড বিরাজ করি

রামস্য বরদানেন মহাফলনিধীকৃতম্ ॥৪৭॥

শ্রীরাম উবাচ।

শৃণু সীতে প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ভুবি যাদৃশম্।
তব কুণ্ডস্য সুভগে ত্বৎপ্রীত্যা কথয়াম্যহম্ ॥৪৮
অত্র স্নানং চ দানং চ জপো হোমস্তপস্তথা।
সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি বিধানেন শুচিস্মিতে ॥৪৯

তেছে। সীতা স্বয়ং সেই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৪৬। রামদত্ত বরে সেই কুণ্ড মহাফলের আধার হইয়াছে। ৪৭।

রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, হে সীতে! হে সুভগে! ধরাতলে ত্বদীয় কুণ্ডের মাহাত্ম্য যেরূপ খ্যাত আছে, তোমার প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৮। হে শুচিস্মিতে! এই স্থানে স্নান, দান, জপ, তপস্যা যাহা কিছু বিধানে করা যায়, তাহাই

মার্গকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং তত্র স্নানং বিশেষতঃ।
সর্ব্বপাপহরং দেবি সর্ব্বদা স্নায়িনাং নৃণাম্ ॥৫০
ইতি রামো বরান্ দত্ত্বা সীতায়ৈ তু প্রজাপ্রিয়ঃ,
তদা প্রভৃতি সর্ব্বত্র তত্তীর্থং ভুবি পপ্রথে ॥৫১
সীতাকুণ্ডমিতি খ্যাতং তীর্থেষু পরমাদ্ভুতম্।
তস্মিন তীর্থে নরঃ স্নাত্বা রামচন্দ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥৫২

অক্ষয় হয়। ৪৯। হে দেবি! অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে এ। স্থানে স্নান করিবে। এই স্থানে সর্ব্বদা স্নান করিলে মানবগণের পাপহরণ হয়। ৫০। প্রজাপ্রিয় রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ বর প্রদান করিলে তদবধিই এই স্থান সীতাকুণ্ড তীর্থ বলিয়া ধরাতলে প্রথিত হইয়াছে। এই তীর্থ অন্যান্য তীর্থমধ্যে পরমাদ্ভুত। এই স্থানে স্নান করিলে সেই ব্যক্তি রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত

তত্র স্নানেন দানেন তপসা চ বিশেষতঃ।
ধূপৈর্দীপৈঃ স নৈবেদ্যৈর্নানাবিভববিস্তরৈঃ।
রামং সসীতং সম্পূজ্য মুক্তঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥৫৩
মার্গমাসে নরঃ স্নাত্বা গর্ভবাসক্ষয়ো ভবেৎ।
অন্যদাপি নরঃ স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥৫৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তীর্থমন্যচ্ছুভাবহম্ ॥৫৫

হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ স্থানে স্নান দান ও তপস্যা করিলে রামচন্দ্রলাভ হয়। ৫১-৫২। এই স্থানে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি নানা উপচারে রাম-সীতার পূজা করিলে মুক্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই। ৫৩। এই স্থানে অগ্রহায়ণ মাসে স্নান করিলে গর্ভবাস ক্ষয় এবং অন্য সময়ে স্নানে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।৫৪।

শঙ্কর কহিলেন, অতঃপর অন্য শুভাবহ

সীতাকুণ্ডাৎ পশ্চিমে তু মহাবিদ্যাভিধং মহৎ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ সিদ্ধয়ঃ স্যুঃ করে স্থিতাঃ ॥৫৬
তদগ্রে সরসি স্নাত্বা মহাবিদ্যাং তু যো নরঃ।
শ্যতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স যাতি পরমাং
গতিম্ ॥ ৫৭ ॥
সিদ্ধপীঠমিতি খ্যাতং সর্ব্বপ্রত্যয়কারকম্।
ধূপং দীপং চ নৈবেদ্যং মন্ত্রেণানেন কারয়েৎ॥৫৮

তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি। ৫৫। সীতাকুণ্ড হইতে পশ্চিমদিকে মহাবিদ্যা বিরাজিত। সেই স্থান দর্শনমাত্র সর্ব্বসিদ্ধি করগত হয়।৫৬। সেই স্থানের সম্মুখস্থ সরোবরে স্নান পূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মহাবিদ্যাকে দর্শন করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ৫৭। এই ান সর্ব্বপ্রত্যয়কারক সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই স্থানে যথাযথ মন্ত্র উচ্চারণ

আদৌ প্রণবমুচ্চার্য্য নমঃ পশ্চাত্তু কীর্ত্তয়েৎ
চতুর্থ্যন্তা মহাবিদ্যা ততঃ স্তোত্রমুদীরয়েৎ ।
ভক্ত্যা পরময়া দেবি স্তুতিং কুর্য্যাৎ
সমাহিতঃ ॥ ৫৯
যে ত্বাং দেবি মহেশ্বরি প্রতিদিনং ধ্যায়ন্তি
পূজাপরা

করিয়া মহাবিদ্যাকে ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্য প্রদান করিতে হয় । প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ করিয়া তৎপরে নমঃ শব্দ এবং সর্ব্বশেষে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত মহাবিদ্যা প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ ওঁ নমো মহাবিদ্যায়ৈ এই মন্ত্রে অর্পণ করিতে হয় । এই প্রকার পূজা করিয়া পরে স্তোত্র পাঠ করিবে । হে দেবি ! সমাহিত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে স্তুতি করা কর্ত্তব্য । ৫৮-৫৯ । হে দেবি ! যে সকল ব্যক্তি

স্তে তে মত্তগজা মদচ্যুতিহতদ্বারাস্তধূলীচয়াঃ।
যে ত্বন্মন্ত্রবরং জপন্তিবিধিবত্তে দেবি
লোকেশ্বরা
যে নিষ্কামতয়া ভজন্তি ভবতীং তে মুক্তি-
ভাজোঽচিরাৎ ॥ ৬০
মন্ত্রং যঃ শ্রদ্ধয়া দেবি শৈবং শাক্তমথাপি বা।
গাণপত্যং বৈষ্ণবং চ তত্র যঃ প্রয়তো নরঃ ॥৬১

প্রতিদিন পূজাপরায়ণ হইয়া তোমাকে ধ্যান করে, তাহারা মদচ্যুতিপরায়ণ মত্তগজবৎ মহাবলী হয়; যাহারা বিধানে তোমার মন্ত্র জপ করে, তাহারা লোকেশ্বর সদৃশ হইয়া থাকে এবং যাহারা নিষ্কামভাবে তোমাকে ভজনা করে, তাহারা আশু মুক্তিভাগী হয়।৬০। হে দেবি! যে ব্যক্তি প্রয়ত ও একাগ্রমনাঃ

একাগ্রমানসো ভূত্বা হ্যারাধৈব তু তান্ সুরান্।
তস্য সিদ্ধির্ভবেন্নূনং চমৎকারো ভবেন্নরঃ ॥৬২
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যম্ জপাদিকমতন্দ্রিতৈঃ ।
প্রতিমাসস্য চাষ্টম্যাং যাত্রা স্যাৎ প্রতি-
মাসিকী ॥ ৬৩
দেয়ান্যন্নানি বহুশো নানাবিধফলানি চ।
ক্ষীরেণ স্নাপনং কার্য্যং পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥৬৪

হইয়া শৈব, শাক্ত, গাণপত্য বা বৈষ্ণব মন্ত্র জপ পূর্ব্বক তত্তদ্দেবতার আরাধনা করে, নিশ্চয় তাহার সিদ্ধিলাভ হয় এবং সেই ব্যক্তিই কৃতার্থ হইয়া থাকে । ৬১-৬২। অতএব অতন্দ্রিত হইয়া এই স্থানে জপ করা কর্ত্তব্য। প্রতি মাসের অষ্টমী তিথিতে এই স্থানে মাসিকী যাত্রা হয়। ৬৩। এই স্থানে নানাবিধ

উচ্চাটনং মোহনং চ স্তম্ভনং চ বিশেষতঃ।*
অত্র প্রজপ্তো যত্নেন মন্ত্রঃ সর্ব্বোপি সিধ্যতি ॥৬৫
সিদ্ধপীঠে পরো মোক্ষো বশীকরণমুত্তমম্।
জপো হোমস্তথা দানং সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥৬৬

ফল ও ভূরিপরিমেত অন্ন দান করিবে এবং যত্ন সহকারে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইয়া দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য। ৬৪। উচ্চাটন, মোহন, স্তম্ভন, বিশেষতঃ এই স্থানে যত্ন সহকারে মন্ত্র জপ করিলে তৎসমস্তই সিদ্ধ হয়। ৬৫। এই সিদ্ধপীঠে পরম মোক্ষ লাভ করা যায় এবং অনুত্তম বশীকরণ হইয়া থাকে। এই স্থানে জপ, হোম, দান যাহা কিছু করা যায়, তৎ-সমস্ত অক্ষয় হয়। ৬৬। হে দেবি! আশ্বিন

---

* স্তম্ভনং শোষণং তথা ইতি পাঠান্তরম্।

আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য নবরাত্রিষু যত্নতঃ।
তত্র গত্বা নরো দেবি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬৭

ইতি অযোধ্যাখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

মাসের শুক্লপক্ষে নবরাত্রিতে ঐ স্থানে গমন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ৬৭।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—০—

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বিদ্যাকুণ্ডাদ্দক্ষিণে তু খর্জ্জূকুণ্ডং চ বিদ্যতে।
যত্র স্নাত্বা নরো রোগাৎ কণ্ড্বাদিভ্যো
বিমুচ্যতে ॥১

রবিবারে তস্য যাত্রা কর্ত্তব্যা সুবিচক্ষণৈঃ।
বিদ্যাকুণ্ডাৎ পশ্চিমে চ পর্ব্বতো রাজতে
প্রিয়ে ॥২

শঙ্কর কহিলেন, বিদ্যাকুণ্ডের দক্ষিণদিকে খর্জ্জূকুণ্ড বিরাজিত। তথায় স্নান করিলে মানব কণ্ডু প্রভৃতি রোগ হইতে বিমুক্ত হয়।১। বিচক্ষণগণ রবিবার ঐ তীর্থের যাত্রা করিবে।

নানাবৃক্ষলতাগুল্মৈঃ পরিতঃ পরিবারিতঃ।
তিলোদকীপরিসরে যত্র বাতি সদা নদী ॥৩॥
একদা জানকী ভদ্রে রামং বচনমব্রবীৎ।
প্রসন্নমানসং জ্ঞাত্বা ক্রীড়িতুং কৃতমানসা ॥৪

জানক্যুবাচ।

রাঘবেন্দ্র মহারাজ যদি তুষ্টোসি মে প্রভো।
ক্রীড়ার্থং পর্ব্বতং দিব্যং সমানয় রঘূত্তম ॥৫

হে প্রিয়ে! বিদ্যাকুণ্ডের পশ্চিমদিকে একটি পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। ২। উহা সমন্তাৎ নানাবিধ লতা-গুল্মে পরিবেষ্টিত। উহার পরিসরে তিলোদকী নদী সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছেন। ৩। হে কল্যাণি! একদা জানকী দেবী রামচন্দ্রকে প্রসন্নমনা দর্শনে ক্রীড়ার্থ সমুৎসুকী হইয়া কহিতে লাগিলেন। ৪।

জানকী কহিলেন, হে রামচন্দ্র! হে

সস্মার গরুড়ং রামঃ শীঘ্রমাগত্য পক্ষিরাট্।
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠং কিং কার্য্যং তদ্বদ প্রভো॥৬॥

রাম উবাচ।

বৈনতেয় ত্বয়া গত্বা কৌবের্য্যা দিশি শীঘ্রতঃ।
আনেতব্যঃ খগশ্রেষ্ঠ মণিপর্ব্বতকঃ শুভঃ॥ ৭ ॥

মহারাজ! হে প্রভো! হে রঘূত্তম! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে ক্রীড়ার্থ দিব্য পর্ব্বতকে এই স্থানে আনয়ন কর। ৫। তখন রামচন্দ্র গরুড়কে স্মরণ করিলেন। বিহগরাজও আশু আগমন পূর্ব্বক মনোহর বচনে কহিল, হে প্রভো! কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন্। ৬।

রাম কহিলেন, হে বৈনতেয়! হে খগপতে! তুমি অবিলম্বে উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক কল্যাণকর মণিপর্ব্বতকে আনয়ন

বৈনতেয়স্ততো গত্বা পর্ব্বতং মণিনা যুতং।
আনীয় রামচন্দ্রায় নমস্কৃত্য পুরঃ স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

গরুড় উবাচ।

আনীতঃ পর্ব্বতো দিব্যঃ স্থাপনার্থং স্থলং বদ।
রামচন্দ্র মহাবাহো জানকীপ্রীতি-বর্দ্ধনম্ ॥ ৯ ॥

রাম উবাচ।

বিদ্যাকুণ্ডাৎ পশ্চিমে তু সমীপে স্থাপ্যতাঙ্গিরিঃ।

কর। ৭। গরুড় (আদেশপ্রাপ্তমাত্র) গমন পূর্ব্বক মণি-বিরাজিত পর্ব্বত আনয়ন করত রামচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়-মান হইল। ৮।

গরুড় কহিল, হে রামচন্দ্র ! হে মহাবাহো ! দিব্য পর্ব্বত আনয়ন করিয়াছি, ইহা স্থাপনার্থ জানকীপ্রীতিকর স্থান নির্দ্দেশ করুন্। ৯।

রাম কহিলেন, বিদ্যাকুণ্ডের পশ্চিমদিকে

জানকীপ্রীতিজননঃ পর্ব্বতো মণিসংজ্ঞকঃ ॥১০

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা স্থাপয়ামাস পর্ব্বতং।
তার্ক্ষ্যো রামং নমস্কৃত্য পরিক্রম্য দিবং যযৌ ॥ ১১ ॥

রাঘবো জানকীং প্রাহ দৃশ্যতাং মণিপর্ব্বত
সখীভিঃ ক্রীড্যতাং সার্দ্ধং ত্বয়া জনকনন্দিনি ॥ ১২ ॥

জানকী পর্ব্বতং দৃষ্ট্বা ততশ্চালিভিরাগতা।

জানকীপ্রীতিকর মণিপর্ব্বত স্থাপন কর। ১০ গরুড় রামের বচন শ্রবণ পূর্ব্বক পর্ব্বতকে স্থাপনা করিয়া রামকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করত শূন্যমার্গে প্রস্থিত হইল। ১১। রামচন্দ্র জানকীকে কহিলেন, হে জনকনন্দিনি! মণিগিরি দর্শন কর এবং সখীগণের সহিত উহাতে ক্রীড়া কর। ১২। জনকনন্দিনী

চকার ক্রীড়াং সা নিত্যং সখীভির্জনকাত্মজা ১৩॥
মেরুমন্দরতুল্যোপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
তৎক্ষণাৎ নাশমায়াতি মণিপর্ব্বতদর্শনাৎ ॥১৪ ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতং।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি মণিপর্ব্বতদর্শনাৎ॥ ১৫ ॥
পর্ব্বতাদ্দক্ষিণে ভাগে গাণেশং কুণ্ডমুত্তমং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ১৬॥

জানকী সেই পর্ব্বত দর্শন পূর্ব্বক সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যহ তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৩। সেই মণিপর্ব্বত দর্শন করিলে সুমেরু বা মন্দবতুল্য পাপরাশিও আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৪। সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, মণিপর্ব্বত দর্শন করিলে তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৫। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে অত্যুত্তম গণেশকুণ্ড

মাঘে মাসি চতুর্থ্যাস্তু কৃষ্ণপক্ষে বরাননে।
যাত্রা সাম্বৎসরী কার্য্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী ১৭ ॥
গণেশং পূজয়েৎ তত্র ব্রতী তু সুবিচক্ষণঃ।
ধূপং দীপং চ নৈবেদ্যং মন্ত্রেণানেন কারয়েৎ ১৮॥
ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায় পূজা কার্য্যা যতাত্মনা।
স্তুতিঃ প্রসন্নচিত্তেন কর্ত্তব্যা তস্য প্রীতয়ে ১৯ ॥

বিরাজিত আছে, তাথায় স্নান ও দান করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৬। হে বরাননে! মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী তিথিতে ঐ স্থানে সর্ব্বপাপনাশিনী বার্ষিকী যাত্রা করিতে হয়। ১৭। বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রতবান্ হইয়া ঐ স্থানে গণেশের পূজা করিবে এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। ১৮। যতাত্মা হইয়া ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায় এই মন্ত্রে পূজা করিবে এবং প্রসন্ন

সিন্দূরপূরারুণবারণাস্যো
দাস্যোদ্যতানাং সকলার্থদাতা।
বিদ্যাব্ধিমজ্জজ্জনতাবলম্বো
লম্বোদরো মে হৃদয়ে সদাস্তু ॥২০॥
নীলাঞ্জনাভং গজতুণ্ডবক্ত্রং
শক্রং গৃহীত্বা নিজপুষ্করেণ।
উচ্চালয়ন্তং গগনে গণেশং
ধ্যায়েচ্চ নিত্যং বিধিবন্মনুষ্যঃ ॥২১॥

চিত্তে গণপতিপ্রীত্যর্থ তাঁহার স্তব করিবে।১৯
যিনি সিন্দূরপূরবৎ অরুণবর্ণ, গজানন, যিনি তদীয় দাস্যানুষ্ঠানে উদ্যত ব্যক্তিগণের সকলার্থ প্রদান করেন, যিনি বিদ্যাসাগরে নিমগ্ন মানববর্গের একমাত্র অবলম্বন এবং যিনি লম্বোদর, সেই গণপতি নিরন্তর আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন্।২০। যিনি নিজ শুণ্ডদণ্ড

গণেশাৎ পশ্চিমে ভাগে রাজ্ঞো দশরথস্য হি।
কুণ্ডং মনোরমং রম্যং মণিসোপাননির্ম্মিতম্ ২২
তস্মাৎ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে কৌশল্যাকুণ্ডমুত্তমং।
তত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বসৌখ্যং প্রজায়তে ২৩ ॥
ভাদ্রে মাসি পূর্ণিমায়াং দ্বয়োর্যাত্রা শুভপ্রদা।

দ্বারা শত্রুকে ধারণপূর্ব্বক গগনে উৎক্ষিপ্ত করেন, সেই নীলাঞ্জনসন্নিভ গজতুণ্ডবক্ত্র গণেশদেবকে নিত্য বিধানে ধ্যান করিবে। ২১। গণেশকুণ্ডের পশ্চিম দিকে রাজা দশরথের মনোরম, রমণীয়, মণিময়-সোপাননির্ম্মিত কুণ্ড বিরাজিত। ২২। তাহার পশ্চিমে অত্যুত্তম কৌশল্যাকুণ্ড। সেই স্থানে স্নান ও দান করিলে সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ হয়। ২৩। ভাদ্র মাসের পূর্ণিম দশরথকুণ্ড ল্যাকুণ্ড এই উভয়ের শুভকরী যাত্রা হইয়া

সুমিত্রায়াস্তথা কুণ্ডং পশ্চিমে শুভদায়কম্ ॥২৪॥
ভরতেন কৃতং কুণ্ডং দক্ষিণে পাপনাশনং।
যাত্রা কুণ্ডদ্বয়ে কার্য্যা ভাদ্রদর্শে শুভাবহা ॥২৫॥
তস্মান্নৈঋর্ত্যদিগ্‌ভাগে দুর্ভরাখ্যং সরঃ শুভং।
মহাভরে পরে তীর্থে তথা দুর্ভরসংজ্ঞকে ॥২৬॥
ভাদ্রে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যঃ স্নায়াৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

থাকে। কৌশল্যাকুণ্ডের পশ্চিম দিকে শুভপ্রদ সুমিত্রাকুণ্ড অধিষ্ঠিত। ২৪। উহার দক্ষিণে ভরতকৃত পাপনাশন কুণ্ড বিদ্যমান আছে। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সুমিত্রাকুণ্ড ও ভরতকুণ্ড এই উভয়ের শুভপ্রদ যাত্রা করিতে হয়। ২৫। ঐ স্থান হইতে নৈঋত কোণে দুর্ভরাখ্য নামক শুভকর সরোবর। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দুর্ভরসংজ্ঞক পরম তীর্থে ও মহাভর তীর্থে স্নান

শিবপূজাং বিষ্ণুপূজাং দ্বিজপূজাং বিশেষতঃ ॥২৭
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা বাঞ্ছিতার্থমিহাপ্নুয়াৎ।
বিষ্ণুরুদ্রৌ চ তস্যাস্তাং সুপ্রসন্নৌ সনাতনৌ ॥২৮
তয়োঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মহাভরো দুর্ভরশ্চ ভ্রাতরৌ দ্বৌ সমাগতৌ ২৯ ॥
সদাকমলপুষ্পাণাং ভারেণ কৃতজীবিকৌ।

করে, বিশেষতঃ ভক্তিসহকারে শিবপূজা, বিষ্ণু-পূজা ও দ্বিজপূজা করে, তাহার বাঞ্ছিতার্থ লাভ হয়। সনাতন বিষ্ণু ও রুদ্র উভয়ে প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা ঐ স্থানে অবস্থিত আছেন। ২৬-২৮। মহাভর ও দুর্ভর এই তীর্থদ্বয়কে স্মরণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। মহা-ভর ও দুর্ভর নামক ভ্রাতৃদ্বয় ঐ স্থানে সমাগত হইয়া (তীর্থরূপে) বিরাজিত আছেন। ২৯। উহারা নিরন্তর কমলপুষ্পভার দ্বারা জীবিক

পুষ্পভারসমাযুক্তাবাগতৌ তত্র শোভনে ॥৩০ ॥
যত্র বিষ্ণুশিবৌ স্যাতাং মন্ত্রয়ন্তৌ ভুবস্থলে।
তত্রৈব স্থাপিতো ভারঃ কমলানাং শুভাননে ৩৫
তেন তুষ্টৌ তু তৌ দেবাবূচতুঃ প্রীতমানসৌ।
নাম্না তু যুবয়োরত্র তীর্থে পুণ্যে ভবিষ্যতঃ ॥৩২
নরো বা যদি বা নারী স্নানমত্র করিষ্যতঃ।

নির্ব্বাহ করে। হে সুন্দরি! উহারা পুষ্পভার-যুক্ত হইয়াই আগমন করিয়াছে। ৩০। হে শুভাননে! ধরাতলে যে স্থানে বিষ্ণু ও শিব উভয়েই অধিষ্ঠিত আছেন, সেই স্থানেই কমলভার স্থাপিত হইয়াছে। ৩১। বিষ্ণু ও রুদ্র উভয়ে প্রীতচিত্ত হইয়া ঐ দুর্ভর ও মহা-ভরকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ নামে এই স্থানে পুণ্যতীর্থরূপে বিরাজ করিবে। ৩২। কি নর, কি নারী, যে কেহ এই

বাঞ্ছিতার্থসমাযুক্তৌ দ্বাবপ্যত্র ভবিষ্যতঃ ॥ ৩৩ ॥
মহাভরাৎ তু বায়ব্যে যোগিনীকুণ্ডমুত্তমং।
যত্রাসতে চতুঃষষ্টি-যোগিন্যো জলসংস্থিতাঃ ৩৪॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিদং নৃণাং স্ত্রীণাং চৈব বিশেষতঃ।
সংস্নাতব্যং প্রযত্নেন যোগিনীপ্রীতয়ে নৃভিঃ॥ ৩৫
অত্র স্নানং তথা দানং সর্ব্বং সফলতাং ব্রজেৎ।

স্থানে স্নান করিবে, তাহারা বাঞ্ছিতার্থ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। ৩৩। মহাভর হইতে বায়ুকোণে অত্যুত্তম যোগিনীকুণ্ড বিদ্যমান আছে। সেই স্থানে চতুঃষষ্টি যোগিনী জলস্থিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ৩৪। ঐ স্থান মানবগণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। যোগিনীগণের প্রীত্যর্থ যত্ন সহকারে তথায় স্নান করা মানবগণের কর্ত্তব্য। ৩৫। এই স্থানে স্নান বা দান যাহা

যক্ষিণী প্রথমং সিদ্ধা ভবত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
যোগিনীকুণ্ডতঃ পূর্ব্বমুর্ব্বশীকুণ্ডমুত্তমং।
যত্র স্নাত্বা চোর্ব্বশী তু দেবলোকং সমাগতা ৩৭॥
পুরা কিল মুনির্ধীরো রৈভ্যো নাম তপোধনঃ।
চচার হিমবৎপার্শ্বে নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৮॥
তত্তপো বিপুলং দৃষ্ট্বা ভীতঃ সুরপতিস্তদা।

করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় হয়। প্রথমে যক্ষিণী এই স্থানে সিদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ৩৬। যোগিনীকুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে অত্যুত্তম উর্ব্বশীকুণ্ড বিরাজিত। এই স্থানেই উর্ব্বশী স্নান করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছিল। ৩৭। পূর্ব্বে কোন সময়ে রৈভ্য নামক তপোধন নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া হিমগিরির পার্শ্বে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। ৩৮। সুররাজ ইন্দ্র তদীয় বিপুল তপস্যা দর্শনে ভীত

উর্ব্বশীং প্রেষয়ামাস তপোবিঘ্নায় চাদরাৎ ৩৯॥
ততঃ সা প্রেষিতেন্দ্রেণ জগাম গজগামিনী।
উবাস হিমবৎপার্শ্বে রৈভ্যাশ্রমে হ্যনুত্তমে।৪০।
বনে ফুল্ললতাকুঞ্জে মত্তকূজৎবিহঙ্গমে।
কিন্নরীকেলিপরিতে ভ্রান্তপাণ্ডুকুরঙ্গকে॥ ৪১

হইয়া তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ উর্ব্বশীকে সাদরে প্রেরণ করিলেন। ৩৯। গজেন্দ্রগামিনী উর্ব্বশী ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হিমগিরির পার্শ্বদেশে অনুত্তম রৈভ্যাশ্রমে বাস করিতে লাগিল। ৪০। সেই তপোবন বিকসিত লতাকুঞ্জে পরিশোভিত; বিহঙ্গগণ মদমত্ত হইয়া তথায় কলনাদ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে কিন্নরীগণ ক্রীড়ায় নিরত রহিয়াছে এবং পাণ্ডুবর্ণ কুরঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে। ৪১। সেই

পুন্নাগকেশরাশোকক্লিন্নকিঞ্জল্কপিঞ্জরে ।
কল্পিতে কাঞ্চনগিরৌ দ্বিতীয় ইব বেধসা ॥৪২॥
উর্ব্বশ্যপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা লাবণ্যামৃতবাহিনী ॥৪৩।
সা হি কাঞ্চনবর্ণা তু সিক্ত-মৌক্তিকশোভিতা ।
নব যৌবনসম্পন্না তারুণ্যেন বিভূষিতা ॥ ৪৪
বিলোললোচনা সা তু কুন্দেন্দুধবলোজ্জ্বলা ॥৪৫

বনভূভাগে পুন্নাগ, কেশর, অশো
প্রভৃতি পুষ্পপুঞ্জের কিঞ্জল্ক সকল বিস্তৃ
রহিয়াছে । তথায় মনোহর কাঞ্চনগিরি
বিরাজিত, তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন বিধাতা
দ্বিতীয় সুমেরু গিরির সৃজন করিয়াছেন । ৪২ ।
লাবণ্যবতী অপ্সরোবরা উর্ব্বশী সেই আশ্রম
বনে বাস করিতে লাগিল । ৪৩ । সেই উর্ব্বশী
কাঞ্চনবর্ণা, শুভ্র মৌক্তিকে পরিশোভিত
নবযৌবনা, তারুণ্য-বিভূষিতা, চপলনয়না

কান্তস্তনস্তবকিনীমরুণাধরপল্লবাং।
সুধাগর্ভসমুদ্ভূতাং পারিজাতলতাং যথা॥ ৪৬॥
তনুমধ্যাং পৃথু-শ্রোণীং পীনোন্নতপয়োধরাং।
অপশ্যদাশ্রমে তস্মিন্ মুনিরায়তলোচনাং॥ ৪৭
বিলোক্য তাং বিশালাক্ষীং মুনির্ব্যাকু-
লিতেন্দ্রিয়ঃ।
বভূব রোষসন্তপ্তঃ শশাপ চ বহুচ্ছলাৎ॥ ৪৮॥

এবং কুন্দ ও ইন্দুবৎ দীপ্তিমতী। ৪৪—৪৫।
অনন্তর মুনিবর রৈভ্য সেই সুধাগর্ভসমুদ্ভূত পারিজাত লতিকার সদৃশী, ক্ষীণমধ্যা, পৃথু-শ্রোণী, পীনোন্নতপয়োধরা, আয়তলোচনা উর্ব্বশীকে নেত্রগোচর করিলেন। ৪৬—৪৭
ঋষিবর সেই বিশালাক্ষীকে দর্শন পূর্ব্বক ব্যাকু-লেন্দ্রিয় হওয়াতে রোষসন্তপ্ত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। ৪৮।

রৈভ্য উবাচ

কুরূপতাং যাহি ক্ষিপ্রং যা ত্বং সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা।
সমাগতা তপোবিঘ্ন-হেতবে মম সন্নিধৌ ॥ ৪৯

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ইতি শপ্তা রুষা তেন মুনিনা সা শুভেক্ষণা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনতা মুনিমাদরাৎ ॥ ৫০॥

রৈভ্য কহিলেন, তুমি যেমন সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা হইয়া তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তদ্রূপ আশু কুরূপ প্রাপ্ত হও। ৪৯।

শঙ্কর কহিলেন, মুনি রোষবশে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে সেই সুলোচনা বিনতা ও প্রাঞ্জলি হইয়া সাদরে তপোধনকে বলিতে লাগিল। ৫০।

উর্ব্বশ্যুবাচ।

ভগবন্ মে প্রসীদ ত্বং পরাধীনা যতস্ত্বহং।
মচ্ছাপস্য কথং মুক্তির্ভবিত্রী নিয়তব্রত॥ ৫১॥

রৈভ্য উবাচ।

অযোধ্যায়ামস্তি তীর্থং ত্বদ্ধাম পরমং মহৎ।
তত্র স্নানং কুরুষাদ্য সৌন্দর্য্যং পরমাপ্নুহি॥৫২
ত্বনাম্নৈব চ বিখ্যাতিং ততোঽয়ং যাস্যতি ধ্রুবং ৫৩

উর্ব্বশী কহিল, হে ভগবন্! আমি পরাধীনা, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নিয়তব্রত! কিরূপে আমার শাপ বিমোচন হইবে বলুন্। ৫১।

রৈভ্য কহিলেন, অযোধ্যায় পরম মহাতীর্থ আছে, তাহাই তোমার আবাসভূমিস্বরূপ তুমি অদ্য তথায় গমন পূর্ব্বক স্নান কর, তাহা হইলেই পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২। সেই

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

এবং সা বিপ্রবচনাদ্বিদধে সর্ব্বমাদরাৎ।
সুন্দরী সাভবৎ ক্ষিপ্রং তৎ স্থানং খ্যাতিমাযযৌ ॥ ৫৪ ॥

অত্র স্নানং তু যঃ কুর্য্যাৎ ভো দেবি বিধিবন্নরঃ।
সৌন্দর্য্যং পরমং তস্য ভবেত্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫॥

তীর্থবারি তোমার নামেই খ্যাতিপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। ৫৩।

শঙ্কর কহিলেন, উর্ব্বশী তাপসের বচনানুসারে সাদরে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া আশু সুন্দরী হইয়া উঠিল এবং সেই স্থানও তদবধি উর্ব্বশী তীর্থ নামে খ্যাত হইল। ৫৪। হে দেবি! যে ব্যক্তি এই স্থানে বিধানে স্নান করে, তাহার পরম সৌন্দর্য্য লাভ হয় সন্দেহ নাই।৫৫। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই

চাদ্রশুক্লতৃতীয়ায়াং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ ॥৫৬॥
বিষ্ণুস্তত্র জনৈঃ পূজ্যঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
এবং কুর্ব্বন্নরো নারী বিষ্ণুলোকে বসেৎ
সদা ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে অযোধ্যা-
মাহাত্ম্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

স্থানে বার্ষিকী যাত্রা হইয়া থাকে। ৫৬। এই স্থানে মানবগণ সর্ব্বকামার্থ-সিদ্ধ্যর্থ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। কি নর, কি নারী, যে কেহ হউক না কেন, এইরূপ করিলে নিরন্তর বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে। ৫৭।

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

পূর্ব্বস্মিন্নুর্ব্বশীকুণ্ডাত্তীর্থঞ্চাতিমনোহরম্।
খ্যাতং বৃহস্পতেঃ কুণ্ডং পঙ্কজৈরুপশোভিতম্॥ ১
সর্ব্বপাপপ্রশমনং পুণ্যামৃততরঙ্গকং।
যত্র সাক্ষাৎ সুরগুরুর্নির্বাসং কিল নির্ম্মমে।২॥

শঙ্কর কহিলেন, উর্ব্বশীকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে বৃহস্পতিকুণ্ড নামে পঙ্কজশোভিত মনোহর প্রসিদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান আছে। ১। উহা সর্ব্ব-পাপনাশন ও পুণ্যরূপ অমৃতের তরঙ্গস্বরূপ। ঐ স্থানে সাক্ষাৎ সুরগুরু বৃহস্পতি বাসস্থান

যজ্ঞঞ্চ বিধিবচ্চক্রে বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
নানামুনিগণৈর্জুষ্টং রম্যং বহুফলপ্রদম্॥ ৩॥
ইন্দ্রাদয়োপি বিবুধা যত্র স্নাতাঃ প্রযত্নতঃ।
মনোভীষ্টফলপ্রাপ্তি-সৌন্দর্য্যোদয়তুন্দিলাঃ॥ ৪
যত্র স্নানেন দানেন নরো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
ভাদ্রে শুক্লে চ পঞ্চম্যাং যাত্রা তত্র ফলপ্রদা॥৫।

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২। ঐ স্থানে উদারমতি বৃহস্পতি মুনিগণসেবিত, বহুফলপ্রদ, রমণীয় যজ্ঞ বিধানে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ঐ স্থানে সযত্নে স্নাত হইয়া মনোভীষ্ট প্রাপ্তিরূপ অতীব সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৪। এই স্থানে স্নান ও দান করিলে মানব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই

অন্যদাপি গুরোর্ব্বারে স্নানং বহুফলপ্রদং ॥ ৬ ॥
বৃহস্পতেস্ততো বিষ্ণোঃ পূজাং তত্র সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা ॥৭
ভবেদ্‌ বৃহস্পতেঃ পীড়া যস্য গোচরবেধতঃ।
তেনাত্র বিধিবৎ স্নানং গুরুবারে সনামকং।
কর্ত্তব্যং সুপ্রযত্নেন তস্য পীড়া ন সঞ্চরেৎ॥ ৮

তীর্থের ফলপ্রদ যাত্রা হয়। ৫। তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে গুরুবারে স্নান করিলেও বহুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬। ঐ স্থানে বৃহস্পতি ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। তাহা হইলে সর্ব্বপাপে-মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে। ৭। বৃহস্পতির গোচরবেধ নিবন্ধন যাহার পীড়া হয়, তিনি এই স্থানে গুরুবারে বিধানে নামোচ্চারণ সহকারে সযত্নে স্নান করিলে আর তাহার পীড়াসঞ্চার হইবে না।৮।

তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং স্নানং বিধিপুরঃসরম্।
হোমং বৃহস্পতের্মূর্ত্তিং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতাম্॥৯
স্নাত্বা দত্ত্বা প্রযত্নেন পীতাম্বরযুতাং জলে।
বেদজ্ঞায়াতিশুচয়ে স্নাত্বা পীড়াপনুত্তয়ে॥ ১০॥
হোমঞ্চ কারয়েত্তত্র গ্রহজাপ্যবিধানতঃ।
এবং কৃতে ন সন্দেহো গ্রহপীড়া বিনশ্যতি॥১১॥
তদ্দক্ষিণে চ ভো দেবি রুক্মিণীকুণ্ডমুত্তমম্॥১২॥

অতএব এই স্থানে যথাবিধি স্নান ও হোম করা কর্ত্তব্য। স্বর্ণ দ্বারা বৃহস্পতির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পীতবস্ত্রান্বিত করিয়া পীড়াশান্ত্যর্থ বেদবিৎ ও অতি বিশুদ্ধ বিপ্রকে সযত্নে দান করতঃ এই স্থানে গ্রহজাপ্য বিধানে হোম করিবে। এই প্রকার করিলে গ্রহপীড়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ৯-১১। হে দেবি! ঐ স্থানের দক্ষিণ দিকে উত্তম রুক্মিণী-

পার্ব্বত্যুবাচ।

কথং বৈ রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়া সতী
দ্বারকানিলয়া সা তু চকার কুণ্ডমুত্তমম্ ॥ ১৩॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

একদা যাদবেন্দ্রস্তু অযোধ্যামাজগাম হ।
রুক্মিণীসহিতো দেবঃ শ্রীসত্যাদিভিরন্বিতঃ।।১৪॥
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন স্নাত্বা শ্রীসরযূজলে।

কুণ্ড বিরাজিত আছে। ১২। পার্ব্বতী কহিলেন, রুক্মিণী সতী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ও দ্বারকা বাসিনী, তিনি কি কারণে অযোধ্যায় উত্তম কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন? ১৩।

শঙ্কর কহিলেন, কোন সময়ে যাদবেন্দ্রদেব কৃষ্ণ রুক্মিণী ও সত্যাদি রমণীগণের সহিত এই অযোধ্যাতে আগমন করিয়াছিলেন। ১৪। তিনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আগমন পূর্ব্বক সরযূ-

মাসমাত্রং স্থিতং চক্রে স্বাবতারমনুস্মরন্ ॥ ১৫
চকার যৎ স্বয়ং দেবী রুক্মিণীকুণ্ডমুত্তমম্।
তত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং চক্রে নিবাসং সলিলে সদা।
বরপ্রদানাৎ স্নেহেন ভার্য্যায়াঃ প্রগুণীকৃতম্ ॥১৬
তত্র স্নানং তথা দানং হোমং বৈষ্ণবমন্ত্রকং।
দ্বিজপূজাং বিষ্ণুপূজাং কুর্ব্বীত প্রযতো নরঃ ॥ ১৭
তত্র সাংবৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা সুপ্রযত্নতঃ।

জলে স্নান করিয়া স্বীয় পূর্ব্বাবতার স্মরণ করতঃ এক মাস অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৫ রুক্মিণী তৎকালেই ঐ স্থানে অনুত্তম কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। বিষ্ণু স্বয়ং সর্ব্বদা সেই কুণ্ডসলিলে অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি ভার্য্যা রুক্মিণীকে বর দান করিয়া ঐ কুণ্ডের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৬। ঐ স্থানে প্রয়ত হইয়া স্নান, দান, হোম, বৈষ্ণবমন্ত্র জপ, দ্বিজ-

উর্জ্জকৃষ্ণনবম্যাস্তু সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥ ১৮
পুত্রবান্ জায়তে বন্ধ্যো লক্ষ্মীবান্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৯
নারীভির্ব্বা নরৈর্ব্বাপি কর্ত্তব্যং স্নানমাদরাৎ।
ভুক্ত্বা ভোগান্ সমগ্রাংশ্চ বিষ্ণুলোকে স
মোদতে ॥ ২০ ॥
লক্ষ্মীকামনয়া তত্র স্নাতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ।

পূজা ও বিষ্ণুপূজা করিবে। ১৭। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে সর্ব্বপাপ-শান্ত্যর্থ ঐ তীর্থে যত্ন সহকারে বার্ষিকী যাত্রা করিতে হয়। ১৮। ঐ তীর্থের প্রসাদে বন্ধ্য ব্যক্তি পুত্রবান্ ও লক্ষ্মীবান্ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ১৯। কি নারী, কি নর, সকলেই সাদরে ঐ স্থানে স্নান করিবে। তাহা হইলে ইহলোকে সমগ্র সুখভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণু-লোকে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ২০। লক্ষ্মী কামনা

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তত্র স্নানেন মানবঃ।
রুক্মিণী-শ্রীপতিপ্রীত্যৈ দাতব্যঞ্চ
বিশেষতঃ ॥২১॥
ধ্যেয়ো লক্ষ্মীপতিস্তত্র শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পীতাম্বরধরঃ শার্ঙ্গী নারদাদিভিরীড়িতঃ ॥ ২২
তার্ক্ষ্যাসনো মুকুটবান্ হেমাঙ্গদবিভূষিতঃ।

করিয়া ঐ স্থানে যত্ন সহকারে স্নান করিবে। ঐ স্থানে স্নান করিলে মানব সকল প্রকার বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে রুক্মিণীর ও কৃষ্ণের প্রীত্যর্থ বিশেষরূপে দান করিবে।২১। সর্ব্বপ্রকার কামফল-প্রাপ্ত্যর্থ ঐ স্থানে শঙ্খচক্রগদাধর, পীতাম্বর, শার্ঙ্গী নারদাদি কর্ত্তৃক সংস্তুত, গরুড়াসন, মুকুটবান্, হেমাঙ্গবিভূষিত, কৌস্তুভবক্ষা, অতসীকুসুমবৎ শ্যামল, কমললোচন লক্ষ্মীপতিকে ধ্যান

সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তৌ বক্ষোল্লসিতকৌস্তভঃ ॥২৩
অতসীকুসুমশ্যামঃ কমলায়তলোচনঃ।
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা হরিলোকে চ
মোদতে ॥ ২৪
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তীর্থমন্যদঘাপহং॥ ২৫
উত্তরে রুক্মিণীকুণ্ডাৎ ক্ষীরোদকমিতি স্মৃতং।
ক্ষীরোদকমিদং স্থানং সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনম্ ॥২৬

করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে হরিধামে আনন্দভোগ করে। ২২-২৪। অতঃপর অন্য পাপহর তীর্থ কীর্ত্তন করিতেছি। ২৫। রুক্মিণীকুণ্ডের উত্তরে ক্ষীরোদক নামক তীর্থ বিরাজিত; এই স্থান সর্ব্বপ্রকার দুঃখবিনাশন বলিয়া অভিহিত।২৬।

পুরা দশরথো রাজা পুত্রেষ্টিং নামনামতঃ।
চকার বিধিবদ্‌যজ্ঞং পুত্রার্থং যত্র চাসকৃৎ॥ ২৭
ক্রতুং সমাপয়ামাস সানন্দো ভূরিদক্ষিণঃ।
যজ্ঞান্তে ক্রতুভুক্ তত্র মূর্ত্তিমান্ সমদৃশ্যত॥ ২৮
হস্তে হি হেমপত্রঞ্চ হবিঃপূর্ণমনুত্তমম্।
তস্মিন্ হবিষি সংক্রান্তং বৈষ্ণবং তেজ
উত্তমং॥ ২৯

পূর্ব্বে দশরথ রাজা পুত্রলাভার্থ এই স্থানে কতিপয়বার বিধানে পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ২৭। তিনি সানন্দে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন যজ্ঞাবসানে মূর্ত্তিমান্ ক্রতুভুক্ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। ২৮। তাঁহার হস্তে হবিঃপূর্ণ অত্যুত্তম স্বর্ণপাত্র শোভা পাইতেছে। সেই হবিতে অত্যুত্তম বৈষ্ণব তেজ নিহি

চতুর্ব্বিধং বিভজ্যৈব পত্নীভ্যোদাৎ স পার্থিবঃ।
যত্র তৎ ক্ষীরসংপ্রাপ্তির্জাতা পরমদুর্লভা॥ ৩০
ক্ষীরোদকমিতি খ্যাতং তত্তীর্থং ভুবি পপ্রথে।
উদকেনাভিষিক্তঞ্চ সর্ব্বোত্তমফলপ্রদম্॥ ৩১
তত্র স্নাত্বা নরো ধীমান্ বিজিতেন্দ্রিয় আদরাৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পুত্রাংশ্চ বহু-
বিশ্রুতান্॥ ৩২॥

রহিয়াছে। ২৯। নরপতি সেই হবিগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া পত্নীগণকে প্রদান করেন। যে স্থানে সেই পরমদুর্ল্লভ ক্ষীর-প্রাপ্তি হয়, ধরাতলে সেই স্থান ক্ষীরোদক তীর্থ নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ তীর্থজলে অভিষিক্ত হইলে উহা সর্ব্বোত্তম ফল প্রদান করে। ৩০-৩১। ধীমান্ ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাদরে এই স্থানে স্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার

আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য চৈকাদশ্যাং সুলোচনে।
তত্র স্নাত্বা বিধানেন দত্ত্বা শক্ত্যা দ্বিজন্মনে ॥৩৩
বিষ্ণুং সংপূজ্য বিধিবৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
পুত্রানবাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং ধর্ম্মাংশ্চ বিবিধান্নরঃ ॥৩৪
ক্ষীরোদকাৎ পশ্চিমে তু নাম্না ক্ষীরেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনৈব স্থাপিতোঽহং পুরা প্রিয়ে ॥৩৫

বাঞ্ছিত ও মহাবলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিয়া থাকে ৩২। হে সুলোচনে! আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ঐ স্থানে যথাবিধি স্নান, যথাশক্তি দ্বিজাতিকে দান ও বিধানে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে যাবতীয় বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই ব্যক্তি পুত্র, বিদ্যা ও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে। ৩৩-৩৪। ক্ষীরোদকের পশ্চিমদিকে ক্ষীরেশ্বর নামা আমি বিরাজিত আছি। হে প্রিয়ে! পূর্ব্বে রাজা দশরথ

পূজা তস্য প্রকর্ত্তব্যা ধূপদীপপুরঃসরা।
স্তুতিঃ প্রসন্নচিত্তেন কর্ত্তব্যা চ মনীষিণা ॥ ৩৬
কৈলাসো নিলয়ঃ সখা ধনপতির্মৌলৌ
সুধাদীধিতি-
মূর্দ্ধ্নি স্বর্গতরঙ্গিণী বিহরণং কল্পদ্রুমাণাং
বনম্।
তদ্বিশ্বেশ্বর নঃ ক্ষমস্ব সগণস্ত্বাহৃন্ন পীঠে স্থিতং

আমাকে এ স্থানে স্থাপনা করিয়াছিলেন।৩৫। মনীষী ব্যক্তি ধূপদীপাদি দ্বারা ক্ষীরেশ্বরের পূজা ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার স্তব করিবে। ৩৬। কৈলাস যাঁহার আবাসভূমি, ধনপতি কুবের যাঁহার সখা, যাঁহার ললাটদেশে সুধাদীধিতি চন্দ্রমা বিরাজিত, যাঁহার মস্তকে সুরতরঙ্গিণী বিরাজমানা, কল্পদ্রুমকাননই যাঁহার বিহারস্থান, হে বিশ্বেশ্বর!

দ্বিত্রৈর্ব্বিল্বদলৈর্জলাক্ষতফলৈর্যদ্বঞ্চয়ামো
বয়ম্ ॥ ৩৭
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সর্ব্বান্ কামানবা-
প্নুয়াৎ ॥ ৩৮
তস্মাৎ ক্ষীরোদকস্থানান্নৈর্ঋত্যে তীর্থমুত্তমম্ ।
কলিকিল্বিষসংহারকারকং প্রত্যয়াত্মকম্ ।
পরং পবিত্রমতুলং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৯

সেই তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমরা তোমাকে সগণে আহ্বান পূর্ব্বক এই পীঠস্থ করিয়া দ্বি বা ত্রিসংখ্যক বিল্বদল, অক্ষত, জল ও ফল দ্বারা পূজা করিতেছি। ৩৭। এই প্রকারে বিধানে পূজা করিলে অখিল কামনা পরিপূর্ণ হয়। ৩৮। ক্ষীরোদকস্থান হইতে নৈঋত-কোণে কলিকলুষনাশন, পরম পবিত্র অতুলনীয়, সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদ ধনযক্ষ নামক

ধনযক্ষ ইতি খ্যাতং পরং প্রত্যয়কারণম্ ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেরাসীত্তত্র ধনং মহৎ ॥ ৪০
তস্য রক্ষার্থমত্যর্থং স্থাপিতো যক্ষ উচ্চকৈঃ ॥৪১
বিশ্বামিত্রো মুনিবরো যাজয়ামাস তং নৃপং ।
হরিশ্চন্দ্রং নরপতিং রাজসূয়করং পরং ॥ ৪২
রাজ্যং জগ্রাহ সকলং চতুরঙ্গবলান্বিতং ।
ধনং সংস্থাপয়ামাস ভুবি তত্র ন সংশয়ঃ ॥৪৩॥

অত্যুত্তম তীর্থ বিরাজিত আছে। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র নৃপতির অতুল ধন তথায় রক্ষিত ছিল। ৩৯-৪০। সেই ধনরক্ষার্থ এক মহাবল যক্ষ তথায় স্থাপিত ছিল। ৪১। মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্র সেই রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র নৃপতির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন। ৪২ সেই মুনিবর বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের চতুরঙ্গবলান্বিত সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং

তদ্রক্ষার্থং প্রযত্নেন যক্ষঃ স্থাপিতবানসৌ ।
প্রমস্থর ইতি খ্যাতং প্রমোদানন্দমন্দিরম্ ॥৪৪॥
রক্ষাং বিদধতস্তস্য বহুযত্নেন সর্ব্বশঃ ।
তুতোষ স মুনির্ধীমান্ কদাচিদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥৪৫

তিনিই এ স্থানে সেই সকল ধন স্থাপন করেন সন্দেহ নাই। ৪৩। সেই মহামুনিই ঐ সমস্ত ধনরক্ষার্থ ঐ স্থানে প্রমস্থর নামা রক্ষকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ৪৪। সেই যক্ষ সর্ব্বদা বহুযত্নে উহার রক্ষাবিধান করিতে থাকিলে কোন সময়ে ধীমান্ জিতেন্দ্রিয় বশ্বামিত্র তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া মধুরবচনে বলিতে লাগিলেন। ৪৫ ।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

বরং বরয় ধর্ম্মাত্মন্ যস্তে মনসি বর্ত্ততে।
ভক্ত্যা"পরময়া বীর তুভ্যং দাস্যামি যৎ
প্রিয়ম্॥ ৪৬॥

যক্ষ উবাচ।

প্রযচ্ছসি বরং মহ্যং প্রযচ্ছ মনসেপ্সিতং।
মমাঙ্গমতিদুর্গন্ধং শাপাদ্ধনপতেরভূৎ।
সুগন্ধচৌর্য্যাদ্ব্রহ্মর্ষে প্রসীদ পরমেশ্বর॥ ৪৭

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার মনে যেরূপ বাসনা হয়, তদনুরূপ বর প্রার্থনা কর। হে বীর! আমি তোমার পরমা ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া ত্বদীয় অভিমত বর প্রদান করিব। ৪৬।

যক্ষ কহিল, হে ব্রহ্মর্ষে! যদি আমাকে বরদানে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

এবমুক্তস্তু যক্ষেণ মুনির্ধ্যানস্থলোচনঃ।
তং বিচিন্ত্যানয়া ভক্ত্যা অভিষেকং চকার সঃ।
তীর্থোদকেন বিধিনা বিশ্বামিত্রো মহা-
তপাঃ ॥ ৪৮ ॥

মদীয় মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করুন্। সুগন্ধ-দ্রব্যাহরণ বশতঃ ধনপতি-কুবের-দত্ত শাপে আমার অঙ্গ দুর্গন্ধ-পূর্ণ হইয়াছে; হে পরমেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। যাহাতে মদীয় গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূরীভূত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন্। ৪৭।

শঙ্কর কহিলেন, মহাতপা বিশ্বামিত্র মুনি যক্ষ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ননেত্রে চিন্তাপূর্ব্বক তদীয় ভক্তি দর্শনে (প্রীত হইয়া) তীর্থোদক দ্বারা যথাবি

ততঃ সোভূৎ ক্ষণেনৈব সুগন্ধতরবিগ্রহঃ ॥ ৪৯ ॥
তথাভূতঃ স মধুরং প্রোবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বচঃ।
মুনেঃ পুরঃ স্থিতো ধীমান্ বিনম্রাবনতঃ সদা ॥ ৫০ ॥

যক্ষ উবাচ।

নাথাস্ম্যহং তৎকৃপয়া জাতঃ সুরভিবিগ্রহঃ।
এতৎ স্থানং যথা খ্যাতিং যাতি সর্ব্বজ্ঞ তৎ কুরু ॥ ৫১ ॥

যক্ষকে অভিষেক করিলিন। ৪৮। তথন যক্ষ ক্ষণকালমধ্যেই সুগন্ধপূর্ণ দেহ ধারণ করিল। ৪৯। অনন্তর সেই ধীমান্ যক্ষ তদবস্থ হইয়া বিনম্রাবনতকন্ধরে করপুটে ঋষিসম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিল। ৫০।

যক্ষ কহিল, হে নাথ! আমি আপনার কৃপায় সুগন্ধপূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইলাম। হে সর্ব্বজ্ঞ!

তৎপ্রসাদেন বিপ্রর্ষে তথা যত্নং বিধেহি মে॥৫২

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।
যক্ষং প্রতি প্রসন্নাত্মা উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ৫৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

প্রসিদ্ধিমতুলাং যক্ষ তব স্থানং গমিষ্যতি।

যাহাতে এই স্থান ধরাতলে খ্যাতি প্রাপ্ত হয়, তাহা করুন্। ৫১। হে বিপ্রর্ষে! আপনার প্রসাদে আমার মনোরথ পূর্ণ হউক্। ৫২।

শঙ্কর কহিলেন, তখন যক্ষোপরি প্রসন্নাত্মা মুনিবর এইরূপ অভিহিত হইয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ক্ষণকাল চিন্তা করত মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৩।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে যক্ষ! ত্বদীয় এই স্থান অতুল প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই স্থান

ধনযক্ষ ইতি খ্যাতং নাম্না তীর্থং ভবি-
ষ্যতি ॥ ৫৪ ॥

সৌন্দর্য্যদং শরীরস্য পরং প্রত্যয়কারকম্।
যত্র স্নাত্বা বিধানেন দৌর্গন্ধ্যং ত্যজতি
ক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥

দানং শ্রদ্ধাস্বশক্তিভ্যাং লক্ষ্মীপূজা বিশেষতঃ।
তত্র স্নানেন দানেন লক্ষ্মীপ্রাপ্তির্ভবেন্নৃণাং ॥৫৬
পূজাং কুর্য্যান্নিধীনাঞ্চ নবানামপি সুব্রতঃ।

ধনযক্ষতীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করিবে। ৫৪
এই স্থানে বিধানে স্নান করিলে শরীরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও আশু দৌর্গন্ধ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।৫৫। বিশেষতঃ এই স্থানে শ্রদ্ধা ও শক্তি অনুসারে দান এবং লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়। এই স্থানে স্নান ও দান করিলে মানবগণের লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে।৫৬

ইহলোকে সুখং ভুঙ্‌ক্ত্বা পরলোকে স
মোদতে ॥৫৭॥
মহাপদ্মশ্চ পদ্মশ্চ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দ-কুন্দ-নীলাশ্চ সর্ব্বশ্চ নিধয়ো নব ॥৫৮॥
এতেষামপি কুণ্ডেঽত্র সন্নিধির্ব্বর্ত্ততেঽনঘ।
এতেষান্তু বিশেষেণ পূজা বহুফলপ্রদা ॥ ৫৯ ॥
জলমধ্যে প্রকর্ত্তব্যং নিধিলক্ষ্মীপ্রপূজনং।

এই স্থানে ব্রতবান্ হইয়া নবনিধিরও পূজা করিতে হয়। তাহা হইলে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া পরলোকে আনন্দ লাভ করিতে পারে। ৫৭। নবনিধি যথাক্রমে মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও সর্ব্ব নামে অভিহিত। ৫৮। এই কুণ্ডে সর্ব্বদা নবনিধির সান্নিধ্য রহিয়াছে। ঐ সমস্ত নিধির পূজা করিলে বহু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।৫৯

অন্নং বহুবিধং দেয়ং বাসাংসি বিবিধানি চ ॥৬০॥
সুবর্ণাদি যথাশক্ত্যা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
গুপ্তদানং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যঞ্চ বিধানতঃ ॥ ৬১ ॥
ফলান্যত্র সুবর্ণানি দেয়ানি চ বিশেষতঃ ॥৬২॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নানং বহুফলপ্রদং।
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তৈঃ কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়াধিকম্।

ঐ তীর্থস্থ জলমধ্যে নিধির ও লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য এবং বহুবিধ অন্ন, বিবিধ বস্ত্র ও সুবর্ণাদি যথাশক্তি দান করিবে, তাহাতে অন্যথা করিবে না। অধিকন্তু ঐ স্থানে বিধানে গুপ্ত দান করা কর্ত্তব্য। ৬০-৬১। বিশেষতঃ এই স্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত ফল প্রদান করিতে হয়। ৬২। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে পরমশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই স্থানে স্নান করিবে, তাহা হইলে সেই স্নান বহু ফলপ্রদ

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ॥৬৩
তত্র স্নানং পিতৃণান্তু তর্পণঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৬৪ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু যে জলৈঃ।
অপসব্যেন বিধিনা তর্পয়েদঞ্জলিত্রয়ম্।
এবং কুর্ব্বন্নরো যক্ষ ন মুহ্যতি কদাচন ॥ ৬৫ ॥
অত্র স্নাতো দিবং যাতি হ্যত্র স্নাতঃ সুখী ভবেৎ।

হইয়া থাকে। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা হয়। ৬৩। সেই দিবসে এই স্থানে স্নান ও যত্ন সহকারে পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। ৬৪। "মদ্দত্ত এই জলদ্বারা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক্," এই মন্ত্রে অপসব্য বিধানে অঞ্জলিত্রয় জল দ্বারা তর্পণ করিবে। হে যক্ষ! এইরূপ করিলে মানব কখনই মোহপ্রাপ্ত হয় না। ৬৫। এই স্থানে স্নান

অত্র দানেন তে যক্ষ কর্ত্তব্যং পূজনং ত্বিহ ॥৬৬
তৎপূজনেন বিধিবৎ নৃণাং পাপক্ষয়ো ভবেৎ।
নমঃ প্রমন্থরায়েতি পূজামন্ত্রোপ্যুদাহৃতঃ ॥৬৭॥
তীর্থমধ্যে প্রকর্ত্তব্যং পূজনং শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
নিধিলক্ষ্মোস্তথা যক্ষ তব পূজাং বিশেষতঃ ॥৬৮

করিলে স্বর্গে গমন করে এবং এই স্থানে
স্নাত হইলে সুখী হইতে পারে
অতএব হে যক্ষ! মানবগণ এই স্থানে স্নান
পূর্ব্বক তোমার পূজা করিবে।৬৬। বিধানে
তোমার অর্চ্চনা করিলে মানবগণের পাপ
হইবে। "নমঃ প্রমন্থরায়" ইহাই পূজা
বলিয়া উদাহৃত অর্থাৎ এই মন্ত্রেই তো
পূজা করিবে।৬৭। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই
মধ্যে নিধি ও লক্ষ্মীর বিশেষতঃ তোমার পূজা

এবং যঃ কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বান্ কামানবা-
প্নুয়াৎ ॥৬৯॥
ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নোতি পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ ॥৬৯॥
মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নোতি সর্ব্বকাম ইহা-
প্যতে ॥ ৭০ ॥
যস্তু মোহান্নরো যক্ষ দানং ন কুরুতে কিল।
তস্য সাংবৎসরং পুণ্যং ত্বং গ্রহিষ্যসি সর্ব্বশঃ॥৭১

করা কর্ত্তব্য। ৬৮। যে ধীর ব্যক্তি এইরূপ অর্চ্চনা করে, তাহার অখিল কামনা পূর্ণ হয়। ৬৯। এই তীর্থের প্রসাদে ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম, পুত্রার্থীর পুত্র ও মোক্ষার্থীর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; অধিক কি, এই স্থানে সর্ব্বকামনাই প্রাপ্ত হইতে পারে। ৭০। হে যক্ষ! যে ব্যক্তি মোহবশতঃ এই স্থানে স্নান না করিবে, তুমি সর্ব্বথা তাহার সর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য গ্রহণ করিবে। ৭১।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরাংস্তস্মৈ বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ।
অন্তর্দ্দধে মুনিবরস্তত্রৈব স তপোনিধিঃ।
তদা প্রভৃতি তৎ স্থানং পরমাং খ্যাতি-
মাযযৌ ॥ ৭২ ॥
তস্য তীর্থস্য সকলা ভূমিঃ স্বর্ণবিনির্ম্মিতা।
দিব্যরত্নৌঘরচিতা সমন্তাদুপশোভিতা ॥ ৭৩ ॥
এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ স যাতি পরমাং
গতিং ॥ ৭৪ ॥

শঙ্কর কহিলেন, তপোনিধি মুনীশ্বর ঋষি প্রবর বিশ্বামিত্র এইরূপে যক্ষকে বরদান করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৭২। [illegible] ১-২ [illegible]মস্ত ভূমিই স্বর্ণনির্ম্মিত, দিব্য রত্ন [illegible]য় বহিঃও সমন্তাৎ পরিশোভিত। ৭৩। [illegible] [illegible]ান্ এই প্রকারে ঐ স্থানে স্নানাদি করে

তস্মাৎ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নাম্না বিষ্ণুহরিঃ স্মৃতঃ।
দেবো দৃষ্টপ্রভাবোঽসৌ প্রাধান্যেন বসত্যপি॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
ভগবন্ কিং-প্রভাবোসৌ যোঽয়ং বিষ্ণুহরিস্ত্বয়া।
কীর্ত্তিতো দেবশার্দ্দূল প্রসিদ্ধিং গতবান্ কথম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মমাগ্রতঃ॥ ৭৬

সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ৭৪। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমদিকে বিষ্ণুহরিনামা প্রত্যক্ষ-প্রভাব দেব স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত আছেন। ৭৫।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেবশার্দ্দূল! তুমি যে বিষ্ণুহরির নামে কীর্ত্তন করিলে, তাঁহার প্রভাব কিরূপ? কি কারণেই বা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে লাগিলেন? এই সমস্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর। ৭৬।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বিষ্ণুশর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ পুরাভূদ্‌ব্রাহ্মণো জনঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধর্ম্মকর্ম্মসমন্বিতঃ ॥ ১ ॥
যাগধ্যানরতো নিত্যং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥
স কদাচিত্তীর্থযাত্রাং কুর্ব্বন্ বৈষ্ণবসত্তমঃ।
অযোধ্যামাগতো বিপ্রো বিষ্ণুং দ্রষ্টুমনাঃ
স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

শঙ্কর কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মকর্ম্মা, যোগধ্যানে নিরত, সদা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১-২। একদা সেই বৈষ্ণবসত্তম বিপ্র তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যাপুরে সমাগত হইলেন।৩।

তপসা তোষিতো বিষ্ণুঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যো ভবে-
দিতি।
চিন্তয়ন্মনসা ধীরস্তপঃ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
স বৈ তত্র তপস্তেপে শাকমূলফলাশনঃ।
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো নয়ন্ কালং মহামনাঃ।
বার্ষিকে চ নিরালম্বো হেমন্তে চ সরোবরে ॥৫॥
স্নাত্বা যথোক্তবিধিনা কৃত্বা বিষ্ণোস্তথার্চ্চনং।

ভগবান্ বিষ্ণু তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইবেন, সেই ধীর বিপ্রবর মনে মনে এই-রূপ চিন্তা করিয়া তপশ্চরণে সমুদ্যত হইলেন।৪। সেই মহামনাঃ বিপ্র শাক ও ফলমূল ভোজন-পূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থান করত, বর্ষাকালে নিরালম্ব এবং হেমন্তে সরোবরমধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন।৫। সেই ধীমান্ তথায় যথাবিধানে স্নান ও বিষ্ণুর

হৃদি কৃতেন্দ্রিয়গ্রামো বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা॥ ৬
মনো বিষ্ণৌ সমাবেশ্য বিধায় প্রাণসংযমম্।
ওঁকারোচ্চারণাদ্ধীমান্ হৃদিপদ্মং বিকাশয়ন্॥৭॥
তন্মধ্যে রবিসোমাগ্নিমণ্ডলানি যথাক্রমং।
কল্পয়িত্বা হরেঃ পীঠং তস্মিন্ দেশে সনাতনম্॥৮॥
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
তঞ্চ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য মনস্তস্মিন্নিবেশ্য চ॥ ৯

অর্চ্চনা করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে হৃদয়দেশে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিহিত করত বিষ্ণুর প্রতি মনো-নিবেশপূর্ব্বক প্রাণসংযম করিলেন এবং ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক হৃৎপদ্ম বিকাসিত করিয়া তন্মধ্যে যথাক্রমে রবি, সোম ও অগ্নিমণ্ডল কল্পনা করত সেই স্থানেই সনাতন হরিপীঠ কল্পনা করিলেন। অবশেষে সেই হৃদয়দেশেই পীতাম্বর, শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণুকে পুষ্পযোগে অর্চ্চনা

ব্রহ্মরূপং হরিং ধ্যাত্বা জপন বৈ দ্বাদশাক্ষরং।
বায়ুভক্ষঃ স্থিতস্তত্র বিপ্রস্ত্রীনযুতান্ সমান্ ॥১০॥
ততো দ্বিজবরো ধ্যাত্বা স্তুতিং চক্রে হরে-
র্নিমাঃ ॥ ১১ ॥
প্রণিপত্য জগন্নাথং চরাচরগুরুং হরিম্।
বিষ্ণুশর্ম্মাথ তুষ্টাব নারায়ণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১২ ॥

করিয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপী হরিকে ধ্যান করত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক অবস্থিত থাকিয়া অযুতত্রয় বৎসর অতিবাহিত হইল। ৬-১০। অনন্তর দ্বিজবর ধ্যানপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণরূপে হরির স্তব করিতে লাগিলেন।১১। সেই বিষ্ণুশর্ম্মা অতন্দ্রিত হইয়া চরাচরগুরু জগন্নাথ হরি নারায়ণকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২।

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ।

প্রসীদ ভগবন্ বিষ্ণো প্রসীদ পুরুষোত্তম।
প্রসীদ দেবদেবেশ প্রসীদ কমলেক্ষণ ॥ ১৩ ॥

জয় কৃষ্ণ জয়াচিন্ত্য জয় বিষ্ণো জয়াব্যয়।
জয় যজ্ঞপতে নাথ জয় বিশ্বপতে বিভো।
জয় পাপহরানন্ত জয় জন্মদুঃখাপহ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! প্রসন্ন হও। হে পুরুষোত্তম! প্রসন্ন হও। হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হও। হে কমল-লোচন! প্রসন্ন হও। ১৩। হে কৃষ্ণ! হে অচিন্ত্য! হে বিষ্ণো! হে অব্যয়! জয় হউক্। হে যজ্ঞপতে! হে নাথ! হে বিশ্বপতে! হে বিভো! জয় হউক্। হে পাপহারিন্! হে অনন্ত! হে জন্মদুঃখহারিন্! জয় হউক। ১৪।

নমঃ কমলনাভায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ সর্ব্বেশ ভূতেশ নমঃ কৈটভমর্দ্দিনে॥১৫॥
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় চতুর্ম্মূর্ত্তে জগৎপতে।
নমো দেবাধিদেবায় নমো নারায়ণায় চ॥১৬॥
নমঃ কৃষ্ণায় রামায় নমশ্চক্রায়ুধায় চ।
ত্বং মাতা সর্ব্বলোকানাং ত্বমেব জগতঃ পিতা॥
ভয়ার্ত্তানাং সুহৃন্মিত্রং প্রিয়স্ত্বঞ্চ পিতামহঃ।

যিনি কমলাপতি, কমলমালী, তাঁহাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বেশ! হে ভূতেশ! তুমি কৈটভ-মর্দ্দী, তোমাকে নমস্কার। ১৫। হে জগৎপতে! তুমি চতুর্ম্মূর্ত্তিধারী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি দেবাধিদেব এবং তুমিই নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। ১৬। তুমি কৃষ্ণ, তুমিই রামচন্দ্র এবং চক্রায়ুধধারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বলোকের মাতা এবং জগতের পিতা। ১৭।

ত্বং হবিস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বং প্রভুস্ত্বং হুতা-
শনঃ।. ১৮ ॥

করণং কারণং কর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বরঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণে মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ১৯ ॥
প্রসীদ মন্দরধর প্রসীদ মধুসূদন।
প্রসীদ কমলাকান্ত প্রসীদ ভুবনাধিপ ॥ ২০ ॥

তুমি ভয়ার্ত্তদিগের সুহৃদ্, এবং তুমিই মিত্র ও প্রিয়কারী। তুমি পিতামহ, তুমি হবিঃ, তুমি বষট্‌কার, তুমিই প্রভু এবং তুমিই হুতাশন। ১৮। হে গদাপাণে! তুমি করণ, তুমি কারণ, তুমি কর্ম্ম এবং তুমিই পরমেশ্বর। হে মাধব! আমাকে পরিত্রাণ কর। ১৯। হে মন্দরধর! প্রসন্ন হও, হে মধুসূদন! প্রসন্ন হও। হে কমলাকান্ত! প্রসন্ন হও, হে ভুবনাধিপতে! প্রসন্ন হও। ২০।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য মুনের্ভক্ত্যা মহাত্মনঃ।
আবির্ব্বভূব বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর্গরুড়বাহনঃ॥ ২১
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতাম্বরধরোচ্যুতঃ।
উবাচ সঃ প্রসন্নাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মাণমব্যয়ঃ॥ ২২

শ্রীভগবানুবাচ।

তুষ্টোস্মি ভবতো বৎস মহতা তপসাধুনা।
স্তোত্রেণানেন সুমতে নষ্টপাপোসি সাম্প্রতং॥২৩॥

শঙ্কর কহিলেন, মহাত্মা মুনিবর ভক্তি সহকারে এইরূপে স্তব করিলে গরুড়বাহন বিশ্বাত্মা বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন।২১। সেই শঙ্খচক্রগদাধর, পীতাম্বর, অব্যয়, অচ্যুত প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুশর্ম্মাকে কহিতে লাগিলেন।২২

ভগবান্ কহিলেন, হে বৎস! অধুনা আমি তোমার কঠোর তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট

বরম্বরয় বিপ্রেন্দ্র বরদোহস্তবাগ্রতঃ।
নাতপ্ততপসা দ্রষ্টুং শক্যঃ কেনাপ্যহং দ্বিজ ॥২৪॥

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ।

ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি সাম্প্রতং তব দর্শনাৎ।
স্বভক্তিমচলামেকাং মম দেহি জগৎপতে ॥২৫॥

হইয়াছি। হে সুমতে! তুমি এই স্তবপাঠ দ্বারা সম্প্রতি ক্ষীণপাপ হইলে। ২৩। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি বরদানার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে দ্বিজ! তপস্যা না করিলে কেহই আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ২৪।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন, হে ভগবন্! তোমাকে দর্শন করিয়া অধুনা আমি কৃতকৃত্য হইলাম। হে জগৎপতে! আমাকে একমাত্র ত্বদীয় অচলা ভক্তি প্রদান কর। ২৫।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তিরস্ত্বচলা মে তে বৈষ্ণবী মুক্তিদায়িনী।
ইদং স্থানং মহাভাগ ত্বন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি ॥২৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশশ্চক্রেণোৎখায় ভূতলম্।
জলং প্রকটয়ামাস গাঙ্গং পাতালতঃ ক্ষণাৎ ॥২৭
জলেন তেন ভগবান্ পবিত্রেণ দয়ানিধিঃ।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগ! মুক্তি-দায়িনী মদীয় বৈষ্ণবী ভক্তি তোমাতে অচলা হউক্। এই স্থান ত্বন্নামেই প্রথিত হইবে।২৬।

শঙ্কর কহিলেন, দেবদেবেশ্বর হরি এই বলিয়া সুদর্শনচক্রদ্বারা ভূমিতল খনন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পাতালপুর হইতে গঙ্গাবারি সমুদ্ধৃত করিলেন।২৭। দয়ানিধি ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক

বিরজস্কং গতমলং ক্ষণাচ্চক্রে কৃপাবশাৎ ॥২৮
চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি পার্ব্বতি
জাতং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতমঘৌঘধ্বংসকৃচ্ছুভং ॥২৯
তত্র স্নানেন দানেন বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥
ততস্তু ভগবান্ ভূয়ো বিষ্ণুশর্ম্মাণমচ্যুতঃ ।
কৃপয়া পরয়া যুক্ত উবাচ দ্বিজবৎসলঃ ॥ ৩১

সেই পবিত্র জল দ্বারা আশু বিষ্ণুশর্ম্মাকে বিগতপাপ করিলেন । ২৮। হে পার্ব্বতি! তদবধি সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ তীর্থ পাপহর ও কল্যাণজনক বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত । ২৯। ঐ স্থানে স্নান ও দান করিলে মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে। ৩০। অনন্তর দ্বিজবৎসল ভগবান্ অচ্যুতদেব পুনরায় পরম কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিষ্ণুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন। ৩১ ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বন্নামপূর্ব্বিকা বিপ্র মন্মূর্ত্তিরিহ তিষ্ঠতু।
বিষ্ণুহরিরিতি খ্যাতা ভক্তানাং মুক্তি-
দায়িনী ॥৩২॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো বিপ্রো বাসুদেবস্য বুদ্ধিমান্।
স্বনামপূর্ব্বিকাং মূর্ত্তিং স্থাপয়ামাস চক্রিণঃ ॥৩৩

ভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্র! এই স্থানে আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকুক, ঐ মূর্ত্তির নামের পূর্ব্বে ত্বদীয় নাম সংযুক্ত থাকিবে। ঐ মূর্ত্তি ভক্তজনের মুক্তিদায়িনী বিষ্ণুহরি নামে প্রথিত হইবে। ৩২।

শঙ্কর কহিলেন, বুদ্ধিমান্ দ্বিজবর বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় চক্র-

ততঃ প্রভৃতি ভো দেবি শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
পীতবাসাশ্চতুর্ব্বাহুর্নাম্না বিষ্ণুহরিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য প্রারভ্য দশমীং তিথিং।
পূর্ণিমামবধিং কৃত্বা যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ ॥৩৫..
চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
বহুবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ৩৬

পাণির মূর্ত্তি স্বনামপূর্ব্বিকা করতঃ স্থাপন করিলেন। ৩৩। হে দেবি! তদবধিই শঙ্খ-চক্রগদাধর, পীতাম্বর, চতুর্ব্বাহু, ভগবান্ বিষ্ণুহরি নামে প্রথিত হইয়াছেন। ৩৪। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই তীর্থের সাম্বৎসরী যাত্রা হয়। ৩৫। চক্রতীর্থে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে পরিমুক্ত হয় এবং বহুসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ৩৬।

পিতৄনুদ্দিশ্য যস্তত্র পিণ্ডান্নির্ব্বাপয়িষ্যতি।
তৃপ্তাস্তংপিতরো যান্তি বিষ্ণুলোকং ন
সংশয়ঃ ॥৩৭

চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বিষ্ণুহরিং বিভুং।
সর্ব্বপাপক্ষয়ং প্রাপ্য নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥৩৮

স্বশক্ত্যা তত্র দানানি দত্ত্বা নিষ্কল্মষো ভবেৎ।
বিষ্ণুলোকং বসেদ্ধীমান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৩৯

অন্যদপি নরঃ স্নাত্বা তত্র তীর্থে জিতেন্দ্রিয়ঃ।

যে ব্যক্তি ঐ স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করে, তদীয় পিতৃগণ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই। ৩৭। চক্রতীর্থে স্নানপূর্ব্বক বিভু বিষ্ণুহরিকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দভোগ করিতে পারে। ৩৮। যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে এই স্থানে দান করে, সে নিষ্পাপী

দৃষ্ট্বা বিষ্ণু হরিং দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
চক্রতীর্থস্য মাহাত্ম্যং ময়া প্রোক্তং তব প্রিয়ে॥৪০
ঈশানে চক্রতীর্থাত্তু তীর্থং চান্যন্মনোহরং ।
বসিষ্ঠকুণ্ডমাখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং সদা ॥৪১
বসিষ্ঠস্য সদা তত্র নিবাসস্তু তপোনিধেঃ ।

হয় এবং সেই ধীমান্ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন-যাবৎ বিষ্ণুলোকে বাস করে। ৩৯। পূর্ব্বোক্ত দিন ব্যতীত অন্য সময়েও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই তীর্থে স্নান ও বিষ্ণুহরি দেবকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। হে প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ৪০। চক্রতীর্থের ঈশান কোণে আর একটী মনোহর তীর্থ আছে, উহা সর্ব্বপাপনাশন বশিষ্ঠকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। ৪১। ঐ স্থানে তপোনিধি বশিষ্ঠ

অরুন্ধতী সদা তস্য বর্ত্ত ত নির্ম্মলব্রতা ॥ ৪২

অত্র স্নানং বিশেষেণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বমতন্দ্রিতঃ।

যঃ কুর্য্যাৎ প্রয়তো ধীমাংস্তস্য পুণ্য-

মনুত্তমম্ ॥৪৩॥

বামদেবস্তু তত্রৈব সন্নিধির্বর্ত্ততেনঘে।

বশিষ্ঠবামদেবৌ চ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪

পতিব্রতা পূজনীয়ারুন্ধতী চ বিশেষতঃ।

নিরন্তর নিবসতি করেন। তদীয় পত্নী নির্ম্মল-প্রভা অরুন্ধতী সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিহিত আছেন। ৪২। যে ধীমান্ প্রয়ত ও অতন্দ্রিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশেষ যত্নে এই স্থানে স্নান করে, তাহার অনুত্তম পুণ্য সঞ্চার হয়। ৪৩। হে অনঘে! ঐ তীর্থে বামদেবের সন্নিধি বিদ্যমান আছে। যত্ন সহকারে বশিষ্ঠ ও বামদেব এই উভয়ের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৪৪।

স্নাতব্যং বিধিনা সম্যগ্দাতব্যঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥৪৫॥
সর্ব্বকামফলপ্রাপ্তির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
অত্র যঃ কুরুতে স্নানং স বশিষ্ঠসমো
ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং নিয়তব্রতৈঃ।
তস্য সাম্বৎসরী যাত্রা কর্ত্তব্যা বিধিপূর্ব্বিকা ॥৪৭॥

বিশেষতঃ পতিব্রতা অরুন্ধতীকে পূজা করিতে হয়। এই স্থানে সম্যক্ বিধানানুসারে স্নান ও স্বশক্তি অনুসারে দান করা কর্ত্তব্য। ৪৫। এইরূপ করিলে সকল প্রকার কামনা প্রাপ্তি হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করে, সে বশিষ্ঠের সদৃশ হইয়া থাকে। ৪৬। ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে নিয়তব্রত মানবগণ যথাবিধানে এই তীর্থের বার্ষিকী যাত্রা সম্পাদন করিবে। ৪৭।

বিষ্ণুপূজা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে বসেৎ
সদা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে
অযোধ্যাখণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যত্নসহকারে সেই দিবসের বিভুর পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া নিরন্তর বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারে। ৪৮।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বশিষ্ঠকুণ্ডাদ্ভো দেবি ঈশানে দিগ্দলে স্থিতম্।
বিখ্যাতং সাগরং কুণ্ডং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্॥ ১॥
যত্র স্নানেন দানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥২॥
পূর্ণিমায়াং সমুদ্রস্য স্নানাদ্ যৎ পুণ্যমাপ্নুয়াৎ।
তৎ পুণ্যং পর্ব্বণি স্নানে নরশ্চাক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদত্র বিধানেন স্নাতব্যং পুত্রকাঙ্ক্ষয়া॥ ৩॥

শঙ্কর কহিলেন, হে দেবি! বশিষ্ঠকুণ্ডের ঈশাণ দিকে সর্ব্বকামনাসিদ্ধিপ্রদ বিখ্যাত সাগরকুণ্ড বিরাজিত। ১। ঐ স্থানে স্নান বা দান করিলে অখিল কামনা পরিপূর্ণ হয়। ২। পূর্ণিমাতে সাগরে স্নান করিলে যে পুণ্যলাভ

আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু বিশেষাৎ স্নানমাচরেৎ।
এবং কুর্ব্বন্‌ নরো ধীমান্‌ সর্ব্বপাপৈঃ প্র-
মুচ্যতে॥ ৪॥
অত্র স্নাত্বা নরো দত্বা যথাশক্ত্যা দিবং
ব্রজেৎ॥ ৫॥
সাগরাৎ বায়ুকোণে তু ব্রহ্মকুণ্ডং মনোরমং।

হয়, পর্ব্বদিবসে এই তীর্থে স্নান করিলেও মানব সেই পুণ্য লাভ করে; অতএব পুত্রকামনায় যথাবিধানে এই স্থানে স্নান করা কর্ত্তব্য। ৩। কি আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই তীর্থে স্নান করিতে হয়। এইরূপ করিলে সেই ধীমান্‌ ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪। এই স্থানে স্নান করিয়া যথাশক্তি দান করিলে সুরপুরে গমন করিতে পারে। ৫। সাগরকুণ্ডের বায়ুকোণে মনোরম ব্রহ্মকুণ্ড

পুরা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্ট্বা বিজ্ঞায় হরিমচ্যুতম্।
অযোধ্যাবাসিনং দেবং তত্র চক্রে স্থিতিং
স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
আগত্য কৃতবান্ তত্র যাত্রাং ব্রহ্মা যথাবিধি।
যজ্ঞঞ্চ বিধিবৎ চক্রে নানাসংভারসংভৃতম্ ॥ ৭ ॥
তথা স কৃতবান্ তত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
কুণ্ডং স্বনাম্না বিপুলং নানাদেবসমন্বিতম্ ॥ ৮ ॥

অবস্থিত আছে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা জগৎসৃজন পূর্ব্বক অযোধ্যাবাসী দেবদেব অচ্যুত হরিকে নিবেদনকরতঃ স্বয়ং তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ৬। তিনি ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধি যাত্রা ও বিধানে নানাসম্ভারসম্ভৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৭। এতদ্ব্যতীত লোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় নানাদেবসমন্বিত স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৃহৎ কুণ্ড স্থাপন

বিস্তীর্ণজলকল্লোলকলিতং কলুষাপহম্।
কুমুদোৎপলকহ্লারপুণ্ডরীককুলাকুলম্ ॥ ৯ ॥
হংসসারসচক্রাজবিহঙ্গমমনোহরং।
তটান্তবিটপচ্ছায়ং সুচ্ছায়মমলং সদা ॥ ১০ ॥
তত্র কুণ্ডে সুরাঃ সর্ব্বে স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ।
বভূবুঃ সদ্যো বিগতরজস্কা বিমলত্বিষঃ ॥ ১১ ॥

করেন। ৮। ঐ কুণ্ড অগাধ জলরাশির কল্লোলে নিরন্তর শব্দায়মান, কলুষনাশন এবং কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, পুণ্ডরীক প্রভৃতিতে সমাকীর্ণ। ৯। সেই কুণ্ডে হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি বিহগকুল নিরন্তর বিচরণ করাতে উহা অতীব মনোহরদৃশ্য হইয়াছে। কুণ্ডতটবর্ত্তী পাদপগণের ছায়াতে সেই স্থান সুচ্ছায়াসম্পন্ন এবং সর্ব্বদা অমল হইয়াছে। ১০। দেবগণ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া ঐ কুণ্ডে স্নান

তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা তে সর্ব্বে সহসা সুরাঃ।
ব্রহ্মাণং প্রণিপত্যোচুর্ভক্ত্যা প্রাঞ্জলয়স্তথা ॥ ১২

দেবা উচুঃ।

ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বেন মাহাত্ম্যং কমলত্বিষঃ।
অত্র স্নানেন সর্ব্বেষামস্মাকং বিগতং রজঃ ॥ ১৩
মহদাশ্চর্য্যমেতস্য দৃষ্ট্বা কুণ্ডস্য বিস্মিতাঃ।
সর্ব্বে বয়ং সুরশ্রেষ্ঠ কৃপয়া ত্বমতো বদ ॥ ১৪

পূর্ব্বক সদ্য বিগতপাপ ও বিমলকান্তিমান্ হইয়াছিলেন। ১১। দেবগণ সহসা সেই মহদাশ্চর্য্য দর্শনে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিসহকারে করপুটে বলিতে লাগিলেন। ১২।

দেবগণ কহিলেন, হে ভগবন্! এই কমলকান্তি কুণ্ডের মাহাত্ম্য তত্ত্বতঃ বর্ণন করুন্। এই স্থানে স্নানমাত্র সহসা আমাদিগের পাপ বিদূরিত হইল। ১৩। আমরা কুণ্ডের এই

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণ্বন্তু ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সাবধানাঃ সুবিস্মিতাঃ।
কুণ্ডস্য হ্যস্য মাহাত্ম্যং নানাফলসমন্বিতম্॥ ১৫
অত্র স্নানেন বিধিবৎ পাপাত্মানোপি জন্তবঃ।
বিমানংহংসসংযুক্তমাস্থায় রুচিরাম্বরাঃ।
নিবসন্তি ব্রহ্মলোকে যাবদাগতসংপ্লবম্ ॥১৬

মহদাশ্চর্য্য গুণ দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি; অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ! কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন্। ১৪।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! তোমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছ, অতএব এই কুণ্ডের নানাফলসমন্বিত মাহাত্ম্য সাবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১৫। এই কুণ্ডে যথাবিধি স্নান করিলে পাপাত্মাগণও হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক রুচিরাম্বরধারী হইয়া প্রলয়যাবৎ ব্রহ্মলোকে

অত্র স্নানেন দানেন যথাশক্ত্যা সুরোত্তমাঃ।
তুলাশ্বমেধয়োঃ পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্মানবো ভুবি॥১৭
মমাস্মিন্ সরসি শ্রীমান্ জায়তে স্নানতো নরঃ।
তুলাশ্বমেধয়োঃ পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্মানবো ভুবি॥১৮
সর্ব্বমক্ষয্যতাং যাতি মহাপাতকনাশনং॥১৯
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতিং ক্ষিতৌ যাস্যত্যনুত্তমাম্।

বাস করে। ১৬। হে সুরসত্তমগণ! এই কুণ্ডে স্নান ও যথাশক্তি দান করিলে সেই ব্যক্তি ধরাতলে তুলাদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ১৭। আমার এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব শ্রীমান্ হয় এবং সেই ব্যক্তি ধরাতলে তুলাদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮। এতদ্ব্যতীত তাহার সমস্ত ক্রিয়া অক্ষয় হয় ও মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৯। ধরাতলে ইহ

অস্মিন্ কুণ্ডে চ সান্নিধ্যং ভবিষ্যতি সদা মম॥২০
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যাং সুরোত্তমাঃ ।
যাত্রা ভবিষ্যতি সদা সুরাঃ সাম্বৎসরী মম ॥২১
পুণ্যপ্রদা মহাপাপরাশিনাশকরী সদা ॥ ২২
স্বর্ণপাত্রং মহদ্দেয়ং বাসাংসি বিবিধানি চ ।
নিজশক্ত্যা প্রকর্ত্তব্যা সুরাস্তৃপ্তির্দ্বিজন্মনাম্ ॥২৩

ব্রহ্মকুণ্ড নামে উত্তমা খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। এই কুণ্ডে সর্ব্বদা আমার সান্নিধ্য বিদ্যমান থাকিবে। ২০। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! কার্ত্তিক-মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই স্থানে আমার সাম্বৎসরিকী যাত্রা হইবে। ২১। সেই যাত্রা পুণ্যদায়িনী ও সর্ব্বদা মহাপাপরাশির নাশকরী। ২২। হে দেবগণ! এই স্থানে স্বর্ণপাত্র ও বিবিধ বস্ত্র দান করা কর্ত্তব্য এবং শক্ত্যনুসারে দ্বিজাতির তৃপ্তিবিধান করিবে।২৩।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অন্তর্দ্দধে সুরৈঃ সার্দ্ধং তীর্থং দৃষ্ট্বা চ সুন্দরি ॥২৪
তদা প্রভৃতি তৎ কুণ্ডং বিখ্যাতিং
পরমাং গতম্ ॥ ২৫
অন্যচ্ছৃণু মহাভাগে তীর্থং দুষ্কৃতিদুর্লভং।
ঋণমোচনসংজ্ঞং তু সরযূতীরসঙ্গতম্ ॥ ২৬

শঙ্কর কহিলেন, হে সুন্দরি! দেবদেবেশ্বর লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই বলিয়া সেই তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ২৪। তদবধিই ঐ কুণ্ড পরম খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৫। হে মহাভাগে! এক্ষণে অন্য তীর্থের কথা শ্রবণ কর। সরযূতটে ঋণমোচন নামে দুষ্কৃতি-দুর্ল্লভ আর একটী তীর্থ

ব্রহ্মকুণ্ডাত্তু ভো দেবি ধনুঃসপ্তশতেন চ।
পূর্ব্বোত্তরদিশাভাগে সংস্থিতং সরযূজলে ॥ ২৭
ততঃ পূর্ব্বং মুনিবরো লোমশো নামনামতঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন স্নানং চক্রে বিধানতঃ ॥২৮
ততঃ স ঋণনির্ম্মুক্তো বভূব গতকল্মষঃ।
তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা মুনিঃ সানন্দমব্রবীৎ ॥ ২৯
পশ্যন্‌ তীর্থস্য মহতো গুণান্মাহাত্ম্যমুচ্চকৈঃ।

বিদ্যমান আছে। ২৬। হে দেবি! ব্রহ্মকুণ্ড হইতে সপ্তশত ধনু দূরে পূর্ব্বোত্তর দিকে সরযূ-তটে উহা সংস্থিত। ২৭। পূর্ব্বে কোন সময়ে লোমশনামা মহামুনি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বিধানে স্নান করিয়াছিলেন। ২৮। স্নানমাত্র তিনি ঋণমুক্ত ও ক্ষীণপাপ হয়েন। তাপসবর এই মহদাশ্চর্য্য দর্শনে এবং এই মহাতীর্থের মহামাহাত্ম্য ও

ভুজাবূর্দ্ধৌ তথা কৃত্বা হর্ষাৎ সাশ্রু-
বিলোচনঃ ॥ ৩০ ॥

লোমশ উবাচ।

ঋণমোচনসংজ্ঞং তু তীর্থমেতদনুত্তমং।
অত্র স্নানেন জন্তূনামৃণনির্যাতনং ভবেৎ ॥৩১
ঐহিকং পারলৌক্যং চ সর্ব্বং শুভকরং ভবেৎ।
স্নানমাত্রেণ তীর্থেন পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥৩২

গুণ দর্শনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নেত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন। ২৯-৩০।

লোমশ কহিলেন, এই অত্যুত্তম তীর্থ ঋণপ্রমোচন নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই স্থানে স্নান করিলে জীবগণের ঋণমুক্তি হইবে। ৩১। এই স্থানে স্নানমাত্র সমস্ত পাপ বিনষ্ট এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সকলই শুভপ্রদ

সর্ব্বতীর্থোত্তমং চৈতৎ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকং ।
ময়া চাস্য ফলং সম্যগনুভূতং ক্ষণাদিহ ॥৩৩
তস্মাদত্র বিধানেন স্নানং চৈব স্বশক্তিতঃ ।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ সর্ব্বদা ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
দাতব্যং তু সুবর্ণং চ দেয়মন্নাদি শক্তিতঃ ॥ ৩৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তীর্থমাহাত্ম্যং লোমশো মুনিসত্তমঃ ।
অন্তর্দ্দধে মুনিশ্রেষ্ঠঃ স্তবন্ তীর্থগুণান্ মুদা ॥৩৫

হইবে। ৩২। এই তীর্থ ধর্ম্মতীর্থশ্রেষ্ঠ ও সদ্যঃ প্রত্যয়কারক। আমি ক্ষণকাল মধ্যেই ইহার ফল সম্যক্ অনুভূত করিয়াছি। ৩৩। অতএব সর্ব্বদা ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই স্থানে যথাবিধি শক্ত্যনুসারে স্নান করিবে এবং শক্ত্যনুসারে স্বর্ণ ও অন্নাদি দান করিবে।৩৪।

শঙ্কর কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ তাপসপ্রবর

এতত্তে কথিতং দেবি ঋণমোচনসংজ্ঞকং ॥৩৬
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা তত্র স্নানেন মানবঃ।
জায়তে তৎক্ষণাদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৭
ঋণমোচনতীর্থাত্তু পূর্ব্বতঃ সরযূতটে।
ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণেন পাপমোচনসংজ্ঞকম্।

লোমশ এইরূপে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সানন্দে তীর্থের গুণস্তোত্র করিতে করিতে তিরোহিত হইলেন। ৩৫। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট ঋণপ্রমোচন নামক তীর্থের কথা কীর্ত্তন করিলাম। ৩৬। এই স্থানে স্নানমাত্র মানব তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধাত্মা হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৭। ঋণপ্রমোচন তীর্থ হইতে বিংশতি ধনু দূরে পূর্ব্ব দিকে সরযূতটে পাপমোচন নামক আর একটী তীর্থ বিদ্যমান আছে। ঐ তীর্থের জত্যুত্তম

পাপমোচনতীর্থস্য দৃষ্টং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩৮
পাঞ্চালদেশে সংভূতো নাম্না নরহরির্দ্বিজঃ।
অসৎসঙ্গপ্রভাবেন পাপাত্মা সমজায়ত ॥৩৯॥
নানাবিধানি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
কৃতবান্ পাপিসঙ্গেন ত্রয়ীমার্গবিনিন্দকঃ ॥৪০
স কদাচিৎ সাধুসঙ্গাত্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ।
অযোধ্যামাগতো দেবি মহাপাতককৃদ্দ্বিজঃ ॥ ৪১

মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে।৩৮। পূর্ব্বকালে পাঞ্চালদেশে নরহরি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অসৎ-সংসর্গবশে পাপাত্মা হইয়া উঠিলেন।৩৯। তিনি বেদমার্গনিন্দক হইয়া পাপীসঙ্গনিবন্ধন ব্রহ্মহত্যাদি বিবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিলেন।৪০। হে দেবি! সেই মহাপাপী ব্রাহ্মণ কোন সময়ে সাধুসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে

পাপরাশিং বিনাশ্যৈব নিষ্পাপঃ সমভূৎ ক্ষণাৎ।
দিবঃ পপাত তন্মূর্দ্ধ্নি পুষ্পবৃষ্টিশ্চ পার্ব্বতি।
দিব্যং বিমানমারুহ্য বিষ্ণুলোকং গতো দ্বিজঃ॥৪৩
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং তীর্থস্য নগনন্দিনি।
শ্রদ্ধয়া পরয়া তত্র কুর্য্যাৎ স্নানং বিশেষতঃ।
মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং তত্র স্নানং প্রশস্যতে॥ ৪৪

অযোধ্যায় সমাগত হইলেন। ৪১। অযোধ্যায় সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইলেন। হে পার্ব্বতি! তখন তাঁহার মস্তকে সুরপুর হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। ৪২। তিনি দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করিলেন। ৪৩। হে নগনন্দিনি! তীর্থের এই মহদাশ্চর্য্য মাহাত্ম্য দর্শন পূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে সযত্নে স্নান করা কর্ত্তব্য।

দানঞ্চ মনুজৈঃ কার্য্যং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধয়ে।
অন্যদপি কৃতে স্নানে সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥৪৫

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে অযোধ্যা-
মাহাত্ম্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ স্থানে স্নান করা প্রশস্ত। ৪৪। পাপবিশুদ্ধ্যর্থ এই স্থানে দান করাও মানবগণের অবশ্য বিধেয়। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ব্যতীত অন্য সময়ে স্নান করিলেও সর্ব্বপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪৫।

ইতি ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

পাপমোচনতীর্থাত্তু পূর্ব্বতঃ সরযূজলে ।
ধনুঃশতপ্রমাণেন বর্ত্ততে তীর্থমুত্তমম্ ।
সহস্রধারাসংজ্ঞং তু সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্ ।। ১
যস্মিন্ রামাজ্ঞয়া বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।
প্রাণমুৎসৃজ্য যোগেন যযৌ শেষাত্মতাং পুরা

শঙ্কর কহিলেন, পাপমোচন তীর্থ হইতে শতধনু পূর্ব্বদিকে সরযূতীরে আর একটী অত্যুত্তম তীর্থ আছে। উহা সর্ব্বপাপনাশন সহস্রধারা নামে প্রথিত । ১ । ঐ স্থানে পূর্ব্বে শত্রুতপ লক্ষ্মণ রামের আদেশে যোগবলে প্রাণ

শৃণু প্রিয়ে কথামেতাং কথ্যমানাং ময়ানঘে।
সহস্রধারাতীর্থস্য সমুৎপত্তিং মহোদয়াম্ ॥৩
পুরা রামো রঘুপতির্দ্দেবকার্য্যং বিধায় বৈ।
কালেন সহ সঙ্গম্য মন্ত্রং চক্রে নরেশ্বরঃ॥৪
আবাং মন্ত্রয়মাণৌ হি যঃ পশ্যেদন্তিকাগতঃ।
ত্বয়া ত্যাজ্যো ভবেৎ ক্ষিপ্রমিত্থং চক্রে স
সংবিদম্॥ ৫

বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শেষাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।২। হে প্রিয়তমে! হে অনঘে! আমি ঐ সহস্রধারা-তীর্থের উৎপত্তি-সম্বর্দ্ধিনী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩।

পূর্ব্বকালে নরেশ্বর রঘুপতি রামচন্দ্র (রাবণবধাদি) দেবকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কালের সহিত মিলিত হইয়া (একান্তে) মন্ত্রণা করিতেছিলেন।৪। "আমরা মন্ত্রনা

তস্মিন্মন্ত্রয়মাণে হি দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণে ॥ ৬
আগতঃ স তপোরাশির্দুর্ব্বাসাস্তেজসাং নিধিঃ ।
আগত্য লক্ষ্মণং শীঘ্রমিত্যবোচৎ ক্ষুধাকুলঃ ॥ ৭

করিতেছি, যে ব্যক্তি এই সময়ে আমাদিগের সমীপস্থ হইয়া দর্শন করিবে, তাহাকে তুমি আশু পরিত্যাগ করিবে," কাল রামকে এইরূপ বলিলে রঘুপতিও তদনুরূপ প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হন । ৫ । যখন তিনি মন্ত্রণা করেন, তৎকালে দ্বারদেশে লক্ষ্মণ (প্রহরী-রূপে) অবস্থিতি করিলেন । ৬ । ইত্যবসরে মূর্ত্তিমান্ তপোরাশিস্বরূপ তেজোনিধি দুর্ব্বাসা তথায় আগমন পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আশু লক্ষ্মণকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগি-লেন । ৭ ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

সৌমিত্রে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং ত্বং রামাগ্রে নিবেদয়।
কার্য্যার্থিনমিদং বাক্যং নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি॥৮
শাপাদ্ভীতঃ স সৌমিত্রির্দ্রুতং গত্বা তয়োঃ পুরঃ।
মুনিং নিবেদয়ামাস রামাগ্রে দর্শনার্থিনম্॥৯
দুর্ব্বাসসস্তপোরাশিমত্রিনন্দনমাগতম্।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে সৌমিত্রে! তুমি শীঘ্র রামের নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন কর, আমি কার্য্যার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, আমার বাক্য অন্যথা করা তোমার উচিত নহে। ৮।

শঙ্কর কহিলেন, তখন সৌমিত্রি শাপভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতপদে রাম ও কালের নিকট গমন পূর্ব্বক রামচন্দ্র-সকাশে কার্য্যার্থী তাপস-প্রবরের আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলেন।৯।

রামোপি কালমামন্ত্র্য প্রস্থাপ্য চ বহির্যযৌ॥১০॥
দৃষ্ট্বা মুনিস্তং প্রণতঃ সংভোজ্য প্রভুরাদরাৎ।
দুর্ব্বাসসং মুনিবরং প্রস্থাপ্য স্বয়মাদরাৎ।
সত্যভঙ্গ ভয়াদ্বীরো লক্ষ্মণং ত্যক্তবাংস্তদা॥১১॥
লক্ষ্মণোপি তদা বীরঃ কুর্ব্বন্নবিতথং বচঃ।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য সুমতিঃ সরযূতীরমাযযৌ॥১২॥

রামও অত্রিনন্দন তপোরাশি দুর্ব্বাসাকে আগত জানিয়া কালকে আমন্ত্রণ ও বিদায় প্রদান পূর্ব্বক বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।১০। তিনি মুনিবর দুর্ব্বাসাকে দর্শন পূর্ব্বক প্রণত হইয়া সাদরে ভোজন প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক সত্যভঙ্গভয়ে ভীত হইয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন।১১। বীরবর সুমতি লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের বাক্য বিফল করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ

তত্র গত্বা চ যোগজ্ঞো ধ্যানমাস্থায় সত্বরম্।
চিদাত্মনি মনঃ শান্তং সন্নিবেশ্য ব্যবস্থিতঃ॥ ১৩
ততঃ প্রাদুরভূত্তত্র সহস্রফণমণ্ডিতঃ।
শেষশ্চক্ষুঃশ্রবঃশ্রেষ্ঠঃ ক্ষিতিং ভিত্ত্বা সহস্রধা ১৪॥
সুরলোকাৎ সুরেন্দ্রোঽপি সমগাদমরৈঃ সহ॥ ১৫
ততঃ শেষাগ্রতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরঃ।
উবাচ মধুরং শক্রঃ সুরসঙ্ঘসমন্বিতঃ॥ ১৬

সরযূতীরে গমন করিলেন। ১২। যোগবিৎ লক্ষ্মণ তথায় গমন পূর্ব্বক আশু ধ্যানস্থ হইয়া শান্ত মনকে চিদাত্মাতে সন্নিবিষ্ট করত অবস্থিত হইলেন। ১৩। তখন সহস্রফণমণ্ডিত ভুজঙ্গরাজ শেষ সহস্রধা ক্ষিতি ভেদ পূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইলেন। ১৪। ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে সুরলোক হইতে আগমন করিলেন। ১৫। সেই সত্যনিষ্ঠ দেবগণসমন্বিত

ইন্দ্র উবাচ।

লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারুহ স্বপদং স্বয়ম্।
দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিসূদন॥ ১৭
বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি ত্বং সনাতনম্॥ ১৮
ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতঃ শেষোপি বিলসৎফণঃ।
সহস্রধা ক্ষিতিং ভিত্বা সহস্রফণমণ্ডিতঃ॥ ১৯

সুররাজ লক্ষ্মণকে শেষাত্মতা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ১৬।

ইন্দ্র কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! আশু গাত্রোত্থান কর, স্বপদে আরূঢ় হও। হে বীর! হে শত্রুনিসূদন! তুমি দেবকার্য্য সাধন করিয়াছ। এখন পরম সনাতন বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হও। ১৭-১৮। ত্বদীয় মূর্ত্তি, সহস্রফণমণ্ডিত শেষ-ফণাবিভূষণে বিভূষিত হইয়া সহস্রধা ক্ষিতি ভেদ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন। ১৯।

ক্ষিতেঃ সহস্রছিদ্রেষু যস্মাদ্ভেদাঃ সমুদ্গতাঃ।
তস্মাদেতন্মহাতীর্থং সরযূতীরগং শুভম্।
খ্যাতং সহস্রধারেতি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২০
এতৎক্ষেত্রপ্রমাণং তু ধনুষাং পঞ্চবিংশতিঃ॥ ২১
অত্র স্নানেন দানেন শ্রাদ্ধেন শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ॥ ২২
অত্র স্নাতো নরো ধীমান্ শেষরূপিণমীশ্বরম্।

ধরণীর সহস্রছিদ্রে এই যে ভেদ সমুদ্গত হইল, ইহা সরযূতীরজাত শুভকর তীর্থ হইবে এবং সহস্রধারা নামে খ্যাতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। ২০। এই তীর্থের পরিমাণ পঞ্চবিংশতি ধনু। ২১। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই স্থানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ২২। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই স্থানে স্নাত হইয়া শেষরূপী

তীর্থে সংপূজ্য বিধিবৎ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥২৩
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং স্নানং বিধিপুরঃসরম্।
শেষরূপী হরির্ধ্যেয়ঃ পূজ্যা বিপ্রা বিশেষতঃ॥ ২৪
স্বর্ণং চান্নঞ্চ বাসাংসি দেয়ানি শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
স্নানং দানং হরেঃ পূজা সর্ব্বমক্ষয্যতাং ব্রজেৎ॥২৫
তস্মাদেতন্মহাতীর্থং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ক্ষিতৌ ভবিষ্যতি তদা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥২৬

ঈশ্বরকে যথাবিধি পূজা করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ২৩। এই হেতু যথাবিধানে এই স্থানে স্নান করিবে, শেষরূপী হরিকে ধ্যান করিবে, বিশেষতঃ বিপ্রগণকে পূজা করিবে। ২৪। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই তীর্থে স্বর্ণ, অন্ন ও বস্ত্র দান করা কর্ত্তব্য। এই স্থানে দান, ও হরিপূজা করিলে তৎসমস্ত অক্ষয় হয়; সুতরাং এই মহাতীর্থ ক্ষিতিতলে সর্ব্বকামফল-

শ্রাবণে শুক্লপক্ষস্য যা তিথিঃ পঞ্চমী ভবেৎ।
তস্যামত্র প্রকর্ত্তব্যো নাগানুদ্দিশ্য যত্নতঃ।
উৎসবো বিপুলঃ সদ্ভিঃ শেষপূজাপুরঃসরঃ॥ ২৭
উৎসবে তু কৃতে সদ্ভিস্তীর্থে মহতি মানবৈঃ।
সন্তোষ্য চ দ্বিজান্ ভক্ত্যা নাগপূজাপুরঃসরম্।
সন্তুষ্টাঃ ফণিনঃ সর্ব্বে পীড়য়ন্তি ন মানুষম্॥ ২৮

প্রদ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথ নাই। ২৫-২৬। যে দিন শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষীয়া পঞ্চমী তিথি হয়, সেই দিন এই স্থানে সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া নাগগণের উদ্দেশে শেষ-পূজাসমন্বিত বিপুল উৎসব করিবে। ২৭। এই মহাতীর্থে সাধুশীল ব্যক্তি-গণ উৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে নাগপূজা ও দ্বিজগণকে সন্তুষ্ট করিলে ভুজগগণ প্রীত হয়েন, আর তাঁহারা মানবের প্রতি

বৈশাখে মাসি যে স্নানং কুর্ব্বন্ত্যত্র সমাহিতাঃ।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥২৯
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যং মাধবে যত্নতো নরৈঃ ॥ ৩০
স্নানং দানং হরেঃ পূজা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
তীর্থে কৃতাত্র মনুজৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৩১
বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যো দদ্যাৎ সালঙ্কারাম্পয়স্বিনীম্ ।

উৎপীড়ন করেন না। ২৮। যে সকল ব্যক্তি সমাহিত হইয়া বৈশাখ মাসে এই স্থানে স্নান করে, শতকোটি কল্পেও আর তাহাদিগকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ২৯। এই হেতু মানবগণ বৈশাখ মাসে যত্ন সহকারে এই স্থানে দান ও স্নান করিবে। বিশেষতঃ এই তীর্থে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে সেই পূজা সর্ব্বকামফলপ্রদ হয়। ৩০-৩১। যে ব্যক্তি এই মহাতীর্থে সৎপাত্র ব্রাহ্মণের হস্তে বিষ্ণুকে

সবৎসামত্র সত্তীর্থে সংপাত্রায় দ্বিজন্মনে।
তস্য বাসো ভবেন্নিত্যং বিষ্ণুলোকে
সনাতনে ॥ ৩২
অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতি তীর্থস্নানেন মানবঃ ॥ ৩৩
অত্র পূজ্যৌ বিশেষেণ নরৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ।
বৈশাখে মাস্যলঙ্কারৈর্ব্বস্ত্রৈশ্চ দ্বিজদম্পতী ॥৩৪
লক্ষ্মীনারায়ণপ্রীত্যৈ লক্ষ্মীপ্রীত্যৈ বিশেষতঃ।
সর্ব্বাণ্যপি চ সংস্কৃত্য স্থাস্যন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

উদ্দেশ করিয়া সালঙ্কারা ও সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু দান করে, সনাতন বিষ্ণুলোকে তাহার নিত্য বাস হয়। ৩২। তীর্থে স্নান দ্বারা মানব অক্ষয় স্বার্থ প্রাপ্ত হয়। ৩৩। বৈশাখ মাসে এই স্থানে মানবগণ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া অলংকার ও বস্ত্র দ্বারা দ্বিজদম্পতির অর্চ্চন করিবে। ৩৪। বৈশাখ মাসে লক্ষ্মীনারায়ণের

তস্মাদত্র বিধানেন বৈশাখে স্নানতো নৃণাম্।
সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য ভবিষ্যতি ফলং মহৎ ॥৩৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতম্।
শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারধরণে ক্ষমম্।
লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাৎ ॥ ৩৭

বিশেষতঃ লক্ষ্মীদেবীর প্রীত্যর্থ যাবতীয় তীর্থ এই স্থানে অধিষ্ঠিত হন, সন্দেহ নাই। ৩৫। এই হেতু বৈশাখ মাসে এই স্থানে বিধানে স্নান করিলে মানবগণের সর্ব্বতীর্থস্নানজনিত মহাফল হইয়া থাকে। ৩৬।

শঙ্কর কহিলেন, সুররাজ দেবগণসমক্ষে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া ভূভার ধারণে সক্ষম শেষকে পাতালে প্রেরণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সাদরে বিমানে আরোপিত করিয়া প্রস্থান

তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং বিখ্যাতিং পরমাং যযৌ॥ ৩৮
বৈশাখে মাসি তীর্থস্য মাহাত্ম্যং পরমং স্মৃতম্।
পঞ্চম্যামপি শুক্লায়াং শ্রাবণস্য বিশেষতঃ॥ ৩৯
অন্যদা পর্ব্বণি শ্রেষ্ঠং বিশেষাৎ স্নানমাচরেৎ।
সহস্রধারাতীর্থে চ নরঃ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪০

করিলেন। ৩৭। তদবধিই ঐ তীর্থ পরমা খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৮। বৈশাখ মাসে, বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী তিথিতে এই তীর্থের মাহাত্ম্য অধিকতর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে। ৩৯। অধিকন্তু অন্যান্য সময়ে পর্ব্বদিনে এই সহস্রধারা তীর্থে স্নান করিবে। তাহা হইলেই মানব স্বর্গলাভ করিতে পারে। ৪০।

ইতি সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।

ভগবন্নদ্ভুত মিদং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
শ্রুত্বা ত্বত্তো মম মনঃ পরমানন্দমাযযৌ ॥ ১
অন্যত্তীর্থান্তরং ব্রূহি তত্ত্বেন মম সাম্প্রতম ।
ন তৃপ্তিরস্তি মনসঃ শৃণ্বন্ত্যা মম সুব্রত ॥ ২

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! এই অদ্ভুত, অত্যুত্তম তীর্থমাহাত্ম্য ত্বৎপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমার মন পরম আনন্দ লাভ করিল। ১। অধুনা আমার নিকট অন্য তীর্থের বিষয় তত্ত্বতঃ কীর্ত্তন কর। হে সুব্রত! এই সকল শ্রবণ করিয়া এখনও আমার মনস্তৃপ্তি হইতেছে না। ২।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

বিদ্যাকুণ্ডাদ্দক্ষিণে তু বৈতরণী বিরাজতে।
বৈতরণ্যাং কৃতস্নানো যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৩
ভাদ্রে মাসি পূর্ণিমায়াং যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ॥৪
ঘোষার্কতীর্থং পরমং বৈতরণ্যাস্তু দক্ষিণে।
বর্ত্ততে সুন্দরং দেবি সর্ব্বপাপপহং সদা ॥ ৫
যত্র স্নানেন দানেন সূর্য্যলোকে মহীয়তে।

শঙ্কর কহিলেন, বিদ্যাকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে বৈতরণী তীর্থ বিরাজিত। বৈতরণী-জলে কৃতস্নান ব্যক্তিকে আর যমপুরী দর্শন করিতে হয় না।৩। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতিথিতে এই তীর্থের বার্ষিকী যাত্রা হয়। ৪। হে দেবি! বৈতরণীর দক্ষিণভাগে সুন্দর, সর্ব্বদা সর্ব্বপাপ-হর, পরমশ্রেষ্ঠ ঘোষার্কতীর্থ অধিষ্ঠিত। ৫। ঐ স্থানে স্নান ও দান করিলে সূর্য্যলোকে

এতত্তীর্থস্য সদৃশং নাপরং বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৬
ব্রণী, কুষ্ঠী দরিদ্রো বা দুঃখাক্রান্তোপি যো নরঃ।
করোতি বিধিবৎ স্নানং সর্ব্বান্ কামান-
বাপ্নুয়াৎ।
রবিবারে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং স্নানমাদরাৎ ॥ ৭
ভাদ্রে মাসে তথা মাঘে শুক্লষষ্ঠ্যাং প্রযত্নতঃ।
কর্ত্তব্যং বিধিবৎ স্নানং সূর্য্যলোকাভিকাঙ্ক্ষয়া॥৮

গৌরবান্বিত হয়। এই তীর্থের সদৃশ অন্য তীর্থ আর কুত্রাপি নাই। ৬। ব্রণরোগী কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র অথবা যে ব্যক্তি দুঃখান্বিত, সে বিধানে এই তীর্থে স্নান করিলে সকল কামনাই প্রাপ্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ রবিবারে এই স্থানে সাদরে স্নান করা কর্ত্তব্য। ৭। সূর্য্যলোকে গমনের অভিলাষ থাকিলে ভাদ্রমাসের ও মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়

পৌষে মাসি তথা স্নানং সূর্য্যবারে বিশেষতঃ।
সপ্তম্যাং রবিযুক্তায়াং স্নানং বহুফলপ্রদম্ ॥ ৯
ঘোষাভিধোভবৎ পূর্ব্বং সূর্য্যবংশ্যো নরেশ্বরঃ।
সমুদ্রমেখলামেকঃ পৃথিবীং সমপালয়ৎ ॥ ১০
যদ্যশাংসি প্রকাশন্তে ত্রিলোকীমণ্ডলায় বৈ।
যৎ-প্রতাপঃ স্ফুরন্‌ভাতি প্রভাকর ইবাপরঃ ॥ ১১

ষষ্ঠীতে এই স্থানে সযত্নে যথাবিধি স্নান করিবে। ৮। বিশেষতঃ পৌষমাসে রবিবারে স্নান করিতে হয়। রবিবারযুক্তা সপ্তমী তিথিতে স্নান করিলে উহা বহুফলপ্রদ হইয়া থাকে। ৯। পূর্ব্বকালে ঘোষ নামে সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি ছিলেন। তিনি একাকী সাগরমেখলা বসুমতী পালন করিতেন। ১০। তাঁহার যশঃ ত্রিলোকীমণ্ডলে প্রকাশিত ছিল এবং দ্বিতীয় প্রভাকরের ন্যায় তদীয় প্রতাপ

প্রচণ্ডতর-দোর্দ্দণ্ড-খণ্ডিতারাতি-মণ্ডলঃ।
স কদাচিৎ প্রজাঃ সর্ব্বা মন্ত্রিষু ন্যস্ত ভূতলম্।
বভ্রাম মৃগয়াসক্তো বনেতিগহনে ক্রমৈঃ॥ ১২
স রাজা পূর্ব্বজন্মোত্থৈঃ পাপৈরশুভসূচকৈঃ।
কৃমিব্যাপ্তিকরাম্ভোজঃ সুন্দরোপি গতশ্রিয়ঃ॥১৩
মৃগয়ায়াং ভবেদেকঃ কদাচিৎ পর্য্যটন্ বনে।

বিস্ফুরিত হইত। ১১। তিনি প্রচণ্ডতর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অরাতিমণ্ডল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন। একদা তিনি মন্ত্রীগণের প্রতি প্রজা ও ধরণীর ভার সমর্পণ পূর্ব্বক মৃগয়াসক্ত হইয়া ক্রমসঙ্কুল গহনবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১২। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অশুভসূচক-পাপবশতঃ ঐ রাজার করপদ্ম কৃমি দ্বারা পরি-ব্যাপ্ত থাকাতে তিনি সুন্দর হইয়াও হৃতশ্রীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেন। ১৩। তিনি একদা

বরাহসিংহহরিণান্‌ নিঘ্নন্‌ ধাবন্নিতস্ততঃ ॥ ১৪
তৃষাক্রান্তো ম্লানতনুঃ সরোহপশ্যৎ পুরো নৃপঃ।
দদর্শ পাণিং প্রক্ষাল্য নিষ্কম্পিং জলগৌরবাৎ ॥১৫
ততো বিধিবদাচম্য স্নানং চক্রে নরেশ্বরঃ ॥ ১৬
ততো দেবশরীরোদ্ভূদানন্দামলমানসঃ।

একাকী মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া বনে বনে পর্য্যটন পূর্ব্বক বরাহ, সিংহ, হরিণ প্রভৃতি হনন করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। ১৪। এই প্রকার ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষার্ত্ত ও ম্লানতনু হইয়া পুরোভাগে একটী সরোবরে নেত্রগোচর করিলেন। তখন সেই জলে হস্ত প্রক্ষালন করিবামাত্র জলগৌরব-নিবন্ধন তদীয় হস্ত নিষ্কম্প হইয়া উঠিল। ১৫। নরপতি যথাবিধি সেই জলে আচমন ও স্নান সম্পাদান করিলেন। ১৬। অনন্তর নরপতি

মুনিভিস্তীর্থমাজ্ঞায় চক্রে সূর্য্যস্তুতিং প্রিয়াম্॥ ১৭

রাজোবাচ।

ভগবন্দেবদেবেশ নমস্তুভ্যং চিদাত্মনে।
নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় জগদানন্দদায়িনে॥ ১৮
প্রভাগেহায় দেবায় ত্রয়ীমূর্ত্তিমতে নমঃ।
বিবস্বতে নমস্তুভ্যং যোগজ্ঞায় চিদাত্মনে॥ ১৯

দেবমূর্ত্তি ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া মুনিগণের আদেশে তথায় তীর্থ-কল্পনা পূর্ব্বক প্রীতিকর সূর্য্যস্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭।

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেব-দেবেশ! তুমি চিদাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সবিতৃ, সূর্য্য ও জগতের আনন্দদায়ী, তোমাকে নমস্কার করি। ১৮। তুমি প্রভার গৃহ (আধার) স্বরূপ, তুমি ত্রীমূর্ত্তিমান্ দেব, তোমাকে নমস্কার; তুমি বিবস্বান্, যোগবিৎ

পরায় পররূপায় ত্রিলোকীতিমিরচ্ছিদে।
অচিন্ত্যায় সদা তুভ্যং নমো ভাস্বরতেজসে ॥ ২০
যোগপ্রিয়ায় যোগায় যোগজ্ঞায় সদা নমঃ।
ওঁকারায় বষট্‌কাররূপিণে ব্রতধারিণে ॥ ২১
যজ্ঞায় যজমানায় হবিষে ঋত্বিজে নমঃ।
রোগঘ্নায় সুরূপায় কমলানন্দদায়িনে ॥ ২২

ও সদা আত্মরূপী, তোমাকে নমস্কার করি। ১৯ তুমি পর, পররূপী, ত্রিভুবনস্থ তিমিরহন্তা, অচিন্ত্য ও মহাতেজা, তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। ২০। তুমি যোগপ্রিয়, যোগস্বরূপ ও যোগবিৎ, তোমাকে সতত প্রণাম করি। তুমি ওঙ্কার, তুমিই বষট্‌কার ও তুমিই ব্রতধারী। ২১। তুমি যজ্ঞ, তুমি যজমান, তুমি হবিঃ এবং তুমিই ঋত্বিক্‌, তোমাকে নমস্কার। তুমি রোগহারী, সুরূপ ও কমলিনীর আনন্দ-

অতিসৌম্যাতিতীক্ষ্ণায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ ।
সর্ব্বেশায় নমস্তুভ্যং ভক্তত্রায় প্রিয়াত্মনে ॥ ২৩
প্রকাশকায় সততং লোকানাং প্রিয়কারিণে ।
প্রসীদ প্রণতায়াথ মহ্যং ভক্তিযুক্তে স্বয়ং ॥ ২৪

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ইত্যেবং স্তবতস্তস্য সুপ্রসন্নো রবিঃ স্বয়ং ।
আবির্বভূব সহসা ভক্তস্য প্রিয়কাম্যয়া ।

দায়ী । ২২ । তুমি অতি সৌম্যমূর্ত্তি, তুমি অতি তীক্ষ্ণরশ্মি ও তুমিই গ্রহগণের অধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বেশ্বর, ভক্তের ত্রাণকর্ত্তা ও প্রিয়াত্মা, তোমাকে নমস্কার করি । ২৩ । তুমি প্রকাশক ও সতত লোক-সমূহের প্রিয়কারী। আমি ভক্তিমান্ হইয়া প্রণত হইতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও । ২৪।

শঙ্কর কহিলেন, রাজা এইরূপে স্তব

উবাচ মধুরং বাক্যং প্রশ্রয়া নতমূর্দ্ধজং ॥ ২৫

রবিরুবাচ।

বরং বরয় রাজেন্দ্র প্রসন্নোস্মি তবাগ্রতঃ।
দদামি তদ্বরং তেভ্য যত্ত্বয়া মনসেপ্সিতং ॥ ২৬

করিলে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া ভক্তের প্রিয়-কামনায় সহসা স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং বিনয়াবনতকন্ধর নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৫।

সূর্য্যদেব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তোমার মনে যাহা অভিলাষ হয় প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করিব। ২৬।

রাজোবাচ।

ভগবন্ ভাস্করানন্ত প্রযচ্ছসি বরং যদি।
মন্নাম্না কৃতমূর্ত্তিস্ত্বং তিষ্ঠস্বাত্র সদা বিভো॥ ২৭

রবিরুবাচ।

এবমস্তু মনুষ্যেন্দ্র তব বাঞ্ছা মনোহরা॥ ২৮।
এতৎ স্তোত্রং ত্বয়া প্রোক্তং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ।

রাজা কহিলেন, হে ভগবন্! হে ভাস্কর! হে অনন্ত! যদি আমাকে বরদানে ইচ্ছা হয়, হে বিভো! তাহা হইলে তুমি এই স্থানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার নামে খ্যাতি লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাক। ২৭।

সূর্য্য কহিলেন, হে মনুজেন্দ্র! তাহাই হউক, তোমার বাসনা অতীব মনোহারিণী। ২৮।
হে নরেশ্বর! যে সকল মানব ত্বৎপ্রোক্ত এই

তয়া° তুষ্টঃ প্রদাস্যামি সর্ব্বান্ কামান্নরেশ্বর ॥২৯
এতৎস্থানং পরাং খ্যাতিং ত্বন্নাম্না যাস্যতি ক্ষিতৌ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যোত্র স্নানং সমাচরেৎ॥৩০
মদ্ভক্তেন সদা রাজন্ কর্ত্তব্যং স্নানমত্র বৈ।
যং যং কামমিচ্ছেত তং তং কামান-
বাপ্নুয়াৎ॥ ৩১।

স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অখিল কামনা পূর্ণ করিব। ২৯। এই স্থান ক্ষিতিতলে তোমার নামেই খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিবে, তাহার অখিল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। ৩০। হে রাজন্! আমার ভক্তগন সর্ব্বদা এই তীর্থে স্নান করিবে। এই স্থানে যে যে কামনা করা যাইবে, সেই সেই কামনাই পরিপূর্ণ হইবে। ৩১।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরং দেব কৃপয়া পরয়া যুতঃ।
ভাস্বান্ সহস্রকিরণস্ততোহন্তর্দ্ধানমাযযৌ ॥ ৩২ ॥
রাজা ভাস্করদেহোত্থং রবিতেজস্ত্বনুত্তমম্।
প্রণম্য দণ্ডবৎ ভক্ত্যা জগাম স্বগৃহং ততঃ। ৩৩
সূর্য্যকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সূর্য্যলোকে
বসেৎ সদা ॥ ৩৪
ঘোষার্ককুণ্ডাত্তো দেবি পশ্চিমে দিগ্দলে স্থিতম্।

শঙ্কর কহিলেন, দীপ্তরশ্মি সূর্য্যদেব পরম কৃপাপরবশ হইয়া এই প্রকারে বরদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ৩২। রাজাও সেই অত্যুত্তম, ভাস্করদেহোত্থ রবি-তেজকে ভক্তি সহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। ৩৩। সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা সূর্য্যলোকে

রতিকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপাপহরং সদা।
যত্র স্নানেন দানেন পরাং কান্তিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৫
তৎপশ্চিমদিশাভাগে কুসুমায়ুধনামকম্।
কুণ্ডং প্রসিদ্ধমতুলং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্॥ ৩৬।
যত্র স্নানেন দানেন কন্দর্পস্য সমাকৃতিঃ।
ভবেন্নরো বিধানেন প্রিয়ে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥৩৭
রতিকুণ্ডে তথা দেবি কুসুমায়ুধকুণ্ডকে।

বাস করিতে পারে। ৩৪। হে দেবি! ঘোষার্ক কুণ্ডের পশ্চিমদিকে রতিকুণ্ড নামে আর একটী পাতকনাশন তীর্থ আছে। ঐ স্থানে স্নান ও দান করিলে পরমা কান্তি লাভ হয়। ৩৫। উহার পশ্চিম দিকে কুসুমায়ুধ নামক সর্ব্ব-কামার্থসিদ্ধিপ্রদ, অতুলনীয় প্রসিদ্ধ কুণ্ড বিরাজিত। ৩৬। ঐ স্থানে যথাবিধানে স্নান ও দান করিলে কন্দর্প সদৃশ রূপবান্ হইতে পারে

শ্রদ্ধয়া কুরুতে স্নানং স সৌখ্যং পরমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮॥
শ্রদ্ধয়া চ তয়োঃ কুণ্ডে স্নাতব্যং ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ॥৩৯॥
কুণ্ডদ্বয়েঽত্র মিথুনং তৎ স্নানং কুরুতে সদা।
রতিকুণ্ডে তথা দেবি কুসুমায়ুধকুণ্ডকে।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা রতিকন্দর্পতুষ্টয়ে ॥ ৪০ ।
ভবেতাং নিয়তং তস্য সন্তুষ্টৌ রতিমন্মথৌ ॥৪১॥

সন্দেহ নাই। ৩৭। হে দেবি! যে ব্যক্তি রতিকুণ্ডে ও কুসুমায়ুধকুণ্ডে শ্রদ্ধাসহকারে স্নান করে, সে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৮। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসহকারে ঐ কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিবে। ৩৯। হে দেবি! কুসুমায়ুধকুণ্ড ও রতিকুণ্ড এই উভয় কুণ্ডে যে কোন জীবের মিথুন স্নান করে, এবং রতি ও কন্দর্পের প্রীত্যর্থ যথাশক্তি দান করে, রতি ও মন্মথ সেই মিথুনের প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। ৪০।৪১।

মাঘে বিশদপঞ্চম্যাং যত্র স্নানং শুভপ্রদম্।
রতিকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা পশ্চাৎ কন্দর্পকুণ্ডকে।
স্নাতব্যং তদ্দিনে দেবি মিথুনেন প্রযত্নতঃ ॥৪২।
রতিকন্দর্পয়োঃ পূজা বিধাতব্যা বিশেষতঃ।
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কারৈঃ সংপূজ্যৌ দ্বিজদম্পতী ॥ ৪৩।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৪৪।

মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে এই স্থানে স্নান করিলে উহা শুভপ্রদ হয়। হে দেবি! ঐ দিনে নরমিথুন যত্নসহকারে প্রথমতঃ রতি-কুণ্ডে স্নান পূর্ব্বক তৎপরে কন্দর্পকুণ্ডে স্নান করিবে। ৪২। বিশেষতঃ রতি ও কন্দর্পের পূজা করা কর্ত্তব্য এবং বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজদম্পতির পূজা করিবে। ৪৩। এই প্রকার করিলে অখিল কামনা পরিপূর্ণ হয়,

চন্দনাগুরুকর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমাদিভিঃ।
বাসোভির্বিবিধৈঃ পুষ্পৈরর্চয়েৎ দ্বিজদম্পতী ॥৪৫
এবং কৃতে ন সন্দেহো রতিকন্দর্পতুষ্টিকৃৎ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে অযোধ্যা-
খণ্ডে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি এবং বস্ত্র ও বিবিধ পুষ্প দ্বারা দ্বিজদম্পতির অর্চ্চনা করা বিধেয়। ৪৫। এই প্রকার করিলে নিঃসন্দেহ রতি ও কন্দর্প-দেবের তুষ্টিবিধান হয়। ৪৬।

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

কুসুমায়ুধকুণ্ডাত্তু প্রতীচ্যাং দিশি সংস্থিতম্ ।
মন্ত্রেশ্বরমিতি খ্যাতং তৎ স্থানং ভুবি দুর্লভম্ ॥ ১
তত্র তীর্থে নরো স্নাত্বা দৃষ্টা মন্ত্রেশ্বরং শিবং ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২
পুরা রামো দেবকার্য্যং বিধায়ামলকর্ম্মকৃৎ ।

শঙ্কর কহিলেন, কুসুমায়ুধ-কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে মন্ত্রেশ্বর নামে ভুবনদুর্ল্লভ বিখ্যাত স্থান বিদ্যমান আছে। ১। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে স্নান পূর্ব্বক মন্ত্রেশ্বর শিবকে সন্দর্শন করে, শতকোটি কল্পেও আর তাহাকে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। ২। পূর্ব্বকালে অমল-

কালেন সহ সঙ্গম্য মন্ত্রঞ্চক্রে নরেশ্বরঃ ॥ ৩
স্বর্গং প্রতি প্রয়াণায় যাত্রাকালে নরেশ্বরঃ।
তত্রৈব স্থাপিতং লিঙ্গং মন্ত্রেশ্বরং সুপ্রথিতং ॥৪
তদুত্তরে সরো রম্যং কুমুদোৎপলমণ্ডিতং।
তত্র স্নানেন দানেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনৈঃ।
অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫
মন্ত্রেশ্বরস্য মহিমা নহি কেনাপি শক্যতে।

কর্ম্মা নরপতি রামচন্দ্র দেবকার্য্য সাধনপূর্ব্বক কালের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। ৩। তিনি স্বর্গপ্রয়াণার্থ যাত্রাকালে এই স্থানেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রেশ্বর নামা শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ৪। উহার উত্তরদিকে কুমুদ ও উৎপলরাজিতে বিরাজিত রমণীয় সরোবর বিদ্যমান আছে। সেই স্থানে স্নান, দান ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়

সম্যক্ বর্ণয়িতুং দেবি যত্নুত্তমফলপ্রদং॥ ৬
মন্ত্রেশ্বরসমং লিঙ্গং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৭
সুগন্ধপুষ্পধূপাদিকুঙ্কুমাদ্যনুলেপনৈঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ॥ ৮
এবং কৃতে ন সন্দেহো মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।৯
তস্য চোত্তরভাগে তু শীতলা বর্ত্ততেনঘে।

সন্দেহ নাই। ৫। হে দেবি! কোন ব্যক্তিই মন্ত্রেশ্বরের মহিমা সম্যক্ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে; ঐ তীর্থ অত্যুত্তমফলপ্রদ। ৬। মন্ত্রেশ্বরের সদৃশ লিঙ্গ হয় নাই, হইবেও না। ৭। সুগন্ধ পুষ্প, ধূপাদি ও কুঙ্কুমাদি অনুলেপন দ্বারা যত্নসহকারে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্রেশ্বরের পূজা করিতে হয়। ৮। এই প্রকার করিলে নিঃসন্দেহ মুক্তি সেই ব্যক্তির করস্থিতা হইয়া থাকে। ৯। হে অনঘে! ঐ

তাং সংপূজ্য নরো বিদ্বান সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১০
সর্ব্বদা পূজনং তস্যাঃ সোমবারে বিশেষতঃ।
কর্ত্তব্যং তু প্রযত্নেন নৃভিঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ১১
বিস্ফোটরোগাদিভয়ে নরৈস্তু সমুপস্থিতে।
কর্ত্তব্যং পূজনং সম্যক্ রোগাদি ভয়নাশনং॥ ১২
তদুত্তরে তু তত্রৈব বন্দী দেবীতি বিশ্রুতা।

তীর্থের উত্তরভাগে শীতলা বিরাজিতা আছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১০। মানবগণ সর্ব্বকামসিদ্ধ্যর্থ সর্ব্বদা বিশেষতঃ সোমবারে, তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ১১। বিস্ফোটকাদি রোগভয় সমুপস্থিত হইলে রোগাদি-ভয়নাশনার্থ তাঁহার পূজা করা মানবকুলের বিধেয়। ১২। ঐ স্থান হইতে উত্তরদিকে বিশ্রুতা বন্দী দেবী অধিষ্ঠান করেন। তাঁহাকে স্মরণ করিলে

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ নিগড়াদিভয়ং ন হি ॥ ১৩
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন যে বদ্ধাঃ শৃঙ্খলনিগড়াদিভিঃ।
বন্দাং সংপূজ্য তে দেবীং মুক্তিং যান্তি ক্ষণাঙ্করাং।
যাত্রা তস্যাঃ প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥১৪
মঙ্গলে হি বিশেষেণ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈরপি চ সুব্রতে।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্বাপি পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ১৫

নিগড়াদি ভয় পলায়িত হয়। ১৩। যে সকল ব্যক্তি ক্রুদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক শৃঙ্খলনিগড়াদিতে বদ্ধ হয়, বন্দাদেবীকে স্মরণ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-গণ যত্নসহকারে ঐ দেবীর যাত্রা করিবে। ১৪। হে সুব্রতে! বিশেষতঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থ মঙ্গলবারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা পূজা করিতে

বন্দীপ্রীত্যৈ মহাদেবি দেয়ং ব্রাহ্মণভোজনং ।
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥১৬
তদুত্তরে দিশাভাগে চুটকীতি প্রকীর্ত্তিতা ।
বর্ত্ততে পরমা সিদ্ধিরূপিণী স্মরণান্নৃণাম্। ১৭
সুসন্দিগ্ধেষু কার্য্যেষু ভয়ে বা সমুপাগতে।
যস্যাঃ স্মরণতো নৃণাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১৮

হয়। ১৫। হে দেবি! বন্দীদেবীর প্রীত্যর্থ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন প্রদান করিবে। এই প্রকার করিলে যাবতীয় কামনা পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই। ১৬। ঐ স্থানের উত্তর দিকে চুটকী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি মানবগণের পক্ষে পরমা-সিদ্ধিরূপিণী হইয়া থাকেন। ১৭। কোন কার্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে অথবা ভয় সমু-পাগত হইলে ইহাঁকে স্মরণ করিলে মানবগণের
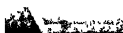
অগ্রে তস্যাঃ সদা কার্য্যো নৃভিরঙ্গুলিতো ধ্বনিঃ।
দীপদানং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং নিয়তাত্মভিঃ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নৃণাং দীপদানং প্রশ্যসতে ॥ ১৯
চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তস্য যাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। ২০
তৎপশ্চিমে দিশা ভাগে কুণ্ডমস্তি শতক্রতোঃ॥২১
কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষস্য অমায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
তত্র স্নানেন দানেন স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ১৮। নরগণ এই দেবীর সম্মুখে সদা অঙ্গুলীধ্বনি করিবে এবং নিয়তাত্মা হইয়া যত্নসহকারে দীপ দান করা কর্ত্তব্য। দীপ দান করিলে মানবগণের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।১৯। প্রতি চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তীর্থের যাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। ২০। ঐ স্থানের পশ্চিম দিকে শতক্রতুর কুণ্ড অধিষ্ঠিত। ২১। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যাতিথিতে ঐ তীর্থে স্নান ও

পুরস্কৃত্য চ তান্ সর্ব্বান্ তথা বৈ কমলাসনং।
ক্ষীরোদশায়িনং বিষ্ণুং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনং ॥ ৩০
লক্ষ্ম্যোপবিষ্টয়া পার্শ্বে চরণাম্বুজহস্তয়া।
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈর্গৃহীতগুণগৌরবং ॥ ৩১
গরুড়েন পুরস্তেনানিশং প্রাঞ্জলিনা স্তুতম্।
বিভ্রতং কুণ্ডলে শুভ্রে কর্ণাভ্যাং মৌক্তি-
কোজ্জ্বলে।

পরাজিত হইয়াছিলেন। ২৯। এইরূপে যুদ্ধে দেবগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে তাঁহাদিগের অগ্রণী মহাদেব, ব্রহ্মা ও সেই সকল দেবগণকে পুরোগামী করিয়া ক্ষীরোদবাসী, শেষ-শয্যাশায়ী বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎকালে লক্ষ্মীদেবী পার্শ্বদেশে সমাসীনা হইয়া স্বহস্তে হরির চরণপদ্ম সেবা করিতেছিলেন। নারদাদি মুনিগণ হরির

শঙ্খচক্রধরং দেবং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনম্ ॥ ৩২
কিরীটিনং পদ্মহস্তং বনমালাবিভূষিতং।
শরণং স জগমাশু বিনীতাত্মা স্তবন্নিতি ॥ ৩৩
তস্মিন্নবসরে দেবি সর্ব্বদেবগণৈরহং ॥ ৩৪

ঈশ্বর উবাচ।

নমস্তস্মৈ যমীক্ষন্তে যোগিনো গতমৃত্যবঃ।

গুণগৌরব-গানে নিযুক্ত ছিলেন, পুরোভাগে গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিরন্তর স্তব করিতেছে। হরির কর্ণদ্বয়ে মৌক্তিকোজ্জ্বল শুভ্র কুণ্ডলযুগল শোভা পাইতেছে। সেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী প্রভু শঙ্খচক্রধারী, কিরীটী, পদ্মহস্ত ও বনমালা-বিভূষিত। বিনীতাত্মা মহাদেব আশু সেই হরির শরণাগত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৩০-৩৪।

ঈশ্বর কহিলেন, যিনি তমোগুণের অতীত

পরমং পুরুষং চৈব তমোতীতং নিরঞ্জনং॥ ৩৫
যজ্ঞায় যজ্ঞহবিষে ঋগ্‌যজুঃসামমূর্ত্তয়ে।
নমঃ সরস্বতী-রাজহংসায়াক্ষয়রূপিণে॥ ৩৬
সত্যায় ধর্ম্মনিধয়ে ক্ষেত্রজ্ঞায়ামৃতাত্মনে।
সাংখ্যযোগপ্রতিষ্ঠায় নমো মোক্ষৈকহেতবে॥৩৭
ঘোরায় মায়ানিধয়ে সহস্রশিরসে নমঃ।

নিরঞ্জন পরমপুরুষ এবং বিগতমৃত্যু যোগীরা যাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহাকে নমস্কার। ৩৫। যিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় হবিঃস্বরূপ, যিনি সাম, ঋক্‌ ও যজু এই ত্রিবেদমূর্ত্তি, যিনি সরস্বতী রাজহংসরূপী ও অক্ষয়রূপাত্মক, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৩৬। যিনি সত্যস্বরূপ, ধর্ম্মের নিধি, ক্ষেত্রব্রত, অমৃতাত্মা, সাংখ্যযোগপ্রতিষ্ঠ ও মুক্তির একমাত্র হেতু, তাঁহাকে নমস্কার।৩৭। যিনি ঘোররূপী, মায়ার নিধি, সহস্রশিরা,

যোগনিদ্রাত্মনে নাভিপদ্মোদ্ভূতজগৎস্রজে ॥ ৩৮
নমঃ সলিলরূপায় শরণায় জগৎস্রজে।
কার্য্যঘ্নায়াতিবলিনে জীবায় পরমাত্মনে ॥ ৩৯
গোপ্ত্রে প্রাণায় ভূতানাং নমো বিশ্বায় বেধসে।
দৃপ্তায় সিংহবপুষে দৈত্যসংহারকারিণে ॥ ৪০
বীর্য্যায়ানন্তমনসে জগদ্ভাবস্রজে নমঃ।
সংসারহন্ত্রে মোহায় জ্ঞানায় তিমিরচ্ছিদে ॥ ৪১

যোগনিদ্রাত্মক এবং যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জগৎস্রষ্টার উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৩৮। যিনি সলিলরূপী, জগৎসৃষ্টির একমাত্র কারণ, কার্য্যঘ্ন, মহাবল এবং পরমাত্ম-রূপী, তাঁহাকে নমস্কার। ৩৯। যিনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা, ভূতগণের প্রাণস্বরূপ, বিশ্বরূপী, বিধাতা, দৃপ্ত, সিংহময় দেহধারী ও দৈত্যহন্তা, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪০। যিনি বীর্য্য-

অচিন্ত্যধাম্নে গুপ্তায় রুদ্রায় চ দ্বিজায় চ।
শান্তায় সুখকল্লোলকৈবল্যপদদায়িনে॥ ৪২
সর্ব্বভাবাতিরিক্তায় নমঃ সর্ব্বাত্মনে তথা।
ইন্দীবরদলশ্যাম-স্ফুরৎকিঞ্জল্কবিভ্রমে।
বিভ্রাণং বসনং বিষ্ণুং নৌমি নেত্ররসায়নম্॥ ৪৩

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ময়া স্তুতঃ প্রসন্নাত্মা বরদো গরুড়ধ্বজঃ।

স্বরূপ, অনন্তমনা, জগৎস্রষ্টা, সংসারহন্তা, মোহস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও তিমিরধ্বংসী, তাঁহাকে নমস্কার। ৪১। যিনি অচিন্ত্যধাম, গুপ্ত, রুদ্ররূপী, দ্বিজরূপী, শান্তচিত্ত, সুখ ও কৈবল্যপদদায়ী, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪২। ইন্দীবরদলশ্যামল, দীপ্তমান্ কিঞ্জল্কসদৃশ বস্ত্রধারী ও নেত্ররঞ্জন, বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ৪৩।

শঙ্কর কহিলেন, বরদাতা গরুড়ধ্বজ হরি

দৃশা সর্ব্বান্ বিধায়াথ কৃতকৃত্যান্ কৃপান্বিতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রশ্রয়াবনতান্ সুরান্ ॥৪৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

জানামি বিবুধাঃ সর্ব্বমভিপ্রায়ং সমাধিতঃ ॥ ৪৫
দৈত্যেন্দ্রৈর্বিক্রমাক্রান্তং পদং সমরদর্পিতৈঃ ।
সবলৈর্বলহীনানাং প্রতাপবিজিতাখিলৈঃ ॥ ৪৬

মৎকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং কৃপাবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাত দ্বারা সকলকে কৃতকৃত্য করতঃ বিনয়াবনত দেবগণকে মধুরবচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৪ ।

ভগবান্ কহিলেন, হে দেবগণ! আমি সমাধিবলে তোমাদিগের সমস্ত অভিপ্রায়ই জানিতে পারিয়াছি ।৪৫। সমরদর্পিত দৈত্যেন্দ্র-গণ বিক্রম দ্বারা তোমাদিগের পদ অধিকৃত করিয়াছে ! তাহারা সবল এবং তাহারা

সাম্প্রতং তু বিধাস্যামি তপো যুষ্মদ্বলায় বৈ।
অযোধ্যানগরীং গত্বা করিষ্যে তপ উত্তমম্।
গুপ্তো ভূত্বা ভবত্তেজোবিবৃদ্ধ্যৈ দৈত্যশান্তয়ে॥৪৭
ভবন্তশ্চ তপস্তীব্রং কুর্ব্বন্ত্বমলমানসাঃ॥ ৪৮

প্রতাপবলে বলহীনদিগকে পরাজিত করিয়াছে। ৪৬। আমি সম্প্রতি তোমাদিগের বলবৃদ্ধির জন্য তপস্যাচরণ করিব। আমি দৈত্যবিনাশ ও তোমাদিগের তেজোবৃদ্ধির জন্য অযোধ্যা নগরীতে গমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া অত্যুত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করিব।৪৭। হে অমলমানস দেবগণ! তোমরাও দৈত্যনাশার্থ পবিত্র অযোধ্যাতে গমন পূর্ব্বক আশু তীব্র তপস্যায় নিমগ্ন হও। ৪৮।

ইতি ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

৮৫শোহধ্যায়ঃ।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবান্ দেবো গরুড়বাহনঃ।
অযোধ্যামাগতঃ ক্ষিপ্রং চকার তপ উত্তমম্ ॥ ১
গুপ্তো ভূত্বা যদা বিষ্ণুঃ সুরতেজোবিবৃদ্ধয়ে।
তেন গুপ্তহরির্নাম দেবো বিখ্যাতিমাগতঃ ॥ ২

শঙ্কর কহিলেন, গরুড়বাহন দেব জনার্দ্দন দেবগণকে এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন এবং আশু অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। ১। বিষ্ণু দেবগণের তেজোবৃদ্ধির জন্য গুপ্ত হইয়া তপোনুষ্ঠান করাতে তদবধি তিনি তথায় গুপ্ত-

আগতস্য হরেঃ পূর্ব্বং যত্র হস্ততলাচ্চ্যুতং।
সুদর্শনাখ্যং তচ্চক্রং তেন চক্রহরিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩
তয়োর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪
হরেস্তেন প্রভাবেণ দেবা প্রবলতেজসঃ।
জিত্বা দৈত্যান্ রণে সর্ব্বান্ সংপ্রাপ্য স্বপদান্যথ।
রেজিরে বিপুলানন্দাঃ সুরা আনন্দসম্পদং ॥ ৫

হরি নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।২। যৎকালে হরি তপস্যার্থ অযোধ্যায় আগমন করেন, তখন যে স্থানে তদীয় হস্ত হইতে সুদর্শনচক্র স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তথায় তিনি চক্রহরি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ৩। গুপ্তহরি ও চক্রহরি এই উভয়কে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৪। তদনন্তর হরির প্রভাবে দেবগণ প্রবলতেজা হইয়া রণে দৈত্যগণকে পরাজিত করত স্ব স্ব পদ পুনঃ

ততঃ সর্ব্বে সমেতাস্তু বৃহস্পতিপুরঃসরাঃ।
দেবাঃ সেন্দ্রা নমন্মৌলিমালার্চ্চিতপদাম্বুজং।
হরিং দ্রষ্টুমথাগচ্ছন্নযোধ্যান্তু সমুৎসুকাঃ॥ ৬
আগত্য চ পুনঃ স্তুত্বা নানাবিধিগুণাদরং॥ ৭
ভাবপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নত্বা প্রাঞ্জলয়স্তদা।
হরিমেকাগ্রমনসা ধ্যায়ন্তো ধ্যাননিষ্ঠিতাঃ॥ ৮

প্রাপ্ত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। ৫
পরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ একত্রিত হওত বৃহস্পতিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আশু মৌলিমালার্জ্জিতপদ হরিকে দর্শনার্থ সমুৎসুকচিত্তে অযোধ্যা নগরীতে আগমন করিলেন। ৬। তাঁহারা অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যথাবিধি সাদরে হরিস্তব ও ভাবপুষ্পযোগে তাঁহার অর্চ্চনা করত পুটাঞ্জলি ও ধ্যাননিষ্ঠিত হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রভুর ধ্যান করিতে লাগি

স্বাগতান্ সমালোচ্য ভক্ত্যা পরময়া সুরান্ ।
প্রত্যক্ষং প্রাহ বিশ্বাত্মা পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৯

ভগবানুবাচ ।

ভো ভো দেবা জিতারাতিবলা দিষ্ট্যা হি সংগতাঃ।
অধুনা ভবতাং নষ্টং কিং করোমি সুরা অহং॥১০
তৎ ব্রূত যূয়ং ত্বরিতা কিং বিলম্বেন নির্ভয়াঃ॥১১

লেন । ৭-৮ । বিশ্বাত্মা, পীতাম্বর, জনার্দ্দন দেবগণকে পরমা ভক্তিসহকারে সমাগত দেখিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৯ ।

ভগবান্ কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা বলপ্রভাবে অরাতিকুল পরাজিত করিয়া সৌভাগ্যবশে একত্রিত হইয়াছ। অধুনা তোমাদিগের কি হইয়াছে ? কি করিতে হইবে, নির্ভয়চিত্তে বল, বিলম্বে প্রয়োজন নাই ।১০-১১।

দেবা উচুঃ।

ভগবন্দেবদেবেশ ত্বয়ি পশ্যতি সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বং সমভবৎ কার্য্যং যত্র ত্বং নো জগদ্গুরো।
তথাপি সর্ব্বদা ভাব্যং নিস্তন্দ্রেণ ত্বয়া বিভো॥১২
অস্মদ্রক্ষার্থমাত্রেণ বিজিতেন্দ্রিয়বর্ত্মনা।
এবমেব সদা কার্য্যং শত্রুপক্ষবিনাশনং॥ ১৩

দেবগণ কহিলেন, হে ভগবন্! হে দেবদেবেশ! হে জগদ্গুরো! যখন তুমি সর্ব্বথা সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছ, তখন আমাদিগের সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়াছে।১১। হে বিভো! তুমি তথাপি সর্ব্বদা অতন্দ্রিত হইয়া, আমাদিগের রক্ষার্থে জিতেন্দ্রিয়মার্গ দ্বারা চিন্তা করিতেছ। (হে ভগবন্!) সর্ব্বদা এই প্রকারে আমাদিগের শত্রুপক্ষ বিনাশ করিও।১২-১৩।

ভগবানুবাচ।

এবমেতদ্বিধাস্যামি ভবতামরিসংক্ষয়ং।
শ্রীমতাং তেজসো বৃদ্ধিং করিষ্যামি মহাসুরাঃ॥১৪
কথেয়ঞ্চ সদাখ্যাতিং লোকে যাস্যতি [illegible]।
অহং নাম্না গুপ্তহরির্দেবো ভুবনবিশ্রুতঃ। ১৫
মদীয়ং স্থানমেতত্তু গুহ্যং খ্যাতিং গমিষ্যতি॥১৬
অত্র যঃ প্রাণিনাং শ্রেষ্ঠঃ পূজাং গুপ্তহরে[illegible]ম।

ভগবান্ কহিলেন, হে দেবগণ! তাহাই হউক, আমি তোমাদিগের শত্রুক্ষয় করিব এবং যাহাতে তোমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাই করিব। ১৪। এই অত্যুত্তমা কথা জগতীতলে সর্ব্বদা খ্যাতিলাভ করিবে। আমি ভুবনবিদিত গুপ্তহরিদেব নামে প্রথিত হইব। ১৫। এই মদীয় পরম গুহ্যস্থান জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ১৬। এই স্থানে যে নরশ্রেষ্ঠ পরমা

করোতি পরয়া ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিং ॥১৭
অত্র যঃ কুরুতে দানং যথাশক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স স্বর্গমতুলং প্রাপ্য ন শোচতি কদাচন ॥১৮
অত্র মৎপ্রীতয়ে দেবাঃ প্রাণিভির্ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ।
দাতব্যা গৌঃ প্রযত্নেন সবৎসা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৯
স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যক্ষুরা বস্ত্রদ্বয়সমাবৃতা।
কাংস্যোপদোহনা তাম্রপৃষ্ঠী বহুগুণান্বিতা।

ভক্তি সহকারে মদীয় গুপ্তহরি মূর্ত্তির পূজা করিবে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।১৭। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই স্থানে যথাশক্তি দান করিবে, সে অতুল স্বর্গভোগ করিবে এবং কদাচ শোক প্রাপ্ত হইবে না।১৮। হে দেবগণ! ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী প্রাণীগণ মৎপ্রীত্যর্থ এই স্থানে যথাবিধি যত্নসহকারে ধেনু দান করিবে।১৯। সেই ধেনু স্বর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যখুরা,

রত্নপুচ্ছা চ নব্যা চ ঘণ্টাভরণভূষিতাঃ ॥ ২০
অর্চ্চিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সুপ্রসন্না চ নির্ব্রণা ॥ ২১
দ্বিজায় বেদবিদুষে গুণিনে নির্ম্মলাত্মনে ।
বিষ্ণুভক্তায় বিদুষে ত্বানৃশংস্যরতায় চ ॥
ব্রাহ্মণায় তু গৌর্দেয়া সর্ব্বত্র সুখভাগ্ভবেৎ ॥২২
ন দেয়া পাপযুক্তায় দাতারং সোপ্যধো নয়েৎ ।
মৎপ্রীতয়েত্র দাতব্যা নির্ম্মলেনান্তরাত্মনা ॥ ২৩

বস্ত্রদ্বয়যুক্তা, কাংস্যোপদোহনা, তাম্রপৃষ্ঠী, বহু-গুণযুক্তা, রত্নপুচ্ছী, নব্যা, ঘণ্টাভরণভূষিতা, প্রসন্না ও নির্ব্রণা হইবে এবং তাহাকে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত দান করিতে হয় । ২০-২১ । বেদবিৎ, গুণী, নির্ম্মলাত্মা, বিষ্ণুভক্ত, বিদ্বান্ ও অনৃশংস ব্রাহ্মণকে গো দান করিলে সর্ব্বত্র সুখী হইতে পারে। ২২ । পাতকী বিপ্রকে দান করিলে দাতা নরকগামী

সর্ব্বকামবিশুদ্ধ্যর্থং যৈর্বা মদ্ভক্তিতৎপরৈঃ।
তেষাং স্বর্গোঽক্ষয়ো নিত্যং মুক্তিঃ কর-
তলে স্থিতা॥ ২৪

তথা চক্রহরেঃ পীঠে মৎপ্রীত্যৈ দানমুত্তমং।
জপহোমাদিকঞ্চাপি কর্ত্তব্যং প্রযতো নরৈঃ॥ ২৫

ভবন্তোপি বিধানেন যাত্রাং কুরুত সত্তমাঃ।
অত্র স্নাত্বা বিধানেন দ্রষ্টব্যো হি প্রযত্নতঃ।

হয়। মৎপ্রীত্যর্থ নির্ম্মলচিত্তে এই স্থানে দান করা কর্ত্তব্য। ২৩। যাহারা মদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া সর্ব্বকামবিশুদ্ধ্যর্থ এই স্থানে দান করে, তাহাদিগের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় এবং মুক্তি তাহাদিগের করস্থিত থাকে। ২৪। মানবগণ মৎপ্রীত্যর্থ চক্রহরিতীর্থে অত্যুত্তম দান, জপ ও হোমাদি সযত্নে অনুষ্ঠান করিবে। ২৫। হে সত্তমগণ! তোমরাও বিধানে যাত্রা কর।

দেবো গুপ্তহরির্নাম সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদঃ ॥ ২৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ পীতাম্বরধরোচ্যুতঃ ॥ ২৭
দেবা অপি বিধানেন কৃত্বা যাত্রাং প্রযত্নতঃ।
অযোধ্যায়াং স্বসান্নিধ্যং চক্রুর্গুণবিমোহিতাঃ।
তদা প্রভৃতি ভো দেবি তৎস্থানং ভুবি পপ্রথে॥২৮

এই স্থানে যথাবিধি স্নান পূর্ব্বক যত্নসহকারে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদ গুপ্তহরি দেবকে দর্শন করা কর্ত্তব্য। ২৬।

শঙ্কর কহিলেন, পীতাম্বরধারী অচ্যুত-দেব এই বলিয়া তিরোহিত হইলেন। ২৭। দেবগণও যথাবিধি তথায় যাত্রা করত নগরীর গুণে বিমোহিত হইয়া সেই অযোধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন। হে দেবি! তদবধিই ঐ স্থান জগতীতলে প্রথিতি লাভ করি-

কার্ত্তিক্যাস্তু বিশেষেণ যাত্রা সাম্বৎসরী ভবেৎ।
স্নাত্বা দেবোর্চ্চনীয়োত্র সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ২৯
এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং বিষ্ণুলোকে স মোদতে ৩০
তস্মাৎ গুপ্তহরেঃ স্থানাদুত্তরে বর্ত্ততে মহৎ।
গোপ্রতারাভিধং তীর্থং সর্ব্বপাপ প্রণাশনং ॥ ৩১
যত্র স্নানেন দানেন ন শোচিতি নরঃ কচিৎ।

আছে। ২৮। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে এই তীর্থের সাম্বৎসরী যাত্রা হয়। তৎকালে স্নান পূর্ব্বক সর্ব্বকামফলদ গুপ্তহরির অর্চ্চনা করিবে। ২৯। যে ব্যক্তি এইরূপে যাত্রা করে, সে (দেহান্তে) বিষ্ণুলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ৩০। গুপ্তহরির স্থান হইতে উত্তরদিকে গোপ্রতার নামে সর্ব্বপাপনাশন মহাতীর্থ বিরাজিত আছে। ৩১। ঐ স্থানে স্নান বা দান করিলে আর সেই ব্যক্তিকে

গোপ্রতার সমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩২
বারাণস্যাং যথা দেবি বর্ত্ততে মণিকর্ণিকা।
উজ্জয়িন্যাং যথা চৈব মহাকালনিকেতনং। ৩৩
নৈমিষে চক্রবাপী তু যথা তীর্থোত্তমা স্মৃতা।
অযোধ্যায়াং তথা দেবি গোপ্রতারাভিধং মহৎ॥ ৩৪
যত্র রামাজ্ঞয়া দেবি সাকেতনগরে জনঃ।
জগাম স্বর্গমতুলং নিমজ্য পরমাম্ভ স ॥ ৩৫

শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না। গোপ্রতারের সদৃশ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। ৩২। হে দেবি! যেমন বারাণসীধামে মণিকর্ণিকা, উজ্জয়িনীতে মহাকালনিলয় ও নৈমিষারণ্যে চক্রবাপী তীর্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সেইরূপ অযোধ্যা নগরীতে গোপ্রতার তীর্থও মহাশ্রেষ্ঠ জানিবে। ৩৩—৩৪। হে দেবি! অযোধ্যাবাসী ব্যক্তি রামচন্দ্রের আদেশে

পার্ব্বত্যুবাচ।

কথং জগাম স স্বর্গং সাকেতনগরীজনঃ।
কথঞ্চ রাঘবোগচ্ছদেতৎ কথয় সুব্রত ॥ ৩৬

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

সাবধানা কথামেতাং প্রিয়ে শৃণু সুবিস্তরাং।
যথা জগাম রামাসৌ স্বর্গং স চ পুরীজনঃ ॥ ৩৭

তৎসহ এই গোপ্রতার তীর্থের জলে অবগাহন করিয়া অতুলনীয় স্বর্গধামে প্রয়াণ করিয়াছিল। ৩৫।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে সুব্রত! কি কারণে অযোধ্যানগরবাসী ব্যক্তিরা রামের আদেশে তৎসহ স্বর্গে গমন করে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৩৬।

শঙ্কর কহিলেন, হে প্রিয়ে! তুমি সাবধান হইয়া সবিস্তার সেই কথা শ্রবণ কর।

পুরা রাম বিধায়ৈব দেবকার্য্যমতন্দ্রিতঃ।
স্বর্গং গন্তুং মনশ্চক্রে ভ্রাতৃভ্যাং সহ ধীরধীঃ॥ ৩৮
শ্রুত্বা সবিস্তরং তচ্চ বানরাঃ কামরূপিণঃ।
ঋক্ষ-গোপুচ্ছ-রক্ষাংসি সমুৎপেতুরনেকশঃ॥৩৯
দেবগন্ধর্ব্বপুত্রাশ্চ ত্বষ্টৃপুত্রাশ্চ বানরাঃ।
রামক্ষয়ং বিদিত্বা তু সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥ ৪০

যে প্রকারে রামচন্দ্র ও অযোধ্যাবাসীগণ স্বর্গে গমন করেন, তাহা বলিতেছি।৩৭। পূর্ব্বকালে ধীরবুদ্ধি রামভদ্র অতন্দ্রিত হইয়া দেবকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ভ্রাতৃসহ স্বর্গ গমনে অভিলাষ করিলেন।৩৮। এই সংবাদ সবিস্তার শ্রবণ-মাত্র কামরূপী বানরগণ, ঋক্ষগণ, গোপুচ্ছগণ ও রাক্ষসগণ সমাগত হইল।৩৯। দেবাংশ-জাত, গন্ধর্ব্বাংশজাত ও ত্বষ্টৃপুত্র সেই সমস্ত বানরেরা সকলেই রামের স্বর্গ গমনোদ্যম

তে রামমনুগত্যোচুঃ সর্ব্বে বানরযূথপাঃ।
তবানুগমনে রাজন্ সংপ্রাপ্তাঃ স্ম ত্বিহানঘ ॥৪১
যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষর্ষভ।
হত্বা স্থামো তদা রাজন্ যাস্যামো যমমন্দিরং॥৪২
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং ঋক্ষবানররক্ষসাং।
বিভীষণমুবাচাথ রাঘবঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৩

বিদিত হইয়া উপনীত হইল। ৪০। সেই সকল বানরযূথপতিরা রামের নিকট বিনয় সহকারে কহিল, হে রাজন্! হে অনঘ! আমরা তোমার অনুগমনার্থ উপস্থিত হইলাম। ৪১। হে রাম! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করত শমনপুরে প্রস্থান করিব। ৪২। রঘুপতি সেই সকল ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগের বাক্য

যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবদেব বিভীষণ।
কারয়স্ব মহদ্রাজ্যং লঙ্কাং ত্বং পরিপালয় ॥ ৪৪
স্থাপিতস্ত্বং সখিত্বেন নান্যৎ কুর্য্যাদ্বচো মম।
প্রজাস্ত্বং রক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি॥ ৪৫
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো হনূমন্তমথাব্রবীৎ।

শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৩।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে বিভীষণ! যতদিন ধরাদেবী প্রজাধারণ করিবেন, ততদিন তুমি লঙ্কারাজ্য ভোগ কর এবং লঙ্কারাজ্য পালন কর। ৪৪। আমি তোমাকে সখারূপে স্থাপন করিয়াছি, আমার বাক্য অন্যথা করিও না; তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজার রক্ষা বিধান কর, ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করা তোমার উচিত নহে। ৪৫। ককুৎস্থকুলতিলক রামচন্দ্র

বায়ুপুত্র চিরং জীব মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কুরু ॥৪৬
যাবল্লোকা বদিষ্যন্তি মৎকথাং বানরর্ষভ।
তাবৎ ত্বং ধারয় প্রাণান্ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়॥৪৭
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব ত্বমৃতপ্রাশিনাবুভৌ।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদেতৌ ধরিষ্যতঃ ॥৪৮
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ যেস্মাকং তান্ রক্ষন্তিহ বানরাঃ ॥

বিভীষণকে এই বলিয়া হনূমান্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বায়ুসুত! তুমি চিরজীবী হও, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। ৪৬। হে কপিশ্রেষ্ঠ! যতদিন লোকে মদীয় কথা কীর্ত্তন করিবে, তুমি ততদিন প্রাণ ধারণ কর, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর। ৪৭। মৈন্দ ও দ্বিবিদ, ইহারা উভয়েই অমৃতসেবী; যতদিন ধরণী বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ইহারা উভয়েও জীবিত থাকুক্। ৪৮। হে বানরগণ! তোমরা আমা-

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংস্তানৃক্ষবানরান্॥৪৯
ময়া সার্দ্ধং প্রযাতেতি তদা তান্ রাঘবোঽ-
ব্রবীৎ ॥ ৫০

প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাভুজঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ।
অগ্নিহোত্রাণি যান্যগ্রে দীপ্যমানানি সর্ব্বশঃ।
সমস্তানি ক্ষণেনৈব নির্যান্তু চ মমাগ্রতঃ ॥ ৫১

দিগের পুত্র-পৌত্রাদিকে রক্ষা কর। কাকুৎস্থ ঋক্ষ ও বানরদিগকে এই বলিয়া অন্যান্য সকলকে কহিলেন, তোমরা আমার সহিত গমন করিবে। ৪৯-৫০। অনন্তর রজনী-প্রভাত হইলে পৃথুবক্ষা, কমললোচন, মহাবাহু রামচন্দ্র পুরোহিতকে কহিলেন, আমার সম্মুখে এই যে দীপ্তমান্ অগ্নিহোত্র রহিয়াছে, তাহা আমার সম্মুখ হইতে অপসারিত হউক।৫১।

ততো বশিষ্ঠস্তেজসী সর্ব্বং নিরবশেষতঃ ।
চকার বিধিবৎ কর্ম্ম মহাপ্রাস্থানিকং বিধিং ॥৫২

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে হরগৌরীসংবাদে অযোধ্যা-
মাহাত্ম্যে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

তখন মহাতেজা বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানকালীন যাবতীয় কর্ম্ম যথাবিধানে সম্যক্‌রূপে সমাহিত করিলেন। ৫২।

ইতি বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

-:o:-

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ততঃ ক্ষৌমাম্বরধরো ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ।
কুশানাদায় পাণিভ্যাং মহাপ্রস্থানমুদ্যতঃ॥ ১
নিশ্চক্রামাশু নগরাৎ সাগরাদিব চন্দ্রমাঃ॥ ২
নানাবিধান্যায়ুধানি ধনুশ্চ জ্যাসমন্বিতং।

শঙ্কর কহিলেন, অনন্তর ক্ষৌমাম্বরধারী ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ রামচন্দ্র করদ্বয়ে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থানোদ্যত হইলেন এবং চন্দ্রমা যেমন সাগরগর্ভ হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ আশু নগর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। ১-২
তখন বিবিধ বস্ত্র এবং জ্যাসমন্বিত ধনু প্রভৃতি

বিব্রজংশ্চ কাকুৎস্থং সর্ব্বে পুরুষবিগ্রহাঃ ॥ ৩
দেবা ব্রাহ্মণরূপেণ রামানুগমনং যযুঃ।
ওঙ্কারোথ বষট্কারঃ সর্ব্বে রামং তদাব্রজন্ ॥ ৪
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্বে চৈব মহীধরাঃ।
অনুগচ্ছন্তি কাকুৎস্থং স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ৫
তথানুযান্তি কাকুৎস্থমন্তঃপুরগতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬
সবৃদ্ধবালদাসীকাঃ পার্ষদা দ্বাররক্ষকাঃ।

সকলে মূর্ত্তিমান্ হইয়া কাকুৎস্থ রামের অনু-গমন করিল। ৩। দেবতারা ব্রাহ্মণরূপে তদীয় অনুগামী হইল এবং ওঙ্কার, বষট্কার, মহাত্মা ঋষিগণ, মহীধর প্রভৃতি সকলেই রামের অনু-গমনপূর্ব্বক স্বর্গদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। ৪-৫। অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণও রামের অনুগমন করিল। ৬। বৃদ্ধ, বালক, দাসী, পার্ষদগণ, দ্বাররক্ষক ইহারাও তদনুগামী হইল। ভরত

সান্তঃপুরাচ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥ ৭
ততো বিপ্রা মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমন্ততঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুগচ্ছন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ৮
মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ সপুত্রাঃ সহবান্ধবাঃ।
সর্ব্বে তে সানুগাশ্চৈব অনুগচ্ছন্তি রাঘবং ॥ ৯
ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো পুলকাঞ্চিতমানসাঃ।
রাঘবস্যানুগা আসন্ হৃষ্টা বিগতকল্মষাঃ। ১০

ও শত্রুঘ্নও অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া রামের অনুগমন করিলেন। ৭। অনন্তর অগ্নি-হোত্রসমন্বিত মহাত্মা বিপ্রগণ পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে কাকুৎস্থের অনুগামী হইলেন। ৮। মন্ত্রীগণ ও ভৃত্যবর্গ পুত্র ও বান্ধবাদি সমভিব্যাহারে রাঘবেন্দ্রের অনুগমন করিলেন। ৯। যাবতীয় প্রকৃতিপুঞ্জ বিগতকল্মষ ও পুলকিতচিত্ত হইয়া রামের অনুগামী হইল। ১০

স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরাঃ সর্ব্বে প্রযতমানসাঃ ।
কৃত্বা কিলকিলাশব্দমনুযাতাশ্চ রাঘবম্ ॥ ১১
ন তত্র কশ্চিদ্দীনোভূন্ন ভীতো নাপি দুঃখিতঃ॥১২
প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পরমাদ্ভুতাঃ ॥ ১৩
দ্রষ্টুকামাশ্চ নির্য্যাণং রাজ্ঞো জানপদাস্তদা ।
সংপ্রাপ্তাস্তেপি দৃষ্ট্বৈবং মনঃ স্বর্গায় চক্রিরে ॥১৪
ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ ।

সকলেই স্নানপূর্ব্বক শুক্লবস্ত্র পরিধান করত প্রযত্তচিত্তে কিলকিলাশব্দে রামের অনুগমন করিল। ১১। তৎকালে কেহই দীন, ভীত বা দুঃখিত রহিল না, সকলেই প্রহৃষ্ট, প্রমুদিত ও পরমাদ্ভুতদৃশ্য হইল। ১২-১৩। জানপদগণ রাজা রামচন্দ্রের নির্য্যাণদর্শনার্থে তথায় সমবেত হইল এবং তথায় তদ্দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্বর্গগমনে মানস করিল।১৪। ঋক্ষ, বানর,

আগত্য পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ ॥১৫
নাসীৎ সত্ত্বমযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি কিঞ্চন।
যদ্রাঘবং নানুযাতং স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৬
অধ্যর্দ্ধযোজনং গত্বা নদীং পবিত্রকারিণীং।
সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৭
অথ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।

রাক্ষস ও পুরবাসী ব্যক্তি সকলেই পরম ভক্তি সহকারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন পূর্ব্বক সুসমাহিত হইয়া অবস্থান করিল। ১৫। তৎকালে অযোধ্যাতে একটী ক্ষুদ্র জীবমাত্রও ছিল না, সকলেই রামচন্দ্রের অনুগমন পূর্ব্বক স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইল।১৬। এইরূপে রাম অর্দ্ধযোজন পথ গমন পূর্ব্বক পবিত্রকারিণী পুণ্যসলিলা সরযূনদী দর্শন করিলেন।১৭। ইত্যবসরে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণে ও ঋষিগণে পরিবৃত্ত

সর্বৈঃ পরিবৃতৈর্দেবৈঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
আযযৌ তত্র কাকুৎস্থং স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৮
পুণ্যাবাতা ববুস্তত্র গন্ধবন্তঃ সুখপ্রদাঃ।
সুপুষ্পবৃষ্টিবর্ষঞ্চ বায়ুমুক্তং মহাজবম্ ॥ ১৯
সরযূসলিলং রামঃ পদ্ভ্যাং সমুপচক্রমে।
পিতামহস্তদা বাক্যমন্তরীক্ষাদভাষত ॥ ২০
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রন্তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোসি মানদ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বকাং তনুম্॥২১

হইয়া কাকুৎস্থকুলতিলক রামের নিকট স্বর্গ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন।১৮। তৎকালে সুখস্পর্শ, গন্ধবহ পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং মহাবেগে ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।১৯। অনন্তর রামচন্দ্র পদদ্বয় দ্বারা সরযূসলিল স্পর্শ করিলে পিতামহ অন্তরীক্ষে থাকিয়াই কহিলেন, হে বিষ্ণো! আগমন কর। হে মানদ!

পিতামহস্য বচনাদ্দিবমেবাবিশৎ স্বয়ং।
দিব্যং তদ্বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥২২
ততো বিষ্ণুতনুং দেবাঃ পূজয়ন্তঃ সুরোত্তমাঃ।
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ॥২৩
যে চ দিব্য ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা।
সুপর্ণা নাগযক্ষাশ্চ দৈত্যা দানবরাক্ষসাঃ ॥ ২৪

সৌভাগ্যবলে তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। তুমি অধুনা ভ্রাতৃগণের সহিত নিজতনুতে প্রবিষ্ট হও। ২০-২১। তখন রামচন্দ্র পিতামহের এই বাক্য শ্রবণমাত্র অনুজগণ সমভিব্যাহারে নররূপ দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য বৈষ্ণবতেজঃপূরিত দেহ ধারণ করিলেন। ২২। তখন দেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অগ্নিপুরঃসর ইন্দ্রপ্রমুখ সুরোত্তমগণ, দিব্য ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সুপর্ণ, নাগ,

দেবা প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ সর্ব্বে পূর্ণমনোরথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে সর্ব্বে ত্রিদিবস্থা বভাষিরে॥২৫
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
অযোধ্যায়া জনৌঘেভ্যো লোকং দাতুমিহার্হসি।
ইমে তু সর্ব্বে মৎস্নেহাদাগতাঃ সহবান্ধবাঃ॥ ২৬

যক্ষ, দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। ২৩-২৪। দেবগণ পূর্ণমনোরথ ও আনন্দিত হইয়া শূন্যোপরি অবস্থান পূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ২৫। অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু (রামচন্দ্র) পিতামহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত! আমার সমভিব্যাহারী এই সকল অযোধ্যাবাসীগণের অবস্থানার্থ উত্তম স্থান প্রদান কর। ইহারা আমার প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন সবান্ধবে সমাগত হইয়াছে। ২৬

তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুকথিতং সর্ব্বলোকেশ্বরোঽব্রবীৎ ।
লোকং সন্তানকং নাম সংস্থাস্যন্তীহ মানবাঃ ॥২৭
পশুস্তির্য্যগ্‌গতোপ্যত্র রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।
প্রাণাংস্ত্যজতি ভক্তো বৈ স সন্তানফলং লভেৎ॥২৮

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

যস্মা বিনিঃসৃতা যে বৈ সুরাশ্চ স্বতনূদ্ভবাঃ ।

সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই সকল অযোধ্যাবাসীরা সন্তানক নামক লোকে অবস্থিতি করিবে ।২৭। (হে রাম। আরও শ্রবণ কর,) তির্য্যক্‌জাতিও যদি রামকে (তোমাকে) চিন্তা করত এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ভক্তও সন্তানক ফল প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ দেহান্তে সন্তানক লোকে গমন করিবে। ২৮।

শঙ্কর কহিলেন, অনন্তর যে দেবতাদির

আদিত্যতনয়শ্চৈব সুগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্।
ঋষয়ো নাগযক্ষাশ্চ তান্ সর্ব্বান্ প্রতিপেদিরে॥২৯
অবগাহ্য জলং সর্ব্বে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রহৃষ্টবৎ।
মানুষং দেহমুৎসৃজ্য তে বিমানান্যথারুহন্॥ ৩০
জগাম ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং রামো হৃষ্টো মহামতিঃ।
অতস্তদ্‌গোপ্রতারাখ্যং তীর্থং বিখ্যাতিমাগতম্৩১

অংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তিনি সেই সেই দেবতাতে বিলীন হইলেন। আদিত্যতনয় সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন এবং এই প্রকারে ঋষি, নাগ, যক্ষ সকলেই পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব দেহ ও স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ২৯। সকলেই সরযূসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পুলকিতচিত্তে প্রাণত্যাগ করত বিমানারোহণে প্রস্থান করিল। ৩০। এইরূপে মহামতি রামচন্দ্র দেবতাগণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে সুরধামে প্রস্থান করি-

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ইদং মাহাত্ম্যমতুলং যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদ্বাপি স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৩২
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন শ্রোতব্যঞ্চ নরৈঃ সদা।
দ্বিজপূজা বিষ্ণুপূজা বিধাতব্যা প্রযত্নতঃ।
দাতব্যানি সুবর্ণানি যথাশক্ত্যা দ্বিজন্মনে ॥ ৩৩

লেন। তদবধিই ঐ স্থান গোপ্রতার তীর্থনামে পরম খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩১।

মহাদেব কহিলেন, যে ব্যক্তি সংযতমানস হইয়া এই অতুলনীয় অযোধ্যামাহাত্ম্য স্বয়ং পাঠ করে, শ্রবণ করে অথবা শ্রবণ করায়, তাহার পরমা গতি লাভ হয়।৩২। অতএব যত্নসহকারে ইহা শ্রবণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা পাঠ বা শ্রবণান্তে যথাবিধানে বিষ্ণুপূজা ও দ্বিজ-পূজা করিয়া দ্বিজকরে যথাশক্তি সুবর্ণ

যো বাচকায় প্রদদাতি বিত্তং,
শ্রদ্ধাযুতোন্নঞ্চ যথাত্মশক্ত্যা।
গাশ্চৈব বস্ত্রাণি মনোহরাণি,
রৌপ্যং সুবর্ণং স সুখী ধনাঢ্যঃ॥৩৪
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তীর্থে স্নানং দেবার্চ্চনং তথা।
দক্ষিণাদানতঃ সিদ্ধিং সকলং সফলং ব্রজেৎ॥৩৫
বাচকে পরিতুষ্টে চ সফলাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ।

প্রদান করিবে। ৩৩। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই মাহাত্ম্যপাঠককে যথাশক্তি ধন, গো, দিব্য বস্ত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ দান করে, সে সুখী ও ধনবান্ হয়। ৩৪। তীর্থস্থলে স্নান বা দেবার্চ্চনাদি যে কোন কর্ম্ম করা যায়, দক্ষিণা প্রদান করিলে তৎসমস্ত সফল ও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৫। এই মাহাত্ম্য-পাঠক পরিতুষ্ট হইলে সকল ক্রিয়াই সমাধা

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং
বরাননে ॥ ৩৬ ॥

অস্য প্রসাদাদ্দেবেশি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো নরঃ।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ॥৩৭॥
ভার্য্যার্থী ভার্য্যামাপ্নোতি মোক্ষার্থী মোক্ষ-
ভাগ্ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি অযোধ্যামাহাত্ম্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

হয়। হে বরাননে! আমি পুনঃ পুনঃ ইহা সত্য করিয়া বলিলাম ॥৩৬॥ হে দেবেশি! এই মাহাত্ম্য-প্রসাদে মানব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হয় এবং ইহার প্রসাদে পুত্রার্থীর পুত্র, ধনার্থীর ধন, ভার্য্যার্থীর ভার্য্যা ও মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ৩৭-৩৮।

ইতি একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

অযোধ্যা-পদ্ধতিঃ।

অযোধ্যাং প্রাপ্যাদৌ সরযূতীর্থে সামান্য-তীর্থপদ্ধত্যুক্তকর্ম্মসমুদায়ং নিষ্পাদ্য গ্রামমধ্যে হনুমৎসন্নিধৌ গত্বা ধ্যায়েৎ, যথা—

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্।
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমং।
জ্বলদগ্নিসমং নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
অঙ্গদাদ্যৈর্ম্মহাবীরৈর্ব্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণং॥

অযোধ্যায় যাইয়া প্রথমতঃ সরযূতীর্থে সামান্যতীর্থ-পদ্ধতিলিখিত কর্ম্মগুলি নিষ্পাদন করতঃ গ্রামমধ্যে হনুমান-নিকটে [illegible]

ইত্যনেন ধ্যাত্বা ওঁ হনুমতে নম ইতি মন্ত্রেণ হনুমন্তমভ্যর্চ্য শ্রীরামনিকটং গত্বা কৃতাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েৎ, যথা,—

ওঁ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে।
অধমানাং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ॥

ইত্যনেন রামং সংপ্রার্থ্য ধ্যায়েৎ যথা,—

ওঁ কলাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং,
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং।

মহাশৈলং ইত্যাদি ধ্যান এবং ওঁ হনুমতে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা হনুমানকে পূজা করিয়া শ্রীরাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ওঁ রাম

পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জলাঙ্গং
ভজে॥

ইত্যনেন ধ্যাত্বা ওঁ রামায় নম ইতি মন্ত্রেণ যথাশক্তি সংপূজ্য নমস্কুর্য্যাৎ যথা,—

ওঁ রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

ইত্যনেন নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ কৌশল্যাং প্রণমেদ্ যথা,—

ওঁ রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু-
তে॥

রাম ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা রামকে প্রার্থনা করত ওঁ কালাম্ভোধর ইত্যাদি ধ্যান এবং ওঁ রামায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করণানন্তর ওঁ রামায় রাম-ভদ্রায় ইত্যাদিমন্ত্রে নমস্কার করিবে। অন-

ইত্যনেন কৌশল্যাং প্রণম্য পূজয়িত্বা দশরথমুপ্যভ্যর্চ্য, সীতাহনূমৎ-সুগ্রীব-ভরত-বিভীষণ-লক্ষ্মণা-ঙ্গদ-শত্রুঘ্ন-জাম্ববৎ-ধূম্র-জয়ন্ত বিজয়-সুরাষ্ট্র-রাষ্ট্রবর্দ্ধনা-হকোপ-ধূম্রাখ্য-সুমন্ত্র-লোকপালানাং, দর্শন-পূজনানি নিষ্পাদ্য পুত্রেষ্টিকাঽশ্বমেধিকাদি-নানাস্থানদর্শনং কৃত্তি-বাসাখ্যশিবদর্শনপূজনে, পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিকাম-নয়া জনকমহর্ষেঃ কূপে স্নানতর্পণে ... পানঞ্চ যথাশক্তি কুর্য্যাৎ॥

স্তর ওঁ রামস্য জননীতাদি মন্ত্রে কৌশল্যাকে প্রার্থনা পূর্ব্বক পূজা করিয়া দশরথ ও সীতা অবধি লোকপাল পর্য্যন্ত লিখিত সকলের অর্চ্চনা এবং দর্শনাদি করিয়া পুত্রেষ্টি ও অশ্ব-মেধ যজ্ঞের স্থান প্রভৃতি কৃত্তিবাসশিব-দর্শন-পূজাদি আর পুনর্জ্জন্মাধারণ-কামনায় ...

অন্যৎ সর্ব্বং সামান্যতীর্থপদ্ধতিবৎ।

অযোধ্যায়াং বসতিমরণয়োঃ পুনর্জন্মাভাবঃ ফলং। শ্রীরামনবম্যাস্তু রামমুদ্দিশ্য কর্ম্মমাত্রকরণে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীনফলসমফলং। উপবাস-জাগরণপিতৃতর্পণেষু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ ফলঞ্চ লভেৎ। রামনবমী পুনর্ব্বসুযুক্তা চেৎ সর্ব্বকামদা, সা

মহর্ষির কূপে স্নানতর্পণ ও ঐ কূপের জলপান প্রভৃতি কর্ম্ম যথাশক্তি করিবে। অন্যান্য সমুদয় সামান্যতীর্থ পদ্ধতির সমান। অযোধ্যায় বাস করিলে ও মৃত্যু হইলে পুনর্জন্মনিবারণ ফল, শ্রীরামনবমীতে রামের উদ্দেশে কর্ম্মমাত্র করিলে কোটি সূর্য্যগ্রহণকালীন ফল সমফল, তাহাতে উপবাস,জাগরণ ও পিতৃতর্পণ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, রামনবমী যদি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকামদায়িনী হইয়া

যদি মধ্যাহ্নব্যাপিনী, তদা মহাপুণ্যতমা ভবেদিত্যযোধ্যাপদ্ধতিঃ ॥

থাকে এবং ঐ নবমী যদি মধ্যাহ্ন-ব্যাপিনী হয় তাহা হইলে মহাপুণ্যপ্রদায়িনী হয় সন্দেহ নাই।

ইতি অযোধ্যা-পদ্ধতি।

সম্পূর্ণ।